মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সড়ক হবে সংস্কার

এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
গড়ব হবে সংস্কার

এলজিইডির

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর
২০১৯-২০২০

প্রকাশকাল

৩০ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আব্দুর রশীদ খান
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা

মোঃ আহসান হাবিব
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইসিটি ও প্রকিউরমেন্ট)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

সমন্বয়ক

মোঃ সহিদুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ. দা.)
প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন ইউনিট (পিএমই)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং মুদ্রণে

মোঃ ফয়সাল ভুইয়া
ক্রাফটসম্যান কর্পোরেশন
craftsmanletter@gmail.com
৫৪, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের সহায়তায় প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত ।

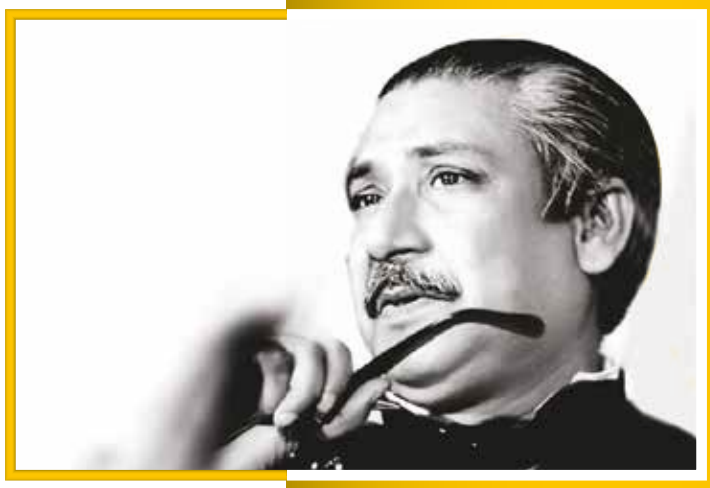

“স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও
দেশ গড়ার সংগ্রাম বেশী কঠিন।
দেশ গড়ার সংগ্রামে
অধিক আত্মত্যাগ,
অধিক পরিমাণে ধৈর্য এবং
আরও বেশী পরিমাণে শ্রম প্রয়োজন”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র এসেছে। কৃষিজ ও অকৃষিজ উভয় ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি কৃষি খাত, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রামীণ পরিবহন ও যোগাযোগ এবং গ্রামীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে চলেছে।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আশা করি এ প্রতিবেদনে গত একবছরে এলজিইডির সামগ্রীক উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিফলন থাকবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। জাতির জনকের আদর্শ বুকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন। সে অনুযায়ী পথ নকশা তৈরি করেছেন। আমরা সেই পথ নকশা ধরে হাঁটছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে এবং সে অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এলজিইডি সূচনালগ্ন থেকে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জাতীয় উন্নয়নে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নে এলজিইডি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো, পল্লি সড়ক নির্মাণ, মেরামত, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ তথা সার্বিক যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সচল রাখতে এলজিইডি সর্বদা তৎপর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় জন্মশতবার্ষিকীতে এলজিইডির "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সড়ক হবে সংস্কার" স্লোগান অত্যন্ত সময়োপযোগী।

২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারিতে এলজিইডির কর্মপ্রবাহ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ দুর্যোগময় মুহূর্তে এলজিইডির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ একাত্ম হয়ে যেমনি নিজ নিজ জেলায় ত্রাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তেমনি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে নির্মাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা ও শ্রমিক সংকট সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রেখে গ্রামীণ অর্থনীতি ও উন্নয়নের চাকা সচল রেখেছে।

জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এলজিইডির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এ প্রত্যাশা রাখছি। আমি এ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

২০২০ আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । এ প্রজন্মের আমরা উদ্‌যাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী । যে মহান নেতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল এ দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করা । আর এ জন্য ডাক দিয়েছিলেন শোষণমুক্ত আধুনিক 'সোনার বাংলা' গড়ার । স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর জাতির পিতার 'সোনার বাংলা' গড়ার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ।

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় জন্মশতবার্ষিকীতে 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, সড়ক হবে সংস্কার' এ স্লোগানকে সামনে রেখে এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব বর্ষ পালন করছে । ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মহোদয়ের গতিশীল নেতৃত্বে এলজিইডি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র মূল লক্ষ্য পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করা । একই সঙ্গে এলজিইডি স্থানীয় সরকারসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে । উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশব্যাপী উন্নয়নের শক্ত ভিত নির্মাণ করে চলেছে এলজিইডি ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়তে এলজিইডি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এলজিইডি কেবলমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নই নয়, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃতির মাধ্যমে এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যে গতি আসে, বৈশ্বিক মহামারির কারণে পরবর্তী চার মাসে তা কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে । কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন প্রকল্পের চলমান কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে ।

গত অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বরাদ্দ ছিল ১৩,২৭৮.৯৩ কোটি টাকা, যা পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে বেড়ে ১৪,৯৫৭.৫৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসের অভিঘাত সত্ত্বেও এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রগতি অর্থ অবমুক্তির ভিত্তিতে ৯৪.১৪ শতাংশ, যা গড় জাতীয় অগ্রগতির চেয়ে বেশি । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৫,৫০০ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, ৭,৯৭৮.৩৮ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, ১২,৫০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কক্ষ নির্মাণ, ১৪টি বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৬৬০.৬৬ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনর্খনন কাজ সমাপ্ত হয় । এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অন্যান্য সূচকেও নতুন মাত্রা যুক্ত করছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ তথা সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে এলজিইডি তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে থাকে । এ কারণে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নের বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে । দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সড়ক, সেতু, কালভার্ট, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মতো জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এলজিইডি আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ।

প্রতিবছরের মতো এবারও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো । এতে বিগত অর্থবছরে এলজিইডির কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে । বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ।

মোঃ আব্দুর রশীদ খান
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ

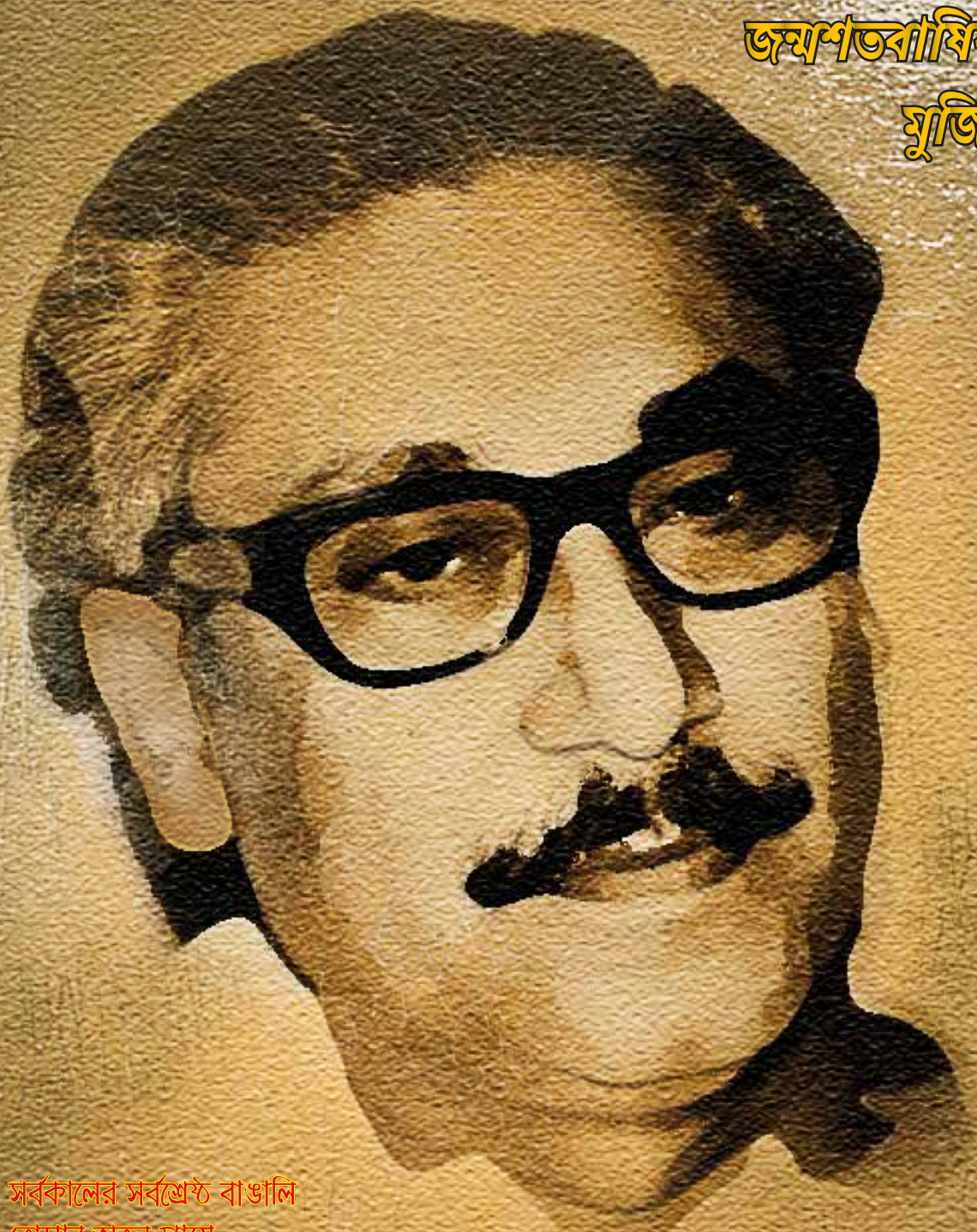

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
তোমার অতুল পায়ে
হৃদয়ের অঞ্জলি...

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা

জাতিকে যিনি স্বপ্ন দেখাতে পারেন তিনিই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকেন। এই কষ্টি পাথরে বিচার করা হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহামানব, সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কে নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন। বাঙালী জাতির প্রতিটি ক্রান্তিকালে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন "৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না".... "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এমন করে বাঙালীর ইতিহাসে সাহসী বাক্য অন্য কারোরই বলার সাহস ছিল না। অদম্য সাহসী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তদানিন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এবছর অর্থাৎ ২০২০ সালে কৃতজ্ঞজাতি যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মুজিববর্ষ।

মুজিববর্ষের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ১৭ মার্চ ২০২০ রাত ৮টায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আতশবাজি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। রাত দশটায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় পিক্সেল ম্যাপিং প্রদর্শনের মাধ্যমে মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেষ হয়। এর আগে ১০ জানুয়ারি ২০২০ জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তণ দিবসে ক্ষণগণনার মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বাংলাদেশের পাশাপাশি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা–ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী 'মুজিববর্ষ' পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ বেতার ও টেলিভিশনে এ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, "বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস।" ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এক বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের কল্যাণে বর্তমানকে উৎসর্গ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার সড়ক হবে সংস্কার' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এলজিইডি মুজিবশতবর্ষ পালন করছে। ১০ জানুয়ারি ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তরে তিনটি ক্ষণগণনা ঘড়ি স্থাপন করা হয়। সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এলজিইডির সকল কার্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কিছু অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি সংক্ষিপ্ত করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সদর দপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর প্রধান প্রকৌশলী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কেন্দ্র' পরিদর্শন করেন। আকর্ষণীয় ডিজাইনে স্থাপিত এ কেন্দ্রে জাতির পিতার রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ

সম্পর্কিত তথ্য ও ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রে রাখা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রে আসা দর্শনার্থীবৃন্দ জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বের বিষয়ে জানতে পেরে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এদিন এলজিইডির কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্মৃতি মিলনায়তনে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ। জাতির পিতার এ লক্ষ্য পূরণে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০০ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা হয়। বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় এলজিইডির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এলজিইডি ভবন সুসজ্জিত ও রাতে আলোকসজ্জা করা হয়। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন।

এলজিইডির জেলাপর্যায়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত

গত ১৭ মার্চ ২০২০ দেশের প্রতিটি জেলায় এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নাচ-গান ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ সকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম যথাযথভাবে তুলে ধরা, যাতে করে তারা এই মহান নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের যোগ্য নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়। এসব প্রতিযোগীরা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ওপর ভিত্তি করে যে পরিবেশনা উপস্থাপন করে, তা শ্রোতা দর্শকদের মুগ্ধ করে। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে মুজিববর্ষের এসব আয়োজন করা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি জেলায় এ তিন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নির্বাচিত করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ সুসজ্জিত ও আলোকসজ্জা করা হয়। জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের অফিস কমপাউন্ডে ১০টি করে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রসঙ্গ এলজিইডি

এলজিইডি সম্পর্কিত ০২
- অভিলক্ষ্য ০২
- রূপকল্প ০২
- অধিক্ষেত্র ০৩
- দায়িত্ব ০৩

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা ০৫
এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম ০৬
- পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ০৬
- নগর উন্নয়ন সেক্টর ০৭
- পানি সম্পদ সেক্টর ০৮

অগ্রযাত্রা: লালমাটিয় থেকে আগাঁরগাও ০৯

অধ্যায়-২
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি ১২
রূপকল্প ২০২১ ১২
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) ১২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৩
- এসডিজি অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ ১৩
- এসডিজি অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি ১৩
- এসডিজি অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ ১৪
- এসডিজি অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা ১৪
- এসডিজি অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা ১৪
- এসডিজি অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ১৫
- এসডিজি অভীষ্ট-৯.১: শিল্প, উদ্ভাবন ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো ১৫
- এসডিজি অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ ১৫
- এসডিজি অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ১৬
- এসডিজি অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম ১৬

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ১৬
- বিভাজিত হটস্পট ১৬
- জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত তিনটি লক্ষ্য ১৭
- ছয়টি অভীষ্ট ১৭
- বিভাজিত হটস্পটগুলোর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা ১৮
  - উপকূলীয় অঞ্চল ১৮
  - বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল ১৮
  - হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ১৮
  - পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ১৮
  - নদী ও মোহনা অঞ্চল ১৮
  - নগর অঞ্চল ১৮

অধ্যায়-৩
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৮-২০২০ ২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০২০ ২০
২০১৮-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন ২১
২০১৮-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি ২১
২০১৮-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ২২
বিগত ১১ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ২৩
নতুন প্রকল্প ২৩

অধ্যায়-৪
২০১৮-২০১৯ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন ২৫
সড়ক উন্নয়ন ২৫
সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ২৬
সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ২৬
গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন ২৬
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ২৭
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ ২৭
সামাজিক অবকাঠামো ২৭
বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ২৮
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ২৮
ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ ২৮
নগর উন্নয়ন-২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন ২৯
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ২৯
সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ ২৯
ড্রেন ৩০
বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ৩০
মার্কেট ৩০
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৩০
পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন ৩১
পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র ৩১
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩১
বস্তিউন্নয়ন ও পুনর্বাসন (চলমান) ৩১
পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস ৩২
সেতু/কালভার্ট ৩২
কমিউনিটি সেন্টার ৩২
সড়কবাতি ৩৩
সাইক্লোন শেল্টার ৩৩
পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩৩
টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) ৩৩
ওয়ার্ড কমিটি ৩৪
আয়কর ব্যবস্থাপনা ৩৪
দক্ষতা উন্নয়ন ৩৪
পানি সম্পদ উন্নয়ন-২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন ৩৫
বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ৩৫
খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন ৩৫
রেগুলেটর নির্মাণ ৩৬
আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৩৬
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার ৩৬
এলজিইডির ১১ বছরের অর্জন: একটি পর্যালোচনা ৩৭

অধ্যায়-৫
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন ৩৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর ওপর ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু ৪০
মানিকগঞ্জ জেলায় কালিগঙ্গা নদীর ওপর ৪৫৬ মিটার দীর্ঘ সেতু ৪১

অধ্যায়-০৬
ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট ৪৩
পরিকল্পনা ইউনিট ৪৪
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট ৪৮
আইসিটি ইউনিট ৫১
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট ৫৫
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট ৫৯
প্রশিক্ষণ ইউনিট ৬২
ডিজাইন ইউনিট ৬৪
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট ৬৫
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৬৮
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৭১

অধ্যায়-০৭
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭৪
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ৭৪
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭৫
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ৭৫
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ৭৫
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৭৬
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর ৭৬
ভূমি মন্ত্রণালয় ৭৬
শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৭৬
কৃষি মন্ত্রণালয় ৭৭
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ৭৭
বারটান ৭৭
ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র ৭৮
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭৮
ডায়াবেটিস হাসপাতাল ৭৮
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৭৯
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ ৭৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭৯
জয়িতা ৭৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন ৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) ৮০

অধ্যায়-০৮
এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার্যক্রম	৮২
পার্বত্য অঞ্চল	৮২
পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)	৮২
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৮২
তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৮৩
বরেন্দ্র অঞ্চল	৮৩
হাওর অঞ্চল	৮৪
অবকাঠামো উন্নয়ন	৮৪
ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)	৮৪
জলমহাল ব্যবস্থাপনা	৮৪
মাটির কিল্লা	৮৫
ডুবো সড়ক	৮৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম	৮৬
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল	৮৬
দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি	৮৭
ক্রাশ প্রোগ্রাম	৮৭
বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন	৮৮

অধ্যায়-০৯
এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি	৯০
জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম	৯১
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা	৯১
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	৯২
দিবাযত্ন কেন্দ্র	৯২
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন	৯৩
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী	৯৪
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	৯৪
নগর উন্নয়ন সেক্টর	৯৬
পানি উন্নয়ন সেক্টর	৯৮
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২০	১০০
প্রকল্পের নাম	১০২

অধ্যায়-১০
এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)	১০৪
ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ	১০৪
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি নির্ধারণে	১০৫
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)	১০৬
জেন্ডার মার্কার বিষয়ক কর্মশালা	১০৭

অধ্যায়-১১
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন	১০৯
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস	১০৯
পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক	১১০

অধ্যায়-১২
উদ্ভাবন

উদ্ভাবন ১১২
উদ্ভাবনী দলের কার্যপরিধি ১১২
উদ্ভাবনী কার্যক্রম ১১২
এফআইএমএস ১১২
জিআইএস পোর্টাল ১১৩
কাস্টমাইজড ম্যাপ ১১৩
সড়কের বিভিন্ন প্যারামিটার ১১৩
বিভিন্ন প্যারামিটার দিয়ে সড়ক অনুসন্ধান ১১৪
প্রকল্পওয়ারী ম্যাপ ১১৪
প্রকল্প ও জেলা-উপজেলা ভিত্তিক সড়কের রিপোর্ট ১১৫
দেশব্যাপী পাকা সড়কের ম্যাপ ১১৫
স্কুল বাফার ম্যাপ ১১৬
সড়ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিরূপণ ১১৬
সড়কের ক্রস-সেকশন ১১৭
স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ ১১৭
আইডিআইএস ১১৮
জিআরআইএস ১১৯
রেগুলার সার্ভে মডিউল ১১৯
ডেমেজড সার্ভে মডিউল ১১৯
অন্যান্য কার্যক্রম ১২০

অধ্যায়-১৩
সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ ১২২
উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান ১২৩
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ১২৩
জাতীয় কর্মশালা: 'আমার গ্রাম আমার শহর' ১২৪

অধ্যায়-১৪
উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি ১২৬
মিশন ১২৬
এমজিএসপি: বিশ্বব্যাংক মিশন ১২৬
সিটিইআইপি: এডিবি মিশন ১২৭
ইউজিআইআইপি-৩: এডিবি মিশন ১২৭
আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন ১২৮
বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন ১২৮

অধ্যায়-১৫
এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার ১৩০
বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩০
প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ১৩১
অন্যান্য প্রকাশনা ১৩১
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ১৩১

অধ্যায়-১৬
বিবিধ

বিশ্বমহামারী করোনাভাইরাস ১৩৪
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ১৩৫
- জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ ১৩৫
- মহান বিজয় দিবস ২০১৯ ১৩৫
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ ১৩৬
- জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৭
- জেলাপর্যায়ে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৮

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ১৩৮
- পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ এবং ২০২০ ১৩৮
- বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি কনফারেন্স অ্যান্ড নলেজ ফেয়ার ২০১৯ ১৩৯
- ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০১৯ ১৩৯

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন ১৪০
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ১৪০
- স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ১৪০
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রীজুনাইদ আহ্‌মেদ ১৪১
- ইফাদের এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক নাইজেল ব্রেট ১৪২

স্বীকৃতি অর্জন ১৪২
- এলজিইডির ৩টি প্রকল্পের পুরস্কার লাভ ১৪২
- জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ ১৪২

এলজিইডিতে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন কর্মশালা অনুষ্ঠিত ১৪৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট খ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট গ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট ঘ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট ঙ: বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে যারা সহযোগিতা করেছেন
পরিশিষ্ট চ: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

অধ্যায়-০১

এলজিইডি

এলজিইডি সম্পর্কিত	০২
অভিলক্ষ্য	০২
রূপকল্প	০২
অধিক্ষেত্র	০৩
দায়িত্ব	০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা	০৫
এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম	০৬
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	০৬
নগর উন্নয়ন সেক্টর	০৭
পানি সম্পদ সেক্টর	০৮
অগ্রযাত্রা: লালমাটিয় থেকে আগাঁরগাও	০৯

এলজিইডি পরিচিতি

দেশব্যাপী পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারি সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসসহ পল্লি ও নগর উন্নয়নে শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করছে। দেশের গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম রূপকার এলজিইডি।

গত শতাব্দির ষাটের দশকে পল্লি পূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত এলজিইডির যাত্রা শুরু। কুমিল্লা মডেলের অন্তর্গত পল্লিপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছিল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মূলভিত্তি। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি সেল গঠন করা হয়, যা ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং- এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) রূপে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে এলজিইবিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নামকরণ করে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে উন্নীত করা হয়। এলজিইডি মূলত পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকা আজ বিশ্বস্বীকৃত।

চিত্র-১.১: এলজিইডির ক্রমবিকাশ

অভিলক্ষ্য

কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আর্থসামাজিক উন্নয়ন; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা এলজিইডির অভিলক্ষ্য।

রূপকল্প

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম সম্পাদনে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা প্রদান।

অধিক্ষেত্র

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর জনপদের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া এলজিইডির কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও উন্নয়ন অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এলজিইডির কর্মপরিধির উল্লেখযোগ্য দিক।

চিত্র-১.২: এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

দায়িত্ব

এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। একই সঙ্গে এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। নিচে এলজিইডির সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলী উল্লেখ করা হলো:

- পল্লি/নগর/পানি সম্পদ সেক্টরের আওতাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ
- পল্লি/নগর/পানি সম্পদ সেক্টরের আওতাধীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ
- প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাইক্লোন শেল্টার ও কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) কারিগরি সহায়তা দেওয়া
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া
- মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন
- উপজেলা/ইউনিয়ন/পৌরসভা পরিকল্পনা বই, ম্যাপ, ডিজাইন ম্যানুয়াল, রেট সিডিউল এবং কারিগরি বিনির্দেশ তৈরি ও হালনাগাদ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ বিকেন্দ্রীকৃত সরকারি প্রকৌশল সংস্থা, যার ৯৭.৬২ শতাংশ জনবল মাঠপর্যায়ে কাজ করে। ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে এই সংস্থায় সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪; এরমধ্যে প্রথম শ্রেণির পদের সংখ্যা ১,৬৭২; দ্বিতীয় শ্রেণির ২,২৮৯ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৩৮৪ ও ২,০৪৯।

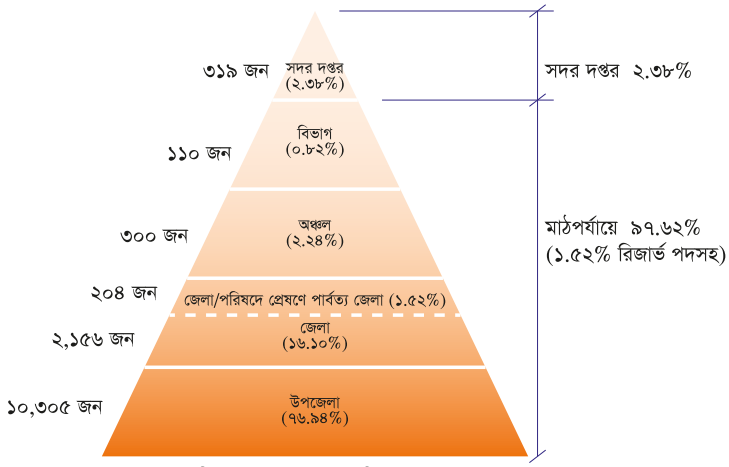

চিত্র-১.৩: জনবলের বিভাজন

ঢাকার আগারগাঁও এ এলজিইডি সদর দপ্তর অবস্থিত। এছাড়াও দেশের ৮টি বিভাগে রয়েছে বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়। এলজিইডির কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, উন্নয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ২০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি অঞ্চলে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরের জনবল যথাক্রমে ১৪ ও ১৫।

এলজিইডির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে ৩২-৩৪ জনবল বিশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে ২১ জনবল বিশিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে ৭ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ১৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রয়েছেন।

চিত্র-১.৩ থেকে দেখা যায়, এলজিইডির ১০,৩০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে উপজেলা পর্যায়ে; যা মোট জনবলের শতকরা ৭৬.৯৪ ভাগ। মাঠপর্যায়ের (ডেপুটেশন-রিজার্ভ পদ বাদে) জনবল শতকরা ৯৬.০৮ ভাগ। সদর দপ্তরের জনবলের সংখ্যা ৩১৯ জন; যা মোট জনবলের মাত্র ২.৩৮ শতাংশ।

এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০৪টি (১.৫২%) ডেপুটেশন-রিজার্ভ পদ রয়েছে, যার আওতায় ৬১টি জেলা পরিষদে ১৮৩ জন ও ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), সহকারী প্রকৌশলী(পুর), উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কার্য-সহকারী/সার্ভেয়ার প্রেষণে পদায়ন করা হয়।

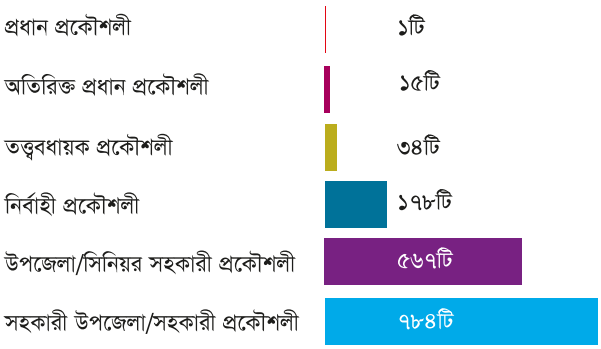

চিত্র-১.৪: এলজিইডির প্রকৌশলীদের পদ বিন্যাস

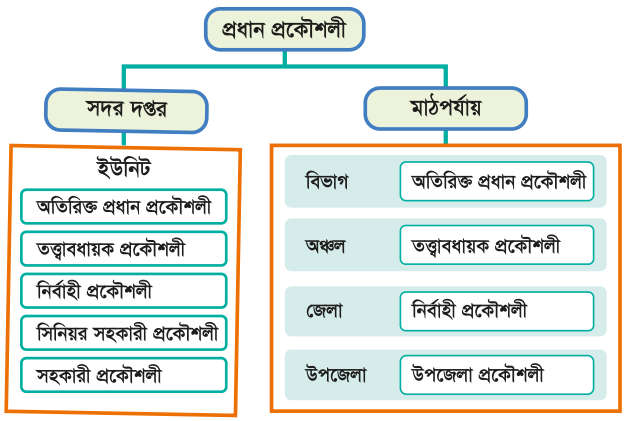

চিত্র-১.৫: এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো (সংক্ষিপ্ত)

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা

এলজিইডির কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজন স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো। এই বাস্তবতায় সময়মত মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিভাগকে একাধিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রশাসনিক আটটি বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগের আওতায় একাধিক জেলার সমন্বয়ে মোট ২০টি অঞ্চল গঠন করা হয়েছে।

ছক-১.১: বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন জেলা

বিভাগ	অঞ্চল	জেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা
		গাজীপুর
		মানিকগঞ্জ
		টাঙ্গাইল
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
		নরসিংদী
		মুন্সীগঞ্জ
		কিশোরগঞ্জ
	ফরিদপুর	ফরিদপুর
		রাজবাড়ী
		গোপালগঞ্জ
	মাদারীপুর	মাদারীপুর
		শরীয়তপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
		কক্সবাজার
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি
		বান্দরবান
	কুমিল্লা	কুমিল্লা
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		চাঁদপুর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী
		ফেনী
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী
		চাঁপাইনবাবগঞ্জ
		নওগাঁ
		নাটোর
	বগুড়া	বগুড়া
		জয়পুরহাট
	পাবনা	পাবনা
		সিরাজগঞ্জ

বিভাগ	অঞ্চল	জেলা
রংপুর	রংপুর	রংপুর
		কুড়িগ্রাম
		গাইবান্ধা
		লালমনিরহাট
	দিনাজপুর	দিনাজপুর
		নীলফামারী
		পঞ্চগড়
		ঠাকুরগাঁও
সিলেট	সিলেট	সিলেট
		হবিগঞ্জ
		মৌলভীবাজার
		সুনামগঞ্জ
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
		নেত্রকোণা
		জামালপুর
		শেরপুর
খুলনা	খুলনা	খুলনা
		বাগেরহাট
		সাতক্ষীরা
		নড়াইল
	যশোর	যশোর
		ঝিনাইদহ
		মাগুরা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া
		মেহেরপুর
		চুয়াডাঙ্গা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল
		ভোলা
		ঝালকাঠি
		পিরোজপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
		বরগুনা

এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম

সূচনালগ্নে পল্লি এলাকায় স্বল্প পরিসরে রাস্তা-ঘাট, ছোট আকারের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির বিশেষ কাজের বিনিময় খাদ্য (স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস) এর আওতায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজ এবং এসব সড়কে ১২ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সেতু-কালভার্ট নির্মাণ শুরু করে। একই সঙ্গে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ সড়কে মাটির কাজ করা হয়। এ সময়ই মূলত দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি হতে থাকে। ধাপে ধাপে এলজিইডির সড়ক উন্নয়ন কাজ বিস্তৃতি লাভ করে। যুক্ত হতে থাকে নতুন নতুন ভৌত কাজের অঙ্গ। এর মধ্যে অন্যতম শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন, দীর্ঘ সেতু নির্মাণ, সাইক্লোন শেল্টার ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ। একই সঙ্গে নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণেও এলজিইডি সম্পৃক্ত হয়।

পল্লি উন্নয়ণ সেক্টর

বাংলাদেশের অর্থনীতির সিংহভাগ কৃষিনির্ভর। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহন ও বিপণন সুবিধা সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন অপরিহার্য। গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের অংশ হিসেবে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলেও সামগ্রিকভাবে পল্লি উন্নয়নের জন্য পল্লি এলাকায় অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোও নির্মাণ করে থাকে এলজিইডি।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় যেসব অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে –

- গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট
- বৃহৎ সেতু
- গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
- সাইক্লোন শেল্টার
- ঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন এবং
- সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

স্বাধীনতা উত্তর দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯১ শতাংশ (বিবিএস: ১৯৭৪) গ্রামে বাস করতো। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে শহরমুখী অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দেশের নগর জনসংখ্যা শতকরা হার প্রায় ৩৫ ভাগ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের ফলে বন্যা, অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, খরা প্রভৃতি কারণে ফসলহানী, অব্যাহত নদী ভাঙন এবং গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা নিম্নআয়ের মানুষকে শহরমুখী করে। একই সঙ্গে সামর্থ্যবান মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়ও শহরমুখী হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু আমাদের শহরগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। রাস্তা-ঘাটের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, যথাযথ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এদেশের পৌরসভাগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে সবসময়ই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই বাস্তবতায় ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে বস্তিউন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর এলাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে এলজিইডি ১৯৯১ সালে দেশের মাঝারি শহরের অর্থাৎ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়। সময়ের পরিক্রমায় এর ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হয়।

প্রাথমিকভাবে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন করলেও টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে পরবর্তীতে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে এবং নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে এলজিইডি পৌরসভাসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৌরসভার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নেও এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগর এলাকায় এলজিইডির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে -

- সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পৌর মার্কেট উন্নয়ন
- সড়কবাতি স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা
- নগর পরিকল্পনা, উন্মুক্ত উদ্যান নির্মাণ
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তন।

পানি সম্পদ সেক্টর

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য নদী। অনেক নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে নেপাল ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর রয়েছে অপরিসীম অবদান। দেশের কৃষি উৎপাদনে সেচ একটি বড় অনুষঙ্গ। এক্ষেত্রে নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে পরিবেশ সুরক্ষা করা যায়।

কুমিল্লা মডেলের প্রস্তাবিত থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি) এর প্রাথমিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-আইডিপি) এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলা, যথা- কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে।

গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে থানা সেচ কর্মসূচির সুফল অনুধাবন ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে ১৯৯৫-২০০২ মেয়াদে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প চলাকালীন ১৯৯৯ সালে সরকার জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন করে। এই নীতির আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় যেসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে তা মূলত চার ধরনের-

- বন্যা ব্যবস্থাপনা: পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ও বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
- কমান্ড এলাকা উন্নয়ন: সেচ নালা নির্মাণ
- পানি সংরক্ষণ: রাবার ড্যাম নির্মাণ
- পানি সংরক্ষণ: খাল, পুকুর খনন/পুনর্খনন।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশিপাশি সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরের পর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

অগ্রযাত্রা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও

বিংশ শতাব্দির ৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে এলজিইডি সৃষ্টির ইতিহাস রচিত হয়। তখন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহায়তায় এদেশের পল্লি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে 'কুমিল্লা মডেল' এর বিকাশ ঘটে। পল্লি উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলে প্রস্তাবিত চারটি অঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্গ অর্থাৎ পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-আরডব্লিউপি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দুটি – (১) গ্রামীণ যোগাযোগ ও ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টি এবং (২) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ। এর ফলশ্রুতিতে পিএল-৪৮০ এর খাদ্য সহায়তায় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সেল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে একটি সেমিপাকা টিনশেড ভবনে ছিল পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়।

এই সেল গঠনের পর তৎকালিন খুলনা জেলা বোর্ডের পল্লীপূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত খন্দকার মোশাররফ হোসেন (যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রথমে শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ এবং পরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি) এই সেলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগ দেন। এসময় খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিতে পূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তিনিও এর কিছুদিন পর পূর্ত কর্মসূচি সেলে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে মোখলেসুর রহমান (পরবর্তীতে তিনি চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে যান) এবং মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (এলজিইডির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ও বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য) নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেল-এ যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সরকারের বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে যান। ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তখন সরকারি সংস্থাসমূহে প্রকৌশলীদের সাংগঠনিক কাঠামোতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদায় উপ-প্রধান প্রকৌশলীর পদ ছিল, যা ১৯৮২ সনের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময়ে বিলুপ্ত করা

১৯৮০ সালে ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি এ স্থাপিত পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়, যা পরবর্তীতে এলজিইবি এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এলজিইডির প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়

হয়। মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেলে কর্মরত প্রকৌশলীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে উক্ত সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

১৯৮০ সালে খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও তে চাকরি নিয়ে আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নে চলে যান এবং পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর পূর্ত কর্মসূচির লোকবল নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথমেই তিনি সচিবালয়ের টিনশেড থেকে পূর্ত কর্মসূচি সেলের সদর দপ্তর ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি এর ভাড়া করা ভবনে স্থানান্তর করেন। ১৯৮২ সালে পূর্ত কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্তরে কর্মরত লোকবল নিয়ে উন্নয়ন খাতে পূর্ত কর্মসূচি উইং গঠন করা হয়।

এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব খাতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো বা এলজিইবি নামের স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে এলজিইবির নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়। তিনি নতুন এই সংস্থার সদর দপ্তর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সরকারের কাছ থেকে আগারগাঁওয়ে জমির বরাদ্দ লাভে সক্ষম হন।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৭ এবং এডিবি সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১৮ এর আওতায় এই জমিতে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ শুরু হয়, যা ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৭ সনের ২ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সদর দপ্তর ভবন প্রাঙ্গণে একটি জলপাই চারা রোপণ করেন।

এদিকে ১৯৯৯ সালের ১৬ মে জাপান সরকারের সহায়তায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার- আরডিইসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। ১৫-তলা ভবনটি ২০০৫ সালে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের ২ জানুয়ারি নবনির্মিত এলজিইডি ভবন শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ -এ উদ্বোধনকৃত এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনের পাশে একটি জলপাই চারা রোপণ করেন

অধ্যায়-০২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি ১২
রূপকল্প ২০২১ ১২
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) ১২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৩
এসডিজি অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ ১৩
এসডিজি অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি ১৩
এসডিজি অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ ১৪
এসডিজি অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা ১৪
এসডিজি অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা ১৪
এসডিজি অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ১৫
এসডিজি অভীষ্ট-৯.১: শিল্প, উদ্ভাবন ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো ১৫
এসডিজি অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ ১৫
এসডিজি অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ১৬
এসডিজি অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম ১৬
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ১৬
বিভাজিত হটস্পট ১৬
জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত তিনটি লক্ষ্য ১৭
ছয়টি অভীষ্ট ১৭
বিভাজিত হটস্পটগুলোর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা ১৮
উপকূলীয় অঞ্চল ১৮
বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল ১৮
হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ১৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ১৮
নদী ও মোহনা অঞ্চল ১৮
নগর অঞ্চল ১৮

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি

সরকারের গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে এলজিইডি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যায়। গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে অন্যতম রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। যুগপৎভাবে, জাতিসংঘ প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক সূচকে গতিশীলতা আনয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

দেশের অন্যতম প্রধান প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এলজিইডির সম্পৃক্ততা নিচে তুলে ধরা হলো-

রূপকল্প ২০২১

রূপকল্প ২০২১ এর মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য দূর করে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। রূপকল্প ২০২১-এ নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রণীত হয়েছে অনুসঙ্গী দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বাস্তবায়িত হয়েছে এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অন্তর্ভুক্ত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতির ধারাবাহিকতায় সপ্তম পরিকল্পনার নীতি ও কৌশল এমনভাবে সমন্বয় করা হয়েছে, যাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল সহজেই অর্জন করা যায়।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি প্রবৃদ্ধি) ১০ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় দুই হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬০ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৮.৯০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মর্মার্থ হলো প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং নাগরিক ক্ষমতায়ন। এই পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বেশি কর্মসৃজনে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণে এবং সুষম আয় বণ্টন নিশ্চিতকরণে, যাতে দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করা যায়। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণে জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি নিশ্চিত করা এবং শ্রমের অধিকার সুরক্ষা ও জনগণের ক্ষমতায়ন সুগম করার বিষয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সমৃদ্ধশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি পথচিত্র মেলে ধরতে পরিকল্পনায় একটি সবুজ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি কৌশলের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ পল্লি সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পল্লি সড়ক পল্লি জনগোষ্ঠীর ভিত্তি অবকাঠামো, যাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতির সঞ্চালন এবং পল্লি জনজীবনের অনেক সুযোগ সুবিধা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। টেকসই পল্লি সড়ক থাকলে অন্য সকল আর্থসামাজিক সুবিধা যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যমুক্তি, নারী উন্নয়ন ও ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদি সহজতর হয়, যা জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

বাংলাদেশের জিডিপির ৬০ ভাগেরও বেশি নগরকেন্দ্রিক। উন্নত দেশগুলোতে এই হার আরও বেশি। দেশের অর্থনৈতিক উত্তরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাস ত্বরান্বিত করতে বিশ্বের সকল দেশ জিডিপি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। জিডিপি বাড়াতে গেলে নগর ও নাগরিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রয়োজন। একটি পরিকল্পিত নগর আর্থসামাজিক অগ্রগতি এবং সুন্দর ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে। এ লক্ষ্যেই এলজিইডি নগর উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে।

খাদ্য ও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি এ পর্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর ভূমির পানি সম্পদ উন্নয়ন করেছে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি এলজিইডির পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে এখন খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, মৎস্য উৎপাদনও বেড়েছে, কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও কৃষকের আয় বেড়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সকল সংস্থা ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে এলজিইডি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এলজিইডির কার্যক্রম এসডিজির মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এলজিইডির কার্যক্রমে এসডিজির অভীষ্টসমূহ: অভীষ্ট-১ দারিদ্র্যবিলোপ, অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি, অভিষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, অভিষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা, অভীষ্ট-৫ জেন্ডার সমতা, অভিষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, ৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, অভীষ্ট-১১ টেকসই নগর ও জনপদ, অভীষ্ট-১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন, অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু কার্যক্রম এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্তি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)–র মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এসডিজি অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ

শ্রমঘন পদ্ধতিতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংঘবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি দুস্থ ও হতদরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করছে এলজিইডি। ফলে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান এবং তাদের আয়ের পথ তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি এলজিইডি সারাদেশে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসকল কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য বিলোপে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি

এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ হেক্টর জমির পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কাজ করছে। বাঁধ নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ, খাল খনন-পুনর্খনন এবং রাবার ড্যাম স্থাপনসহ পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জমির জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করছে এলজিইডি, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় ভূমিকা রাখছে। সেচ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি খনন-পুনর্খননকৃত খাল, পুকুর এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এতে একদিকে প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের আয় বাড়ছে, পাশাপাশি দেশের মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ

দেশব্যাপী এলজিইডির গড়ে তোলা গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জনগণ সহজে, স্বল্পমূল্যে ও স্বপ্নসময়ে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র, শিশু ও মাতৃসদন ও যেতে পারছেন। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ সহজ হয়েছে। দুর্গম বা গ্রামাঞ্চলের প্রসূতি মায়েরা সহজেই স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন। এ সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি ঔষধ সেবা সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকায়, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখেছে। অধিকন্তু, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সড়কে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এলজিইডি সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের শিক্ষা সচেতনতা বাড়তে পরিচালনা করা হচ্ছে প্রচারাভিযান । এলজিইডি নির্মিত গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক জনকল্যাণে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে এ সড়ক নেটওয়ার্ক বিশেষ অবদান রাখছে। এ সড়ক নেটওয়ার্ক দারিদ্র্যমুক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানবকল্যাণের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়বিহীন দুর্গম গ্রামে ১,৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। নদীভাঙন কবলিত এলাকায় এ ধরনের 'অস্থায়ী' বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে, যা সহজে স্থানান্তরযোগ্য। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে সারাদেশে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ উপস্থিতি ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে এলজিইডি নির্মিত এসব শিক্ষা অবকাঠামো বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা

নারীর আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন করে পুরুষের সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে সারাদেশে দুস্থ নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে এলজিইডি। এছাড়া দুস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। গ্রামীণ হাট-বাজার ও পৌরসভার বিপনী বিতানে নারী উদোক্তাদের জন্য দোকান নির্মাণ ও বরাদ্দ নিশ্চিত করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ১,১৩৬টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারী। এদের মধ্যে অনেকে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করছেন। পৌরসভার টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি এলজিইডির অন্যতম সাফল্য। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিকাশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সমান কাজে নারী-পুরুষের সমমজুরি, উন্নয়নমূলক কাজের সাইটে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক শেড, পৃথক টয়লেট, শিশুদের মাতৃদুগ্ধ দানের সুবিধা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। এলজিইডি নির্মিত পাবলিক স্থাপনা, যেমন– বাস টার্মিনাল, ইউনিয়ন কাউন্সিল ভবন, উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবনসহ অন্যান্য ভবনে নারীবান্ধব পৃথক সুবিধা রাখা হচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের আওতায় এলজিইডি ওয়াসাভুক্ত সিটি কর্পোরেশন বাদে অন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করছে। স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি টয়লেট ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসকল কার্যক্রম নাগরিকদের সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে, যা পানি বাহিত রোগ-জীবাণু সংক্রমণ থেকে নগরবাসীকে সুরক্ষা দিচ্ছে। নগর পরিছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ নির্মল রাখতে স্যানিটেশন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৯.১: শিল্প, উদ্ভাবন ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো

এলজিইডি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনার বিষয়টি বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। উদ্ভাবন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জলবায়ুসহনশীল অবকাঠামো বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এর সহায়তায় ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত হয়েছে। এসব কার্যক্রমে গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুর্যোগকালীন উপকূলীয় এলাকার জনগণের জানমালের নিরপত্তায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে সংযোগ সড়ক। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে দুযোর্গকালীন জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টিসহ বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। তাই টেকসই সড়ক–বাঁধ নির্মাণে সড়কের পার্শ্ব ঢালে পরিবশেবান্ধব বিন্না ঘাস লাগানো হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের লক্ষ্যে সেতুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করে সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কের পার্শ্ব ঢালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে সৃষ্ট ঢেউ 'আফাল' থেকে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম সুরক্ষায় নির্মাণ গ্রাম সুরক্ষা প্রাচীর।

এসডিজি অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ

টেকসই নগর উন্নয়নে পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সড়ক, ফুটপাত, ড্রেন ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি বস্তি এলাকা এবং দরিদ্র অঞ্চলের উন্নয়নে এলজিইডি কারিগরী সহয়তা প্রদান করছে। শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়ক বাতি স্থাপন করা হচ্ছে। কার্যকর গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নির্মিত হচ্ছে বাস টার্মিনাল। শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য লো-কস্ট হাউজিং এবং পরিকল্পিত উদ্যানসহ পাবলিক প্লেস, শিশু পার্ক ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডি সারা দেশে খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া খালের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য চাষ সহজ হচ্ছে। এছাড়াও নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে যা পরিমিত ভোগের ওপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এসডিজি অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের আওতায় উপকূলবর্তী এলাকায় বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টিসহ বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। তাই টেকসই সড়ক–বাঁধ নির্মাণে সড়কের পার্শ্ব ঢালে বিন্না ঘাস লাগানো হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন মোকাবেলায় সেতুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করে সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কের পার্শ্ব ঢালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সেতুর উভয় পার্শ্বে প্রয়োজন অনুযায়ী নদীর দুই কূলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে সৃষ্ট ঢেউ 'আফাল' থেকে গ্রাম সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও সামষ্টিক পরিকল্পনা, যা দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় দেশকে ছয়টি হটস্পটে বিভাজিত করা হয়েছে।

বিভাজিত হটস্পটেগুলো হচ্ছে–

(১) উপকূলীয় অঞ্চল

(২) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ ভূমি

(৩) হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম

(৫) নদী অঞ্চল ও মোহনা এবং

(৬) নগর এলাকা।

BDP 2100
BANGLADESH DELTA PLAN 2100
FORMULATION PROJECT

এসব বিভাজিত অঞ্চলে ৩৩ ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই পরিকল্পনায় তিনটি জাতীয় লক্ষ্য এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ছয়টি অভীষ্ট নির্ধারিত হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত তিনটি লক্ষ্য হলো–

(১) ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ,

(২) একই সময়ে মধ্যম আয়ের দেশের সক্ষমতা অর্জন এবং

(৩) ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে উত্তরণ।

ছয়টি অভীষ্টের মোড়কে রয়েছে–

(১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন উৎসারিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

(২) পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা অর্জন

(৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী এলাকা ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

(৪) জলা ও বাস্তুভূমির সংরক্ষণ ও যথোপযুক্ত ব্যবহার

(৫) অন্ত ও আন্তঞ্চলীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানীকরণ এবং

(৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সমন্বিত সর্বোত্তম ব্যবহার।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-এ তিনটি শক্তিশালী প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– কৃষি (মৎস্য ও পশু সম্পদসহ), জলবায়ুর প্রতিকূলতা এবং শিক্ষার উন্নয়ন। এ তিনটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা, বিবর্তন পর্যায় ও ইপ্সিত প্রগতি বিষয়ে এই পরিকল্পনায় সুচিন্তিত ও বিস্তারিত করণীয় সুপারিশ করা হয়েছে।

পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য হ্রাস করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় করবে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে চিহ্নিত ছয়টি হটস্পট/বিভাজিত এলাকায় এলজিইডির কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা নিচে তুলে ধরা হলো-

১.উপকূলীয় অঞ্চল:

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দুর্যোগকালীন উপকূলীয় এলাকার জনগণের জানমালের নিরপত্তার জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্র এমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে স্থানীয় জনগণ ও গবাদিপশু দুর্যোগকালীন নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে দুযোর্গকালীন জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে এসেছে।

পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলায় জলবায়ু অভিঘাত সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণের দিকে নজর দিচ্ছে এলজিইডি। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এর সহায়তায় ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

২. বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল:

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যম উৎস থেকে পানি সরবাহের লক্ষ্যে এলজিইডি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় বরেন্দ্র অঞ্চলের তিনটি জেলা ছাড়াও, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট(ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশের ওপর পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

৩. হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল:

হাওর অঞ্চল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমি-ত। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানাধরনের প্রতিবন্ধকতা। হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি দুটো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ঢেউয়ের ফলে সৃষ্ট ভাঙন থেকে গ্রাম সুরক্ষার জন্য সুরক্ষা দেওয়াল, শুকনো মৌসুমে যাতায়াতের জন্য ডুবো সড়ক এবং আকস্মিক বণ্যার কবল থেকে হাওয়ের ধান রক্ষার জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রামের অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ, সড়ক ঢাল ও জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল:

বৈচিত্র্যময় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে দেশের মোট নৃগোষ্ঠির ৭৮ ভাগ জনগণের বসবাস। পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। টেকসই অবকাঠামোর অভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে প্রধান বাধা। পর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ কঠিন ও ব্যয়বহুল। একই কারণে অকৃষিখাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এ পরিস্থিতিতে এলজিইডি দুটি নিজস্ব এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটিসহ মোট তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে।

৫.নদী ও মোহনা অঞ্চল:

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র রক্ষা এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডি সারা দেশে খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই অধিকাংশ খালের পানি উপচে ফসলের জমি ও লোকালয় প্লাবিত হতো। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া খালের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি খালের পানি ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য চাষ করা যাচ্ছে। এছাড়াও নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দেশে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন উল্লেযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.নগর অঞ্চল:

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ নগরে বসবাস করছে এবং প্রতিনিয়তই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরবাসীর নাগরিক সেবার মান বাড়াতে এলজিইডি নগর উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দক্ষতা বাড়াতে এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এলজিইডি কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।

অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৮-২০২০	২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০২০	২০
২০১৮-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন	২১
২০১৮-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি	২১
২০১৮-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন	২২
বিগত ১১ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৩
নতুন প্রকল্প	২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৯-২০২০

সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত পরিমাণ বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহের বছরভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডি সর্বমোট ১২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত এডিপিতে সর্বমোট ১৪,৯৫৭.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য আটটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৯টি প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তার কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা করা হয়।

এ অধ্যায়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নচিত্র, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের বিবরণ, বিগত এগারো ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। এতে সংস্থার একবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল কর্মসম্পাদন সূচকের মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করলে তার পূর্ণমান হবে ১০০। কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। প্রতি অর্থবছরে জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণের মধ্যে পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই ভাবে সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করেন। এর অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের ২০ জুন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সঙ্গে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এলজিইডির ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়নে অর্জিত মান শতকরা ৯৯.৩৭ ভাগ।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান
জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

ক্র. নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান							
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৭	[এম.৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[এম.৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়নে পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১৬-০৮-২০১৯	২০-০৮-২০১৯	২৪-০৮-২০১৯	২৮-০৮-২০১৯	৩০-০৮-২০১৯	০৭-০৭-২০১৯	১০০	০.৫
				[এম.৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩				৪	১০০	০.৫
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৯৫.৩৮	৯১	১.৮২
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] গ্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	১০০	০.৫
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫০	১০০	০.৫
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[এম.৩.৪.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-০২-২০২০	১১-০২-২০২০	১৮-০২-২০২০	২৫-০২-২০২০	০৪-০৩-২০২০	০৩-০২-২০২০	১০০	০.৫
				[এম.৩.৪.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-০২-২০২০	১১-০২-২০২০	১৮-০২-২০২০	২৫-০২-২০২০	০৪-০৩-২০২০	০৩-০২-২০২০	১০০	০.৫
			[এম.৩.৫] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	[এম.৩.৫.১] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	১
				[এম.৩.৫.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	০.৫
				[এম.৩.৫.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	০.৫
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	৯৯.৩৭

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মোট বরাদ্দ ছিল ১৩,২৭৮.৯৩ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে এ অর্থ দাঁড়ায় ১৪,৯৫৭.৫৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয় ১৩,৯৬৫.১৬ টাকা, যার মধ্যে এলজিইডি ১৩,১৪৬.৭০ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের ভিত্তিতে এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯৪.১৪ ভাগ। ১২৬টি বিনিয়োগ ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে নির্মাণ শ্রমিক স্বল্পতা এবং নির্মাণ সামগ্রীর সংকট ও পরিবহন সমস্যার কারণে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন অগগতি পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কিছুটা কম হলেও এই অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতি (৮০.৪৫%) এর চেয়ে বেশি। ১২৮টি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চিত্র **পরিশিষ্ট-ক** তে দেওয়া হলো। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১০টি প্রকল্প শেষ হয়েছে (সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা: পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.১: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৯১	১১,০৮৮.২১	১০,৬০৫.১২	১০,১০৯.২৮	৯৫.৩২
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৩৩	৩,৬৮৩.৭৪	৩,১৮৬.৪২	২,৮৭৬.০১	৯০.২৬
কৃষি (সাব সেক্টর: সেচ)	৩	১৭৬.০০	১৬৪.০৩	১৫৩.৩৮	৯৩.৫১
জনপ্রশাসন	১	৯.৬০	৯.৬০	৮.০২	৮৩.৫৪
মোট	**১২৮**	**১৪,৯৫৭.৫৫**	**১৩,৯৬৫.১৬**	**১৩,১৪৬.৭০**	**৯৪.১৪**

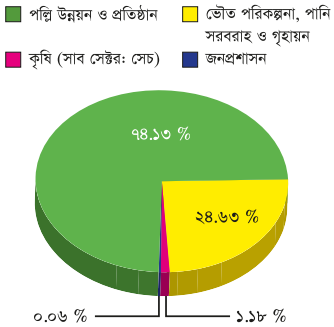

চিত্র-৩.১: সেক্টরভিত্তিক এডিপি (সংশোধিত) বরাদ্দের অনুপাত

১২৮টি প্রকল্পে মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১০১টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৭টি। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত ১৪,৯৫৭.৫৫ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ছিলো ১১,০৪৫.৫১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩,৯১২.০৪ কোটি টাকা; অর্থাৎ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতকরা ৭৩.৮৫ ভাগ সরকারি তহবিল এবং শতকরা ২৬.১৬ ভাগ প্রকল্প সাহায্য।

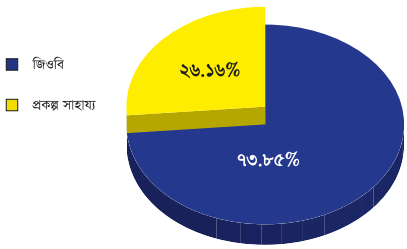

চিত্র-৩.২: সংশোধিত এডিপিতে সরকারি তহবিল ও প্রকল্প সাহায্যের অনুপাত

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪টি সেক্টরে মোট ১২৮টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৫.৩৮ ভাগ। পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের ৯১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯১ শতাংশের ওপরে। এক্ষেত্রে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩৩টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৭৮.০৭ ভাগ। কৃষি ও জনপ্রশাসন খাতের ৩টি ও ১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ৮৭.১৫ ও ৮৩.৫৬ শতাংশ। প্রকল্পভিত্তিক ১২৮টি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র **পরিশিষ্ট-'ক'** তে দেখানো হলো।

ছক-৩.২: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের ভৌত অগ্রগতি

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (%)
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৯১	৯১.১৭
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৩৩	৭৮.০৭
কৃষি (সাব সেক্টর: সেচ)	৩	৮৭.১৫
জনপ্রশাসন	১	৮৩.৫৬
মোট	**১২৮**	**৯৫.৩৮**

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন

নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি, সংশোধিত এডিপিতে যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩,০৬৪.৪৮ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে ২,৮৬৭.৫১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এসব কাজের মোট গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৫.৩০ ভাগ ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৩.৫৭ ভাগ। প্রকল্পভিত্তিক কাজের বিবরণ **পরিশিষ্ট-গ** তে দেখানো হলো। উল্লেখ্য, অন্যান্য ৬টি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত কার্যক্রম ছাড়াও অন্য ৪টি মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত কার্যক্রম **অধ্যায় ৭-এ** দেওয়া হলো।

ছক-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে		অগ্রগতি %	
			বরাদ্দ	ব্যয়	ভৌত	আর্থিক
১	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১	৫৪.৩৮	২৪.৬৬	৬২.২৯	৪৫.৩৫
২	কৃষি মন্ত্রণালয়	১	৬৩.২৭	১০.২১	১৮	১৬.১৪
৩	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	১৬০.০০	১০৪.১৩	৭০	৬৫.০৮
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	৪৮.৮৬	৩৩.৫২	৭৫	৬৮.৬০
৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	১৩৫.০০	১২৯.৭৫	১০০	৯৬.১১
৬	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩	২,৬০২.৯৭	২,৫৬৫.২৫	১০০	৯৮.৫৫
	মোট	**৯**	**৩,০৬৪.৪৮**	**২,৮৬৭.৫১**	**৯৫.৩০**	**৯৩.৫৭**

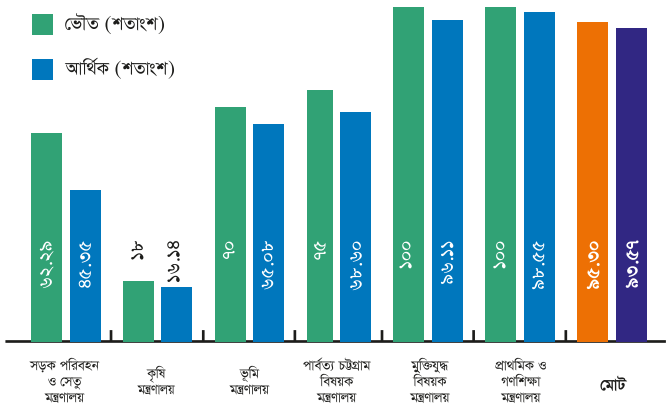

চিত্র-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের অগ্রগতি

বিগত ১১ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রয়েছে ধারাবাহিক সাফল্য। গত এগারো বছরের (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০) এডিপির সংশোধিত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিবছর এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩,৯১৯.৬২ কোটি টাকা যেখানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ১৪,৯৫৭.৫৫ কোটি টাকা। বিগত এগারো বছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় চার গুণ (৩৮১.৬১%)।

ছক-৩.৪: অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়
(কোটি টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
০৯-১০	৩,৯১৯.৬২	৩,৮৩৬.৬২
১০-১১	৩,৮৮৩.০৫	৩,৮৫৩.৪৯
১১-১২	৪,৩৫০.৮১	৪,২১২.৯০
১২-১৩	৫,৭৩৮.১৮	৫,৬৬৯.৯১
১৩-১৪	৬,১০৭.১১	৬,০৪৬.১৪
১৪-১৫	৭,৯৬৭.১৭	৭,৯০৩.৬২
১৫-১৬	৮,৯৫৩.৩২	৮,৯০০.২৮
১৬-১৭	১০,৮১৯.৫০	১০,৬৬৬.৯১
১৭-১৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.১৯
১৮-১৯	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৫
১৯-২০	১৪,৯৫৭.৫৫	১৩,১৪৬.৭০

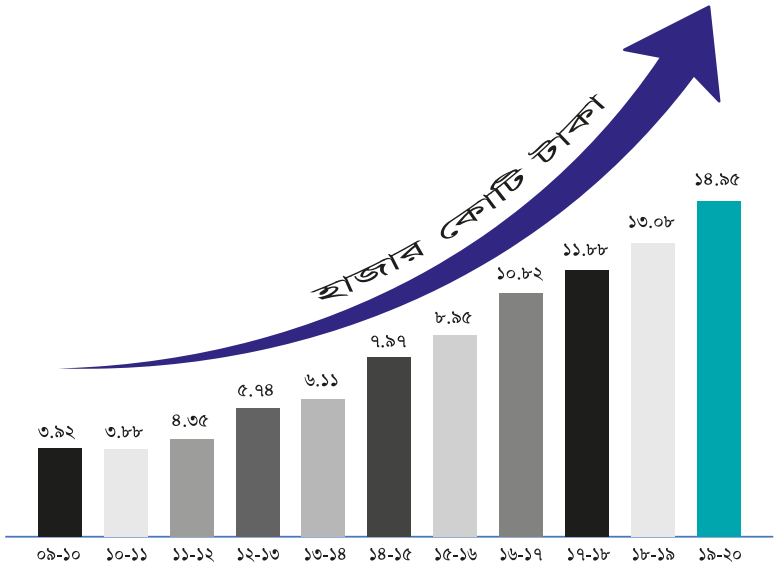

চিত্র-৩.৫: এডিপি বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধি

এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত ১১ বছরের মধ্যে ছয় বছরই শতকরা ৯৯ ভাগ বা তার বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৯৯ শতাংশের নিচে কিন্তু ৯৮ শতাংশের ওপরে সাফল্য এসেছে দুই বছর এবং ৯৭ শতাংশের ওপরে এক বছর। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে নির্মাণ শ্রমিক স্বল্পতা, নির্মাণ সামগ্রীর সংকট ও পরিবহন সমস্যার কারণে পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন সাফল্য অর্জিত হয়েছে ৯৪.১৪ শতাংশ।

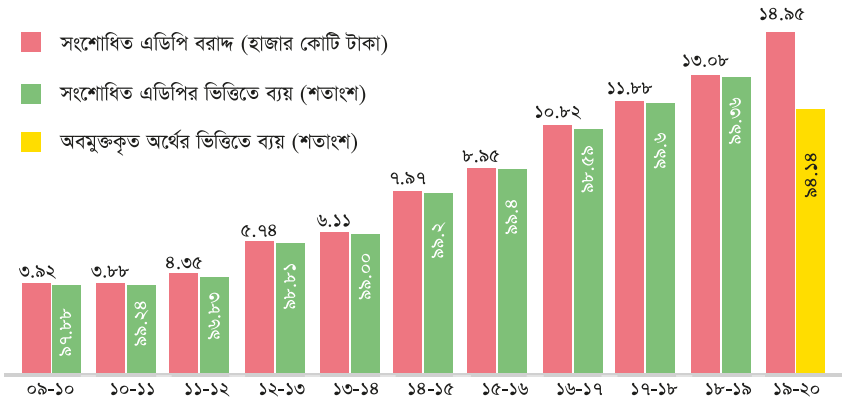

চিত্র-৩.৬: বিগত ১১ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন হার

নতুন প্রকল্প

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে ৮টি উন্নয়ন ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এসবের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং বৈদেশিক সহায়তায় ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের ৬টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ২টি। (প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.৫: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প
(কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয়
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৬	১০,৯৬০.০৯
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	২	৮০.৬২
মোট	৮	১১,০৪০.৭১

অধ্যায়-০৪

২০১৯-২০২০ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন ২৫
- সড়ক উন্নয়ন ২৫
- সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ২৬
- সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ২৬
- গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন ২৬
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ২৭
- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ ২৭
- সামাজিক অবকাঠামো ২৭
- বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ২৮
- বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ২৮
- ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ ২৮

নগর উন্নয়ন-২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন ২৯
- নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ২৯
  - সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ ২৯
  - ড্রেন ২৯
  - বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ৩০
  - মার্কেট ৩০
  - কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৩০
  - পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন ৩১
  - পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র ৩১
  - পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩১
  - বস্তিউন্নয়ন ও পুনর্বাসন (চলমান) ৩১
  - পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস ৩২
  - সেতু/কালভার্ট ৩২
  - কমিউনিটি সেন্টার ৩২
  - সড়কবাতি ৩৩
  - সাইক্লোন শেল্টার ৩৩
- পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩৩
  - টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) ৩৪
  - ওয়ার্ড কমিটি ৩৪
  - আয়কর ব্যবস্থাপনা ৩৪
- দক্ষতা উন্নয়ন ৩৪
- পানি সম্পদ উন্নয়ন-২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন ৩৫
  - বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ৩৫
  - খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন ৩৫
  - রেগুলেটর নির্মাণ ৩৬
  - আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৩৬
  - ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার ৩৬

এলজিইডির ১১ বছরের অর্জন: একটি পর্যালোচনা ৩৭

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন

টেকসই যোগাযোগ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এলজিইডি দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে এলজিইডি পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। সড়ক উন্নয়নের ফলে পল্লি অঞ্চলের পরিবহন যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সহজে নির্ধারিত গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছেন। পণ্য পরিবহনে এসেছে গতি। হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণনে সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। উৎপাদনকারীগণ ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি গ্রামাঞ্চলের প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণ করলেও বর্তমানে দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে।

এলজিইডি সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং দুর্যোগকালীন মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করছে। পরিবেশ উন্নয়নে সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করে থাকে। এর ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

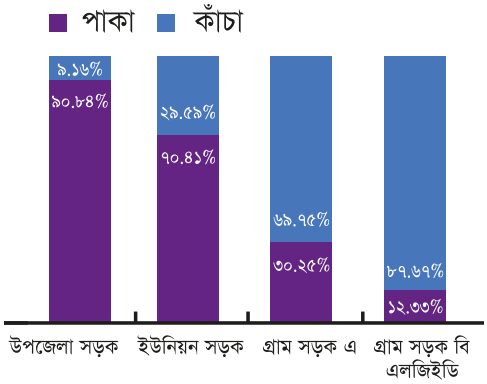

চিত্র-৪.১: সড়ক উন্নয়ন চিত্র

সড়ক উন্নয়ন

মোট ৫,৫০০ কি.মি.

উপজেলা সড়ক	ইউনিয়ন সড়ক	গ্রাম সড়ক
৫২০ কি.মি.	১,২৫০ কি.মি.	৩,৭৩০ কি.মি.

শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান সকল শ্রেণির সড়ক (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত সড়ক ব্যতীত) নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথাক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এলজিইডি তিন শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এগুলো হচ্ছে- উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (টাইপ-এ ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত টাইপ-বি)।

ছক-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়কের অবস্থা

ক্রমিক নং	সড়কের শ্রেণি	সড়কের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		
			মোট	পাকা সড়ক	কাঁচা সড়ক
১	উপজেলা সড়ক	৪,৭৬৪	৩৭,২৫৪	৩৩,৮৪৩	৩,৪১১
২	ইউনিয়ন সড়ক	৮,০৫৬	৪১,৮২৮	২৯,৪৫০	১২,৩৭৮
৩	গ্রাম সড়ক -এ	৪৮,৫১৪	১২৮,৪৭৭	৩৮,৮৬৬	৮৯,৬১১
৪	গ্রাম সড়ক -বি (≥২ কি.মি.) (এলজিইডি)	২৮,২৫৫	৮২,৭১৬	১০,২০২	৭২,৫১৪
৫	গ্রাম সড়ক -বি (এলজিআই)	৬১,৫৩১	৬৩,০৫৮	৯,৫৫৯	৫৩,৪৯৯
মোট		১,৫১,৯২০	৩,৫৩,৩৩৩	১,২১,৯২০	২,৩১,৪১৩

বর্তমানে এলজিইডির পল্লি সড়ক নেটওয়ার্কের পরিমাণ ৩,৫৩,৩৩৩ কিলোমিটার, এর মধ্যে পাকা সড়কের পরিমাণ ১,২১,৯২০ কিলোমিটার।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে মোট ৫,৫০০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করেছে। ফলে বর্তমানে ৩৭,২৫৪ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের মধ্যে শতকরা ৯০.৮৪ ভাগ এবং ৪১,৮২৮ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়কের মধ্যে শতকরা ৭০.৪০ ভাগ উন্নীত হয়েছে।

গ্রাম সড়ক-এ এবং গ্রাম সড়ক-বি (২ কিলোমিটার পর্যন্ত) এর ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৩০.২৫ ও ১২.৩৩ ভাগ।

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

সেতু/কালভার্ট ১৩২টি (দৈর্ঘ্য ৭,৯৭৮.৩৮ মিটার)

১০০ মিটার ও এর উর্ধ্বে	১০০ মিটারে নিচে
দীর্ঘ সেতু ১১টি	সেতু ১২১টি
দৈর্ঘ্য ২,৯৫৭ মি.	দৈর্ঘ্য ৫,০২১.৩৮ মি.

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এলজিইডি দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে সেতু নির্মাণ করছে। প্রথমদিকে এলজিইডি সীমিত পরিসরের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও বর্তমানে ১,৪৯০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করছে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নির্বিঘ্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিত করতে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে সেতুগুলো নির্মাণ করা হয়। ১০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা করা হচ্ছে।

সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

নিয়মিত	সময়ান্তর	সেতু ও কালভার্ট
১২,১০৮ কি.মি.	৬,২৯০ কি.মি.	৬৯০ মিটার

বছরব্যাপী নির্বিঘ্ন যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করতে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। প্রতিটি অবকাঠামো উন্নয়নের সময় ডিজাইন লাইফ নির্ধারণ করা হয়। অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ডিজাইন লাইফ পর্যন্ত বজায় রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ। রক্ষণাবেক্ষণ অবকাঠামোকে ব্যাপক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, পাশাপাশি অর্থনৈতিক অপচয়ও রোধ করে।

এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এলজিইডির অনুকূলে সরকার প্রতিবছর গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন

গ্রোথ সেন্টার	হাটবাজার
২৬টি	৮৮টি

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র, যা স্থানীয় পুঁজি গঠন, সঞ্চালন ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় কৃষক, পণ্য উৎপাদনকারী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের নায্যমূল্যে এবং নির্বিঘ্নে পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এলজিইডি সারাদেশে গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করে থাকে। বর্তমানে দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরএমআইডিপি) এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা অক্টোবর ২০১৭ একনেকে অনুমোদিত হয়।

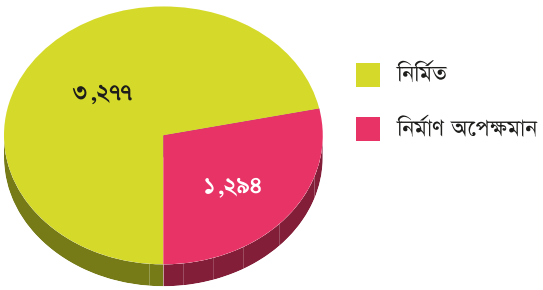

চিত্র-৪.২: ইউপি কমপ্লেক্সের সংখ্যা

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ

১০০টি কমপ্লেক্স নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ ও তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে একই ছাদের নিচ থেকে 'ওয়ানস্টপ সার্ভিস' সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সবগুলো ইউনিয়নে (৪,৫৭১টি) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কমপ্লেক্সে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের টাইপ ডিজাইন অনুমোদন করেন। জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে আইসিটি কক্ষ, অপেক্ষাগার, সভাকক্ষ, নারী সদস্যদের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধাসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার সকল সুবিধা সন্নিবেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় আরও ১৩১টি ইউপি ভবনের কাজ চলমান রয়েছে।

ছক-৪.২: ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণের বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	প্রকল্প	নির্মিত ইউপি কমপ্লেক্সের সংখ্যা
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)	১,৪৬৮
২	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)	৮৭০
৩	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প ও জেলা পরিষদ	৯৩৯
	মোট	৩,২৭৭

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

৬৪টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

উপজেলা পরিষদের অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নবসৃষ্ট ৩০টি উপজেলায় ৪০ হাজার বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৫৯টি উপজেলায় এই সুবিধা ছিল না। বর্তমানে ২৩৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক নকশা সম্বলিত ৬ তলা বিশিষ্ট ৪ তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের আয়তন ১৭ হাজার বর্গফুট। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী ৪ হাজার বর্গফুটের পৃথক একটি হলরুম নির্মাণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে।

সামাজিক অবকাঠামো

অবকাঠামো উন্নয়ন ৪,৫০০টি

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সবধর্মের মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত এদেশের জনগণ এক অন্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ধর্মীয় মেলবন্ধনের এই দৃষ্টান্তকে অক্ষুণ্ন রাখতে এলজিইডি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার

সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ- ৫০টি/চলমান-১৩৪টি

সংযোগ সড়ক নির্মাণ-২০ কি.মি./ চলমান-৮৯ কি.মি.

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮২ কি.মি. সংযোগ সড়ক ও ৬৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুতের সংস্থান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক সাইক্লোন শেল্টারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্থানীয় জনসাধারণের গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমন- সামাজিক অনুষ্ঠান ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

রোপিত চারা ৩,০২,৫৪৫টি

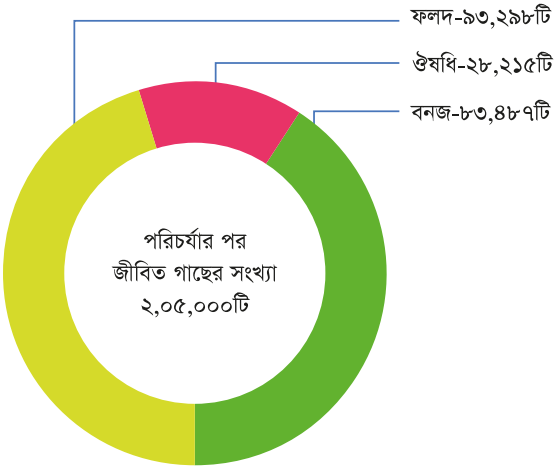

চিত্র-৪.৩: জীবিত গাছের সংখ্যা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ এবং অধিকহারে বনজ ও ফলদ গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি।

ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ

৩৪টি

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। নদী তীরে প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে জনবসতি, হাটবাজার, কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যখন এদেশের সড়ক যোগাযোগ তেমন মজবুত ছিল না তখন নদীই ছিল মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধানপথ। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী হাওয়ায় পল্লি এলাকার অনেকেই পণ্য পরিবহনে নদীপথ ব্যবহার করে। এই বাস্তবতায় নদী তীরবর্তী গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টারে পাকা ঘাট নির্মাণ করছে এলজিইডি। পণ্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও নৌপথে চলাচলকারীদের নৌযানে ওঠানামা নিরাপদ ও সহজ করতে এসব ঘাট নির্মাণ করা হয়।

নগর উন্নয়ন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২৮টি। পৌরসভার সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেওয়া। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, ফুটপাত নির্মাণ ও সংস্কার; শহরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য ড্রেন নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা; শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতির ব্যবস্থা- এই ৪টি সুবিধা প্রদান পৌরসভার মূল দায়িত্ব। এছাড়াও পৌরসভা অন্যান্য নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম পৌরবাসীর চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ ও সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। কিন্তু নানা কারণে বাংলাদেশের পৌরসভারগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী নয়। এছাড়াও পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বাড়াতে এলজিইডি দেশের পৌরসভাগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তার অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ

সড়ক উন্নয়ন	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	ফুটপাত নির্মাণ
২,৩২৮.৪৯ কিলোমিটার	৭.৭৪ কিলোমিটার	২,৮৫৬ কিলোমিটার

নাগরিক সেবার অন্যতম চাহিদা উন্নত সড়ক ব্যবস্থা। এই চাহিদা মেটাতে দেশের সকল পৌরসভা এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি পরিকল্পিতভাবে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে পথচারীদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়। প্রশস্ত সড়কের মাঝে সড়ক বিভাজক নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

৫টি

আন্তঃজেলা ও বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নাগরিকদের গণপরিবহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও নগরে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একটি আদর্শ নগরের জন্য দরকার সমন্বিত সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা, যার অন্যতম দিক বাস ও ট্রাক টার্মিনাল। নগরগুলোয় পর্যাপ্ত বাস ও ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় সড়কে যানজট তৈরি হয়। সড়কের মধ্যে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠাতে-নামাতে গিয়ে অনেকসময় দুর্ঘটনাও ঘটে। সড়কের পাশে বাসের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়, যা ঝুঁকিপূর্ণ। এসব সমস্যা দূর করে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে এলজিইডি বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করছে।

ড্রেন

ড্রেন নির্মাণ
৬,৮৪১.৩৫ কিলোমিটার

জলাবদ্ধতা শহর ও নগরের একটি বড় সমস্যা। পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। পথ চলতে নাগরিকদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। অপচয় হয় মূল্যবান সময় এবং ব্যয় হয় অতিরিক্ত অর্থ। একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা সড়কের ব্যাপক ক্ষতি করে, ফলে সড়ক রক্ষণবেক্ষণ ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই বাস্তবতায় শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ড্রেন নির্মাণ করে থাকে। এসব ড্রেনের ওপরে সাধারণত পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়।

মার্কেট

কিচেন মার্কেট ১৪টি | মাল্টি পারপাস মার্কেট ৬টি

নগরবাসীর প্রাত্যহিক বাজার-ঘাটের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে এলজিইডি নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় পরিবেশসম্মত কাঁচাবাজার বা কিচেন মার্কেট নির্মাণ করছে। এসব বাজারে তরি-তরকারি ও মাছ-মাংসের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। মুদি ও মনোহারি সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও রয়েছে এসব কিচেন মার্কেটে।

কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ছক-৪.৩: বর্জ্য ব্যপস্থাপনা

ক্রমিক নং	অঙ্গ	সংখ্যা
১	ডাম্পিংগ্রাউন্ড নির্মাণ	১৩টি
২	ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	০টি
৩	ডাম্পট্রাক	১৮টি
৪	ভ্যাকুট্যাগ	০টি
৫	ডাস্টবিন	৩৭২টি
৬	স্যানিটারী ল্যান্ডফিল	২টি

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কঠিন বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। বাসাবাড়ির বর্জ্য ও নগরের কঠিন বর্জ্য অপসারণে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে মারাত্মক মুখে ফেলেছে।

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিচ্ছে এলজিইডি। এর আওতায় রয়েছে ডাম্পিংগ্রাউন্ড, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ। বর্জ্য অপসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে এলজিইডি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডাস্টবিন। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে তা ফেলে নগর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। এলজিইডি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ডাস্টবিন স্থাপন করছে।

পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র

পার্ক ৪টি

সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নির্মল বায়ু, সকাল অথবা সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ। নগরে সবুজঅঞ্চল, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বসবাসযোগ্য টেকসই নগর গড়তে পার্ক ও সবুজায়ন একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর এলাকায় পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ করছে। নগরবাসীর অবকাশ, বিশ্রাম, বিনোদন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মিত পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্রগুলো অবারিত করেছে নতুন দিগন্ত।

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ ২৭৭টি

নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেটের। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শহর ও নগর এলাকায় পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় নগরবাসী প্রায়শই সমস্যার মুখোমুখি হয়। নগরের বস্তিগুলোতেও রয়েছে তীব্র ল্যাট্রিন সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে আসছে।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ওভারহেড ট্যাংক ৭টি, টিউবওয়েল ৯২টি / পানিশোধনাগার ১টি
পাইপ লাইন স্থাপন ১৪০.৯৫ কি.মি. / ওয়াটার মিটার ৩,৯৯৬টি

সুপেয় পানিপ্রাপ্তি নগরবাসীর নাগরিক অধিকার। পৌরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ, পাইপলাইন স্থাপন, পুনস্থাপন ও মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপকূলীয় পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভায় দৈনিক ৪.৫০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

বস্তিউন্নয়ন ও পুনর্বাসন (চলমান)

২৯টি

নগরের পরিবেশ, সুস্বাস্থ্য তথা সামগ্রিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে এলজিইডি নগর সেক্টরে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার বস্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে বস্তি এলাকায় ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, এরিয়া বাতি, নলকূপ ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে।

পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

১০ তলা ভবন ৩টি, ফ্ল্যাট সংখ্যা ২৯০টি

পরিচ্ছন্নকর্মীরা নগর পরিচ্ছন্ন রাখতে কাজ করলেও তাদের নিজেদের রয়েছে তীব্র আবাসন সমস্যা। পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এলজিইডি ১০ তলা বিশিষ্ট ৩টি ভবন নির্মাণ করছে। ৪৭২ বর্গফুট আয়তনের ১,১৪৮টি ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে রয়েছে ২টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট ও ২টি বারান্দা। প্রতিটি ভবনে আছে স্টোররুম, ১টি কমিউনিটি হল, লিফট, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

সেতু/কালভার্ট

২,৫৩৮.৪২ মিটার

বাংলাদেশে অনেক পৌরসভা আছে, যেগুলোর ভেতর দিয়ে নদী বা খাল প্রবাহমান। এসব প্রবাহমান জলাধার পৌরবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করলেও পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে নদী বা খালের প্রবাহ সচল রাখার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও এসব জলাধার সংরক্ষণ প্রয়োজন। তাই পৌর এলাকার ভেতরে অবস্থিত নদী বা খাল বাঁচিয়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ করে থাকে।

কমিউনিটি সেন্টার

৬টি

দেশের মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে আধুনিক জীবনের চাহিদা। একসময় সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বাড়িতে আয়োজন করা হলেও মানুষ এখন নির্ঝঞ্ঝাটভাবে কমিউনিটি সেন্টারে তা সম্পন্ন করতে অনেক বেশি আগ্রহী। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি জাতীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের জন্য রাজধানী বা বড় শহরে বেসরকারিভাবে অবকাঠামো গড়ে উঠলেও পৌরসভা পর্যায়ে তা বিস্তৃত হয়নি। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করছে।

সড়কবাতি

সড়কবাতি স্থাপন ৯,০৮১টি

নাগরিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সেবার একটি পৌর এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন। রাতে নাগরিকদের নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতি অপরিহার্য। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার যেসব সড়ক উন্নয়ন করে থাকে, সেসব সড়কের মধ্যে বাতিবিহীন সড়কে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়। এতে রাতের বেলা নাগরিকদের চলাচল নিরাপদ হচ্ছে।

সাইক্লোন শেল্টার

৭টি

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। উপকূলীয় এলাকায় এই ঝুঁকি অনেক বেশি, বিশেষত সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে এখন ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি প্রায়শ এ ধরনের ঝড় আঘাত হানছে। এই প্রেক্ষাপটে উপকূলবাসীর জানমাল সুরক্ষায় পল্লি এলাকার মতো পৌর এলাকায়ও এলজিইডি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি)

নগরের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন। এলজিইডি নগর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনঅংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রতিটি পৌরসভায় টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) গঠন করা হয়েছে। ৫০ সদস্য বিশিষ্ট টিএলসিসিতে পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী, বস্তিবাসীর প্রতিনিধি, নারী ও নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নগর উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। পৌরমেয়রের সভাপতিত্বে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে টিএলসিসির সভা অনুষ্ঠিত হয়। টিএলসিসি সভার অনুমোদনের সাপেক্ষে পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়।

ওয়ার্ড কমিটি

নগর উন্নয়নে ওয়ার্ড কমিটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথাগতভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ছিল পিরামিডের মতো ওপর থেকে নিচে। কিন্তু জনঅংশগ্রহণ ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ উন্নয়নকে টেকসই করতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে নগর পরিচালন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে সিদ্ধান্তগ্রহণ নিচ থেকে ওপর পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ওয়ার্ড কমিটিগুলো স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত ও এর গুরুত্ব বিবেচনা করে টিএলসিসি সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে নগর উন্নয়নে কাজ করছে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ের সামাজিক সমস্যা সমাধানেও কমিটিগুলো দায়িত্ব পালন করছে।

আয়কর ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এলজিইডি সহযোগিতা দিয়ে আসছে। কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিলিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে আয়কর আদায়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। স্থানীয় সম্পদ আহরণে সক্ষমতা বাড়ায় পৌরসভার আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বর্তমানে পৌরসভাগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন প্রদান ও দায়দেনা পরিশোধ করতে পারছে। একই সঙ্গে সম্পদ আহরণে গতিশীলতা এবং আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

এলজিইডি সূচনালগ্ন থেকেই দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নগর সেক্টর কার্যক্রমের অন্যতম দিক এর পরিচালন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন। আর এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিকল্পিত নগরায়ণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি মোবিলাইজেশনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগী সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের নিয়েই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে দেশি জাতের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখছেন। কৃষি, সবজি ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের সারিতে। ধান উৎপাদনে চতুর্থ, মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

এলজিইডির এসব ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমছে, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও এর আওতাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত পানি সম্পদ অবকাঠামো-এর বিবরণ নিম্নরূপ

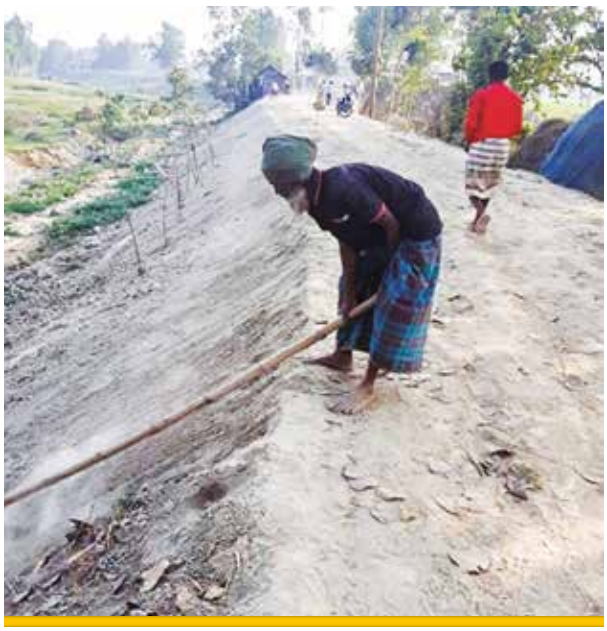

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ১৮৫.১৭৩ কিলোমিটার

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে অনেক সময় জমির ফসল ও আবাদি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলজিইডি বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে।

খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন

পুকুর পুনর্খনন
৩১০.৭৩ একর

খাল খনন ও পুনর্খনন
৬৬০.৬৬ কিলোমিটার

বাংলাদেশ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়ের দেশ। বর্তমানে উদ্বেগজনক হারে দেশের খাল, বিল, পুকুর ও জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবেশ ও পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব। বিশেষত খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদন, জলজ সম্পদ আহরণের ওপর পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব। ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য এলজিইডি নাব্য হারানো খাল ও পুকুর পুনর্খননে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি উন্নয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচকার্য পরিচালনা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব খাল ও পুকুরের অনেক অবদান রয়েছে।

রেগুলেটর নির্মাণ

রেগুলেটর নির্মাণ ১২৮টি

শুষ্ক মৌসুমে চাষবাদের জন্য পর্যাপ্ত পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে নদী-নালা-খাল ও বিলের পানি উপচে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রেগুলেটর নির্মাণ করে কৃষিজমিতে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেচ ও কৃষি উন্নয়নে এলজিইডি কাজ করছে। রেগুলেটরগুলো পানিপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা করছে, উপচেপড়া পানি কৃষিজমি থেকে বের করে দিচ্ছে এবং খরা মৌসুমে সঞ্চিতপানি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করছে।

আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ
৪১৩ ব্যাচ

অংশগ্রহণকারী - ১৩,৯৩৮ জন
নারী-৫,৩৬২; পুরুষ-৮,৫৭৬

প্রতিটি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়েছে। সমবায় পদ্ধতিতে সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যগণ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। সদস্যরা সমিতির সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজ করছেন। আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা বাড়াতে সদস্যদের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ, কুটিরশিল্প, টেইলারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই বিশেষ করে সমিতির নারী সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। এছাড়াও পাবসস সদস্যদের সমিতি পরিচালনা এবং উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

সম্প্রসারণ/অতিরিক্ত উন্নয়ন: ৫৬টি উপ-প্রকল্প ৯,৬৬০ হেক্টর
সংস্কার: ৩১৮টি (রাজস্ব বাজেটে)

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারাদেশে ১,১১৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার করা হয়। প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বল্পপরিসরে অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কার করা হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি/ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সহায়তা এবং উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গত ১১ বছরে এলজিইডির অর্জন

গত দশ বছরে (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০২০) পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির অর্জন বিগত কয়েক দশকের কাছাকাছি। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উন্নয়ন লক্ষ্য, সমন্বিত পরিকল্পনা ও গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে। বাংলাদেশ অগ্রগতির সকল সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ অর্জনে দেশব্যাপী গড়ে তোলা পল্লি ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক অবদান রয়েছে।

২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন শতকরা ৮৬.৭ ভাগ। অর্থাৎ দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮৬.৭ ভাগ সর্বোচ্চ দুকিলোমিটার বা ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর যে কোনো পাকা সড়কে উঠতে পারে। দেশব্যাপী শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হওয়ায় সার্বিক উন্নয়ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষাপ্রসার, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে, ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০০৯ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশের মাথাপিছু আয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ৭০৩ মার্কিন ডলার যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হয়েছে ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার। এ সময়ে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৫৫ শতাংশ। ২০০৯ সালের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.০৫ ভাগ যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৭.৮৬ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.২৪ (বিবিএস) ভাগ। বর্তমানে অতি দারিদ্র্যের হার ১১ দশমিক ৩ শতাংশে কমে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১০.৫।

এলজিইডি গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নগর স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রম দারিদ্র্য হ্রাসসহ জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

গত এগারো বছরে এলজিইডির অর্জিত সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো:

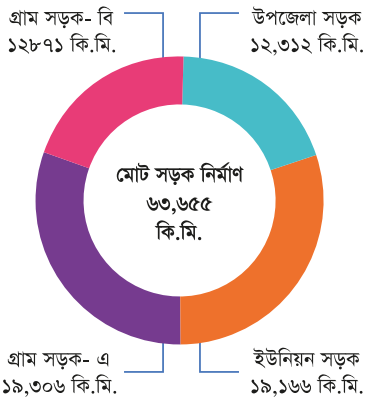

চিত্র-৪.৪: সড়ক নির্মাণ

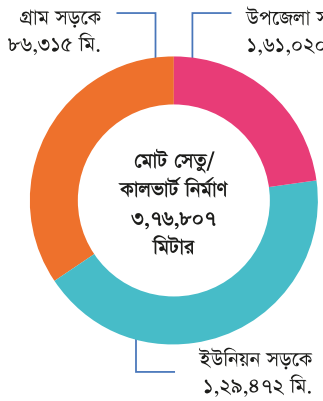

চিত্র-৪.৫: সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

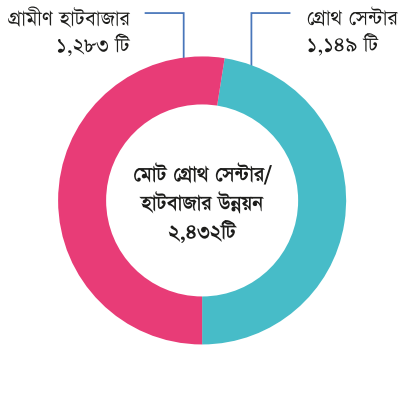

চিত্র-৪.৬: গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন

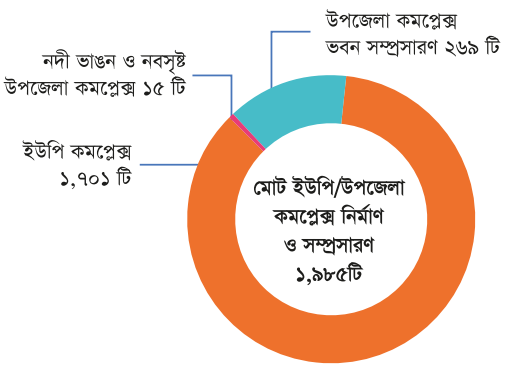

চিত্র-৪.৭: ইউপি/উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

ছক-৪.৪: অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ

অন্যান্য অবকাঠামো	বিগত এগারো বছরের অর্জন
মহিলা মার্কেট সেকশন	৯২টি
পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প	৫৫৮টি; ৩,৪২,৫৭১ হেক্টর
সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	৯৫৬ টি
বৃক্ষরোপণ	৬,২৭০ কি.মি.

অধ্যায়-০৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন ৩৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর ওপর ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু ৪০
মানিকগঞ্জ জেলায় কালিগঙ্গা নদীর ওপর ৪৫৬ মিটার দীর্ঘ সেতু ৪১

শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবহন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি দেশব্যাপী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। এসব সড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সড়কের অ্যালাইনমেন্টে অবস্থিত খাল ও নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি ছোট ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও পরবর্তীতে দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করে চলেছে। নির্মিত এসব সড়ক অবকাঠামো দেশের সার্বিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে। গড়ে তুলছে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা উন্নত দেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডি ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সফলতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃহৎ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করেছে এবং এ ধরণের আরও বৃহৎ সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আগামীতে আরও দীর্ঘ সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে এলজিইডির আওতাধীন সকল গ্রামীণ সড়ক একটি অভিন্ন নেটওয়ার্কের আওতায় আসে। এর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ৯ (নয়)টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর আওতায় দুটি বৃহৎ সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সেতু দুটি হলো-

- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় গোকর্ণ লঞ্চঘাটে তিতাস নদীর ওপর ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু এবং
- মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় কালিগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ৪৫৬ মিটার দীর্ঘ সেতু।

গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এলজিইডি নির্মিত উল্লিখিত সেতু দুটির শুভ উদ্বোধন করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় গোকর্ণ লঞ্চঘাটে তিতাস নদীর ওপর ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু

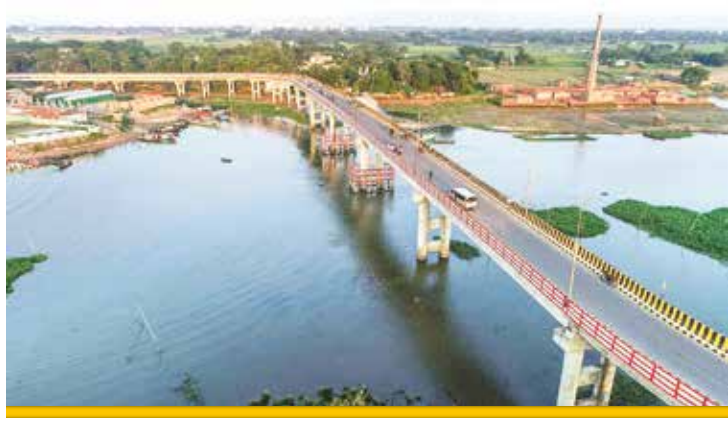

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১২ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৬ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের সঙ্গে নবীনগর উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তিতাস নদী। জনসাধারণকে নদী পার হয়ে জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হতো। এতে সময় বেশি লাগতো এবং জীবনেরও ঝুঁকি ছিলো।

বর্তমান সরকার সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন এবং দেশজুড়ে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে গ্রামীণ সড়কের ওপর দীর্ঘ সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ একনেক সভায় বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ৯(নয়)টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় গোকর্ণ লঞ্চঘাটে তিতাস নদীর ওপর ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হয়।

এ্যাপ্রোচসহ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৭.৬০ মিটার। ৬.১০ মিটার ক্যারিজওয়েসহ পথচারী যাতায়াতের জন্য সেতুর উভয় পার্শ্বে ০.৪০ মিটার প্রস্থের ফুটপাত রাখা হয়েছে। নদীর দু'পাড় সুরক্ষাসহ এ্যাপ্রোচ সড়ক রয়েছে ৩০৯ মিটার। সেতুটির স্প্যান সংখ্যা ২৩টি। রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। ভূমিঅধিগ্রহণ করা হয়েছে ১.৬২৯১ একর। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ৭.৬২ মিটার, যাতে সহজে নৌযান চলাচল করতে পারে।

সেতু নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের সঙ্গে নবীনগর উপজেলার সরাসরি কোনো স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, উপজেলার জনসাধারণকে নৌপথে জেলা সদরে যাতায়াত করতে হতো। বিকল্প পথে নবীনগর থেকে কুমিল্লার কোম্পানীগঞ্জ হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত মহাসড়ক দিয়ে যেতে ৭৫ কি.মি. দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো। সেতুটি নির্মাণের ফলে উপজেলার সঙ্গে জেলা শহরের দূরত্ব ৫০ কি.মি. হ্রাস পেয়েছে।

সেতুটি উত্তর ও দক্ষিণ কাইতলা, নাটঘর, বিদ্যাকুট এবং শিবপুর ইউনিয়নসহ নবীনগর এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সঙ্গে সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের সংযোগ স্থাপন করেছে। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পণ্য পরিবহনে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সেতুটি এলাকার কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পর্যটন ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতি সঞ্চার এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের প্রশাসনিক সেবা এবং আইন শৃঙ্খলা সুরক্ষায় গতি এসেছে। জনগণ সরকারি সেবাসমূহ সহজে লাভ করতে পারছে।

মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় কালিগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ৪৫৬ মিটার দীর্ঘ সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১২ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৬ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

হরিরামপুর মানিকগঞ্জ জেলার অন্যতম বৃহৎ একটি উপজেলা। এ উপজেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কালিগঙ্গা নদী। প্রতিদিন প্রায় ২৫ হাজার মানুষ বালিরটেক অংশে কালিগঙ্গা নদী পার হয়ে উপজেলা ও জেলা সদরে যাতায়াত করে। এ নদীর ওপর বালিরটেকে দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল একটি সেতুর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নসহ এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৯(নয়)টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় একটি সেতুটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। সেতুটি বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়।

এ্যাপ্রোচসহ ৪৫৬ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৯.৮০ মিটার। ৭.৩২ মিটার ক্যারিজওয়েসহ পথচারী যাতায়াতের জন্য সেতুর উভয় পার্শ্বে ০.৯০ মিটার প্রস্থের ফুটপাত রাখা হয়েছে। নদীর দু'পাড় সুরক্ষাসহ এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে ৫১৭ মিটার। সেতুটির স্প্যান সংখ্যা ১২টি। রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। ভূমিঅধিগ্রহণ করা হয়েছে ৪.২৫ একর। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ৭.৬২ মিটার, যাতে সহজে নৌযান চলাচল করতে পারে।

সেতু নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা

সেতুটি রাজধানী ঢাকার সঙ্গে হরিরামপুর উপজেলার দূরত্ব প্রায় ২৫ কি.মি. এবং মানিকগঞ্জ জেলা শহরের সঙ্গে দূরত্ব প্রায় ১০ কি.মি. হ্রাস করেছে

সেতুটি নির্মাণের ফলে এলাকার কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পর্যটনে গতি সঞ্চারিত হয়েছে

সেতুটি দোহার ও নবাবগঞ্জ থেকে হরিরামপুর ও সিংগাইর হয়ে রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতের বিকল্প পথ তৈরি করেছে

এই সেতু নির্মাণের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

সরকারের প্রশাসনিক সেবা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কর্মকাণ্ডে গতি এসেছে। জনগণ সরকারি সেবাসমূহ সহজেই লাভ করতে পারছে।

অধ্যায়-০৬

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট	৪৩
পরিকল্পনা ইউনিট	৪৪
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট	৪৮
আইসিটি ইউনিট	৫১
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট	৫৫
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট	৫৯
প্রশিক্ষণ ইউনিট	৬২
ডিজাইন ইউনিট	৬৪
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট	৬৫
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৬৮
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৭১

প্রশাসনিক ইউনিট

এলজিইডি সরকারের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪। এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিট সরাসরি প্রধান প্রকৌশলী পরিচালনা করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ তাঁকে সহায়তা করে থাকেন। জনবল নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও আইন এবং ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কর্মকাণ্ড প্রশাসনিক ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিচে দেওয়া হলো:

পদোন্নতি

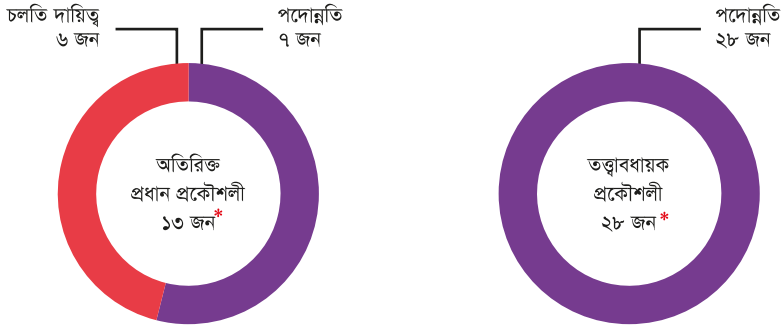

চিত্র-৬.১:পদোন্নতি-নির্বাহী প্রকৌশলী ও তদূর্ধ্ব পদে

ছক-৬.১:পদোন্নতি-সিনিয়রকারী পর্যন্ত পদে

সহকারী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী থেকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চলতি দায়িত্ব	১৯ জন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের পদ থেকে সহকারী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি	১০২ জন*

* স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

বিভাগীয় মামলা

কর্তব্য পালনে অবহেলা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন কাজের সঙ্গে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পরিদর্শন টিম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

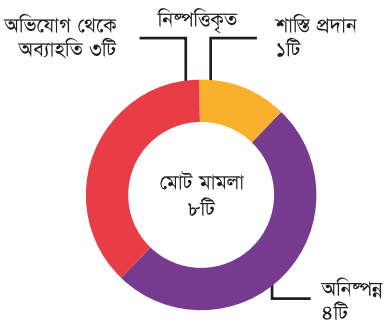

চিত্র-৬.২:মামলা (১ম শ্রেণির কর্মকর্তা)

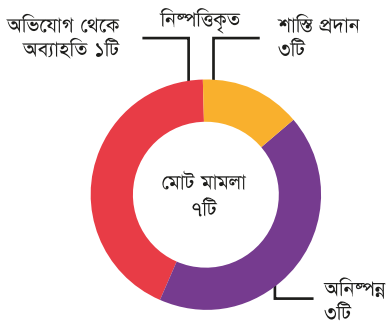

চিত্র-৬.৩:মামলা (২য় শ্রেণির কর্মকর্তা)

কৈফিয়ত তলব

কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগে ৭৩ জন প্রথম শ্রেণির এবং ২২ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়।

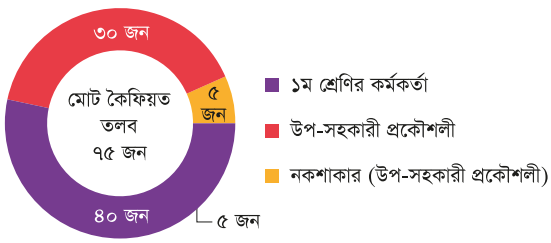

চিত্র-৬.৪: কৈফিয়ত তলব

পরিকল্পনা ইউনিট

সত্তর দশক অবধি রাজস্ব বাজেটভুক্ত পল্লীপূর্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দেশব্যাপী ছোট আকারের পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের পর ১৯৮২ সালে এলজিইডি প্রথমবারের মত সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করা শুরু করে। নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি দিয়েই এই অভিযাত্রা শুরু। এ সময় বিশেষ পল্লীপূর্ত কর্মসূচির প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। একই সময়ে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩: বৃহত্তর সিলেট জেলা প্রকল্পের প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। সে সময় প্রকল্প প্রণয়নে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প তৈরিতে প্রথমে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই এবং পরে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্পের ধারণাপত্র বা প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার (পিসিপি) তৈরি করা হতো। পিসিপি অনুমোদিত হলে তার ওপর ভিত্তি করে 'প্রকল্প প্রস্তাব' বা প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিপি) প্রণীত হতো। পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার হলে দুটি পৃথক দলিলের পরিবর্তে পিসিপি ও পিপি-র সমন্বিত রূপ হিসেবে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' বা ডিপিপি প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পিপি তৈরি হলেও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর পদ সৃষ্টির পর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এলজিইডি পরিকল্পনা ইউনিট উপরোক্ত কাজ ছাড়াও খাদ্য সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকি করেছে, ফলশ্রুতিতে দেশের বর্তমান রুরাল রোড নেটওয়ার্ক এর মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৯০ দশকের শেষে এলজিইডিতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

এলজিইডির রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ইউনিট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর অধিক্ষেত্রভুক্ত। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি টিম এ ইউনিটে কাজ করছে। এলজিইডির তিনটি সেক্টর, তথা- পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় এ ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সুরক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে প্রকল্প প্রণয়নের সময় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়।

প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এলজিইডির রয়েছে গ্রামীণ সড়ক মাস্টারপ্ল্যান, সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো ডাটাবেজ, সিডিউল অব রেট, মিউনিসিপ্যাল মাস্টারপ্ল্যান এবং জিআইএস প্রযুক্তি। পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে গ্রামীণ সড়ক মাস্টারপ্ল্যানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সঙ্গে দ্বৈততা, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা বিষয়গুলো প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। পরিকল্পনা ইউনিট সাধারণত তিন ধরনের প্রকল্প/কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে, যথা- বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা (টিএ) এবং সমীক্ষা/স্টাডিজ। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (পিডিপিপি) প্রস্তুত করে থাকে। এলজিইডি একটি বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থা। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি যেমন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি), সমীক্ষা/জরিপ প্রস্তাব এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিএপিপি) প্রস্তাব প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওই সকল প্রস্তাব/ ছক সংশোধনের কাজ করে থাকে। তাছাড়া উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থবছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডির সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোনো প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের ওপর অর্পিত দায়িত্বের অংশ।

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত মিশনের সঙ্গে প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিচালিত মিশনের সঙ্গে বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা এবং সমাধানের কর্মকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে থাকে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত ডিপিপি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট ৪০টি ডিপিপি প্রণয়ন ও ৩০টি ডিপিপি সংশোধন এবং ১টি টিএপিপি প্রণয়ন করে। এসবের মধ্যে ৩১টি ডিপিপি ও ২৫টি সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

অর্থবছর	অনুমোদিত নতুন প্রকল্প		মোট অনুমোদিত নতুন প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)
	কৃষি, পানিসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টর	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টর		
২০১৯-২০২০	০৭	০২	০৯	১১,০৪৭

অর্থবছর	অনুমোদিত নতুন প্রকল্প	
	জিওবি	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট
২০১৯-২০২০	০৮	০১

চিত্র ৬.৫: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত ডিপিপি

২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্প

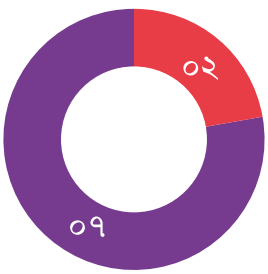

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি সম্পদ বিভাগ

ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন বিভাগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্প

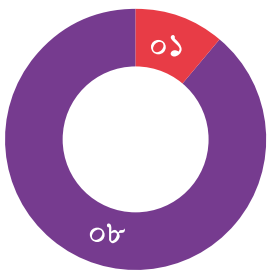

জিওবি

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট

উপজেলা প্ল্যানবুক

বাংলাদেশ মুলত: গ্রাম প্রধান দেশ হওয়ায় প্রায় দেড়শ' বছর আগেই পল্লি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো।

১৮৭০ সালের চৌকিদারী আইন থেকে শুরু করে ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯ সালের বেঙ্গল সেল্ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্টসহ ১৯৫৩ সালের ভি-এইড বা "ভিলেজ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট" প্রোগ্রাম এবং ১৯৬২ সালে পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ও মহান মুক্তিযুদ্ধের পর সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

এ সকল কর্মসূচীতে ইউনিয়নকেই স্থানীয় সরকার কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন স্কীম প্রায় শত বছর ধরে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরণের রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মিত হলেও তা কোনো মানচিত্র ভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় করা হয় নি। স্থানীয়ভাবে অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে এসব নির্মাণ কাজ অনেকটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে করা হতো। কোনো পদ্ধতি বা ভৌগলিক অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এতে সংশ্লিষ্ট ছিল না।

এ প্রেক্ষাপটে সঠিক স্থান নির্বাচন, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিরিখে স্কীমগুলো কিভাবে সঠিক পরিকল্পনা ভিত্তিক হতে পারে সেই বিবেচনায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল হিসেবে ইউনিয়ন প্ল্যান বুক তৈরি করে। এই প্ল্যান বুক অনুযায়ী এলাকার মানচিত্র ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়। এর ফলে উন্নয়ন অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সক্ষম করে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহণমূলক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

এই বাস্তবতায় এলজিইডি ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৬-৯৭ মেয়াদে ইউনিয়ন প্ল্যান বুক তৈরি করে। স্থানীয় জনসাধারণের অনুভূত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় সড়ক, সেতু/কালভার্ট, ক্ষুদ্র পরিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, বাঁধ, সেচের জন্য খাল খনন, স্লুইচগেট নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, গোডাউন, স্কুল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা। ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অবকাঠামো উন্নয়ন, স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই প্ল্যান বুকটি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

ইউনিয়ন প্ল্যানবুক

এ দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। বিশেষ করে প্রায় ১৫০ বছরের পুরানো এই ব্যবস্থায় ইউনিয়নকে সর্ব নিম্নপর্যায়ের স্থানীয় সরকারের স্তর হিসেবে দেখা হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ৮০-এর দশকে দেশে 'উপজেলা' ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। পূর্বতন থানা ভিত্তিক এলাকাকে চিহ্নিত করে ৪৬০টি উপজেলা সৃষ্টি করা হয়। মূলত: সরকারের সেবাসমূহ এ সব প্রশাসনিক ইউনিট থেকে প্রদান করা এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উপজেলা ভিত্তিক নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই ছিল এই নতুন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে তৎকালীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ মেয়াদে উপজেলা প্ল্যান বুক তৈরি করে। এ প্ল্যান বুক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন চিহ্নিতকরণ, স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদগুলোকে সহায়তা করে। ইতোপূর্বে ইউনিয়ন প্ল্যান বুক তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় এলাকার ভৌগলিক অবস্থানগত মানচিত্র ভিত্তিক যে অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে, উপজেলা প্ল্যান বুকেও তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এ প্ল্যান বুকের আওতায় সড়ক, ড্রেনেজ, বাঁধ, সেচ ও ভূমি ব্যবহারের ওপর ৩৬টি নক্শা প্রণয়ন করা হয়। স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে এ প্ল্যান বুকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এতে সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, হাটবাজার উন্নয়ন, পুকুর খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও সেচ সুবিধাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্ল্যান বুকটি হালনাগাদকরণে উপজেলা পরিষদসমূহের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

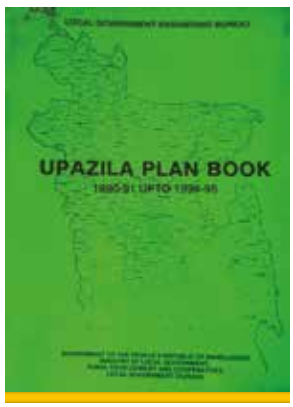

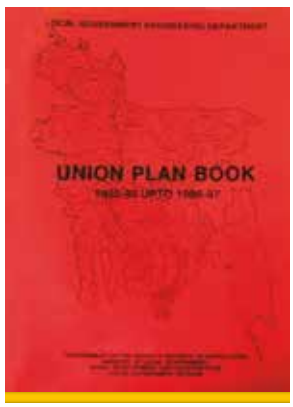

উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনুসরণীয় কিছু মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে ওয়ার্কিং গ্রুপের এর সদস্য হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০–এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডেল্টা সেন্টার এলজিইডি গঠন করা হয়েছে। ইউচ-২১০০ সম্পর্কিত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, ডিপিপি প্রণয়ন, অনুমোদন ও সফল বাস্তবায়ন ও এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫-২০৩০ সাল মেয়াদে কর্মসূচি হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)। এতে ১৭টি অভিষ্ট এবং ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্র এবং ২৩২ টি সূচক রয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিট হতে এলজিইডির এসডিজি এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এলজিইডিতে গঠন করা হয়েছে এসডিজি সেল।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি সৃজনশীল, সময়াবদ্ধ এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। গ্রামপর্যায়ে নগর সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিল এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিট।

বাংলাদেশে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মূল ভিত্তি হল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট থেকে এলজিইডি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ যোগান দেওয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট হতে সদর দপ্তর পর্যায়ে বেশকিছু গবেষণা সম্পাদন এবং প্রকাশনা তৈরির কাজ করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য হল

ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লকের ব্যবহার এলজিইডিতে জনপ্রিয় করার জন্য পরিকল্পনা ইউনিটের অধীন গবেষণা, ইনোভেশন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল কর্তৃক 'ব্লক-ইটের বিকল্প নির্মাণ উপকরণ' শীর্ষক একটি প্রকাশনা তৈরি করা হয়।

সাসটেনেবল রুরাল এনার্জি (এসআরই) সংক্রান্ত কার্যক্রম

কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে জার্মান সংস্থা গিজের অর্থায়নে এলজিইডি ও বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশনের মধ্যে বিগত ১৬/০১/২০২০ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর আলোকে এলজিইডি এসআরই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বন্ধু চুলা কার্যক্রমকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে এবং পল্লি অঞ্চলে বন্ধু চুলা ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট

শুরুতে এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প মনিটরিং এর কাজ প্রকল্প প্রণয়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ দশকের প্রথম দিকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেকশন বা এমআইএস স্থাপন করা হয়। এরপর একই দশকের শেষের দিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন ইউনিট (পিএমই) গঠন করা হয়। সেই থেকে এ ইউনিট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পিএমই ইউনিট ব্যাপক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে, যা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ইউনিট এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিল অবমুক্তকরণে সহযোগিতা করে এ ইউনিট। এছাড়া প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিভাগীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিএমই ইউনিট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় সংসদের চাহিদা নিয়েও কাজ করে। এ ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নির্ধারিত ছকে রুটিন অনুযায়ী তথ্যাদি ও প্রতিবেদন ছাড়াও তাৎক্ষণিক বিভিন্ন তথ্যাদি ও প্রতিবেদন সরবরাহ করে থাকে। এলজিইডির ২০টি পরিদর্শন দল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শনকৃত স্কীমের ওপর সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, এপিএ এবং এমটিবিএফ প্রণয়ন করে।

পরিদর্শন দল

এলজিইডির ২০টি অঞ্চলের প্রতিটির জন্য একটি করে পরিদর্শন দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিদলে বিভিন্ন স্তরের ৩ জন প্রকৌশলী রয়েছেন। এসব দল নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণগুলো প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করে। রিপোর্টের মূল্যায়নের জন্য সভা আহবান করা হয়। সভায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এর ফলে এলজিইডি এডিপি তহবিল ব্যবহারে ৯৯ শতাংশের অধিক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) আওতায় চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে চাহিদা মোতাবেক যথাযথ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে সরবরাহ করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সরবরাহ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/ মিশন এর সঙ্গে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং ডিপিইসি, পিইসি, একনেক সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত আইবিএএস সফটওয়্যার (iBAS Software)-এ ওই সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়।

প্রাক-এডিপি পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাসওয়ারি অগ্রগতি, তুলনামূলক কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টিম, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গুণগতমান রক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এম অ্যান্ড ই ইউনিট নিবিড় তদারকি করে থাকে।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানসহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় এম অ্যান্ড ই কর্তৃক তদারকি করা হয়।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরীত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনা অনুযায়ী মনিটরিঅং ও মূল্যায়ন শাখা (এম অ্যান্ড ই ইউনিট) আর্থিক বছরের শুরুতেক এপিএ প্রণয়ন করে। এপিএ প্রণয়নপূর্বক অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের নিশ্চয়তা দিয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মন্ত্রী মহোদয় এবং এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সাতে এপিএ-তে জেলাওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী জেলাগণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সে অনুযায়ী এপিএ বছর ব্যাপী বাস্তবায়নপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয় এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক এপিএ মূল্যায়নে এলজিইডি ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৮.৪৭ নম্বার পেয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেছে।

উন্নয়ন কর্মকা অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তাবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বছরে অন্তত একবার এলজিইডির সদর দপ্তরে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে এলজিইডির কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় এলজিইডির সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক ইস্যুতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জবাব প্রদানের জন্য প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৩০৭টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডির প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

জাতীয় দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগ পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতা এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত সংবাদ ৬৮৬টি। তন্মধ্যে ৯৭টি প্রশংসামূলক বাকী ৫৮৯টি প্রকাশিত সংবাদের ওপর কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হয়। যার মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যাক্ত/মন্থর ১৬টি, বাস্তবায়িত কাজের ত্রুটি ১৯টি, ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে ৩৭টি, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ৫৮টি, এলজিইডি সংশ্লিষ্ট নয় ২১টি, ভিত্তিহীন সংবাদ ৩৯টি, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ৩৯৯টি।

প্রকাশিত ৬৮৬টি সংবাদের মধ্যে ৩৫টি নেতিবাচক সংবাদের যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৫১টি প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনার পর ২১টির ক্ষেত্রে এলজিইডির কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ৩৯টির ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৯১টি সংবাদের মধ্যে ৯৫টির ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধন ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বাকি ৩৯৯টির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

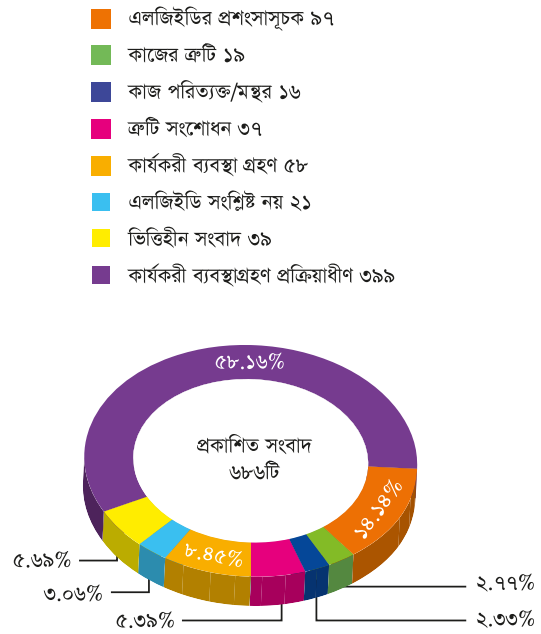

চিত্র- ৬.৬ : পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

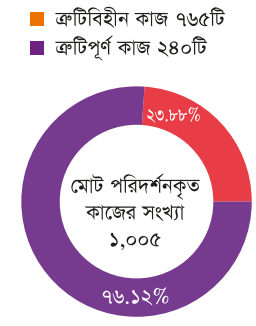

চিত্র- ৬.৭ : ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট পরিদর্শনকৃত কাজ

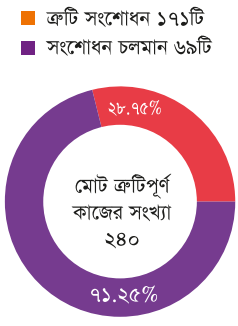

চিত্র- ৬.৮ : ত্রুটি সংশোধন

পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩০টি পরিদর্শন টিম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২০টি পরিদর্শন টিম এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশ প্রদানসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলজিইডির পরিদর্শন টিমের পরিদর্শনে ৪২৯টি কাজের মধ্যে ১০১টি ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭১টি কাজ সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ২৪২টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৭৬টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ৬০টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ৩৩৪টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৬৩টি কাজকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪০টি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৩টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

আইসিটি ইউনিট

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশজুড়ে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। এলজিইডি গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিক থেকে সংস্থার সদর দপ্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু করে। ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। সদর দপ্তরে ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় ই-জিপি, ই-নথিসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম সহজ ও নির্ভুল করার জন্য বেশ কিছু কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি)-এর নেতৃত্বে আইসিটি ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মে মাসে জিআইএস ও এমআইএস সেকশন আন্তর্ভুক্ত করে আইসিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিআইএস

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে প্রথম পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডিতে জিআইএস স্থাপন করা হয়। সারা দেশের সকল উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ তখন থেকেই হাতে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ২০০৮ সালে সারা দেশের সব উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পর ২০১১ সালের ১২ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ উন্মুক্ত করেন।

উদ্দেশ্য

জিআইএস ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জিআইএস প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক তথ্য বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষণ করা হয়। এসব তথ্য জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এই ডাটাবেজ ও তথ্য স্থানীয় অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

নিয়মিত কার্যক্রম

- জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ হালনাগাদ করা
- সড়কের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে রোডম্যাপ হালনাগাদ করা
- জেলা ও উপজেলা ম্যাপ হালনাগাদ করা
- এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ম্যাপ প্রস্তুত

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জেলা ও উপজেলা ম্যাপ

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে পুরোনো থানা ম্যাপ, টপো ম্যাপ, স্যাটেলাইট ইমেজ ও এরিয়াল ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে থানা বেইজ ম্যাপ তৈরি শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ডিজিটাইজিং টেবিল ব্যবহার করে এসব ম্যাপের জিও রেফারেন্সিং ও ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথমে জিপিএস সার্ভে এবং পরে স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় মাঠপর্যায়ে এসব ম্যাপের সঠিকতা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২০০৮ সালে সারা দেশের উপজেলা ম্যাপ তৈরি সম্পন্ন হয়। এসব ম্যাপ ল্যামবার্ট কনিকাল কো-অর্ডিনেট (এলসিসি) সিস্টেমে ১:৫০০০০ স্কেলে প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব ম্যাপে সড়ক, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ ১৯ ধরনের তথ্য রয়েছে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জিআইএস ডাটাবেজ এবং ম্যাপ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

স্কুল ম্যাপ

প্রতিটি উপজেলার জন্য স্কুল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব ম্যাপ স্কুল অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারের নীতিমালা অনুসারে কোথায় নতুন স্কুল নির্মাণ করতে হবে সে ব্যাপারে এ ম্যাপ থেকে ধারণা পাওয়া যায়।

রোড ডেনসিটি ম্যাপ

রোড ডেনসিটি ম্যাপ থেকে দেশের কোন অঞ্চলে নতুন সড়ক উন্নয়ন করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নতুন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে এ ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পৌরসভা ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ এলজিইডির জিআইএস সেকশনে সংরক্ষিত আছে।

অন্যান্য বিশেষ ধরণের ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় হ্যাজার্ড ম্যাপ, এ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপ, ডিজাস্টার ভালনারাবিলিটি ম্যাপ, জেলা অফগ্রিড ম্যাপ, ট্রাফিক মুভমেন্ট ম্যাপ, স্লাম এরিয়া ম্যাপসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই)

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন পাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই) প্রস্তুতির কাজ চলছে, যেখানে নীতিমালা প্রণয়ন, ডাটা শেয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে এলজিইডি মুখ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

গুগল ম্যাপের সঙ্গে সমন্বয়

এলজিইডির সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক গুগল ম্যাপের এর সঙ্গে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি গুগল আর্থ ইমেজারি ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকার চরসমূহের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অর্জন

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ও চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের ১৪,৮৬৮টি বিদ্যালয়ের টপোগ্রাফিক সার্ভে করা হচ্ছে। এর মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩৫১টি এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে টোটাল স্টেশনের মাধ্যমে সার্ভে করা হবে। সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক জিআইএস এমআইএস অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করা হবে। **টোটাল স্টেশন ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ৮,১৬৮টি বিদ্যালয়ের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্ভে কাজও চলমান আছে।**

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সারাদেশের প্রতিটা উপজেলায় বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্দেশ্যে জিআইএস এনালাইসিস করে ১,০৪৫টি বিদ্যালয় প্রাথমিকভাবে প্রস্তাব করা হয়। উপজেলাওয়ারী এসকল প্রস্তাবিত ম্যাপ ডিপিই-এর মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

এমআইএস

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলজিইডির উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা এমআইএস, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সহজে ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিয়মিত কার্যাবলি

- এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের (এ্যানেক্স ভবন) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ল্যানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ওয়েব প্রক্সিসার্ভার ও সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলজিইডির ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন তৈরি, ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা
- দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা
- ই-মেইল, এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা।

এমআইএস সুবিধা

ল্যান, ইন্টারনেট ও আইপি ফোন

ল্যান দ্বারা স্বল্পদূরত্বে থাকা কম্পিউটার, প্রিন্টারসহ অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে একাধিক ব্যবহারকারী কমন রিসোর্স দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন, ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়। এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ল্যানে সংযুক্ত রয়েছে। ল্যানে ৩,২০০টি পোর্টের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ২,৩০০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারে সংযুক্ত রয়েছে।

পাশাপাশি ল্যানের মাধ্যমে সব কম্পিউটার ও মোবাইলে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এলজিইডি সদর দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগের গতি বাড়িয়ে ২৭৫ থেকে ৫৮০ এমবিপিএস করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৪,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন। ল্যানের মাধ্যমে ৮১০ জন ব্যবহারকারীকে আধুনিক আইপি ফোন ব্যবহার করে ইন্টারকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

ওয়েবসাইট

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.lged.gov.bd) চালু করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে এই ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেজ রয়েছে। স্থানান্তরিত ওয়েবসাইটির সঙ্গে পুরাতন ওয়েবসাইটের সংযোগ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এনওসি ও জিও ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেজ তৈরি করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। **বিগত অর্থবছরে এলজিইডির মোট ২,০৮৭টি দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি এলজিইডি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।**

এ্যান্টি-ভাইরাস

২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটারের ভাইরাস গার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে, এতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের আলাদা এন্টিভাইরাস ক্রয় করতে হয় না।

সার্ভার রুম

এলজিইডি সদর দপ্তরে অবস্থিত নিজস্ব সার্ভার রুমে সকল নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং ২৩টি ফিজিক্যাল সার্ভার রয়েছে। এছাড়াও একটি পাওয়ার রুমের মাধ্যমে সকল ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২৩টি ফিজিক্যাল সার্ভারে ৪০টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস রয়েছে; এছাড়া সম্প্রতি সার্ভার রুমে ২০ টেরাবাইট সেন্ট্রাল স্টোরেজ (এসএএন) এবং ১২ টেরাবাইট স্টোরেজসহ ব্যাকআপ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

এলজিইডির প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েবভিত্তিক পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৮,৮৬৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সিস্টেমে তথ্য প্রদান করছেন।

ই-টিকেটিং

ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের প্রতিদিনের আইটি বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের রেকর্ড রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহারকারী তাদের ফিডব্যাক দিতে পারেন। **ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে গত অর্থবছরে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ১,১১০ টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।**

ই-ফাইলিং

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এলজিইডি সদর দপ্তরসহ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্বের নিয়মের পাশাপাশি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমেও বিভিন্ন নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এমআইএস সেকশন এ সংক্রান্ত কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে।

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী এলজিইডির সকল সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তর করার কাজ চলছে, যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন নাগরিক তার উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য দেখতে পারবেন এবং কাজ সম্পর্কিত মতামত জানাতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ

এলজিইডির সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

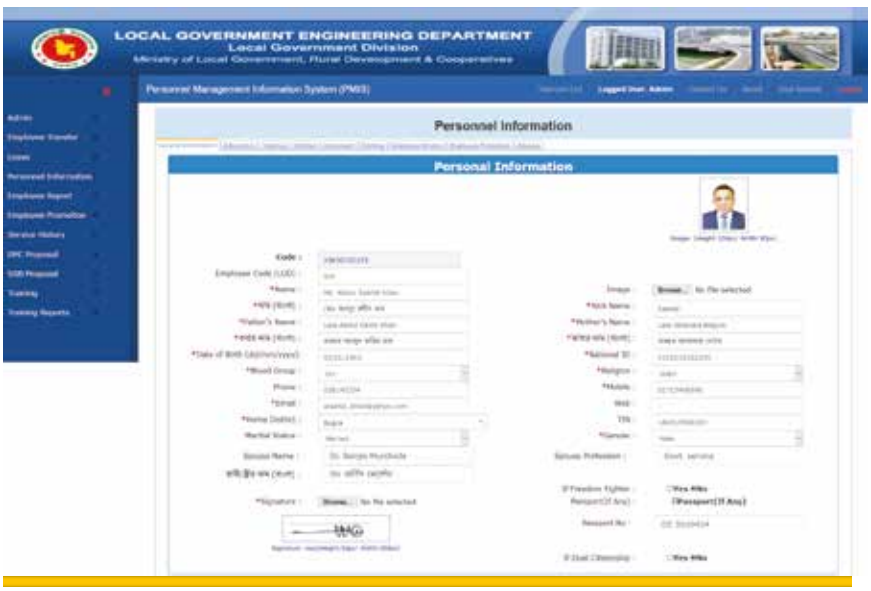

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট

এলজিইডি পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। পল্লি সড়ক ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে। বিগত তিন দশকে উপজেলা সড়ক সম্প্রসারণে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিয়ন সড়কগুলো গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

বছরব্যাপী সড়ক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় দুর্ঘটনাও। ফলশ্রুতিতে পরিবহন সেবার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরে প্রথম স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রদান করে। দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য ১৯৯৯ সালে এলজিইডিতে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স সেল (আরআইএমসি) গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে এর নামকরণ করা হয় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (আরআইএমএমইউ), যা ২০১১ সালে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট (আরএমআরএসইউ) এ রূপান্তরিত হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর নেতৃত্বে ১৭ জনবল নিয়ে এ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য

- পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষতির হার কমিয়ে আনা
- পরিবহন ব্যয় কমানো
- অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়ন
- নিরবচ্ছিন্ন সড়ক পরিবহন সুবিধা প্রদান
- সড়ক সুরক্ষার উন্নয়ন
- সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষাও উন্নয়ন।

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, নীতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় তা হলো

দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৩ কিলোমিটার পল্লি সড়ক আছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৫২৮ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং পল্লি সড়কের ওপর প্রায় ১৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭০ মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রায় ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১২ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসব সড়ক গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। বিশেষ করে গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার, কৃষি ও অকৃষি খামার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, আর্থিক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের যাতায়াত সুগম করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা, খামারপর্যায়ে কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশই পল্লি এলাকায় বাস করে, তাই বিপুল এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিসহ তথা দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিকাশে এসব সড়কের রয়েছে ব্যাপক অবদান।

এসব পল্লি সড়ক বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখতে সড়কের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে এলজিইডির অনুকূলে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। প্রতি বছর এই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়, যার অন্যতম কারণ-

- গ্রামীণ সড়কে যানবাহন বিশেষ করে ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি
- বন্যা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, হঠাৎ বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি
- গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সহজ যোগাযোগ ও সড়কের পাকা অংশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সড়কগুলো প্রশস্ত করা এবং ডিজাইন লাইফ শেষ হওয়া সড়কের বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধি।

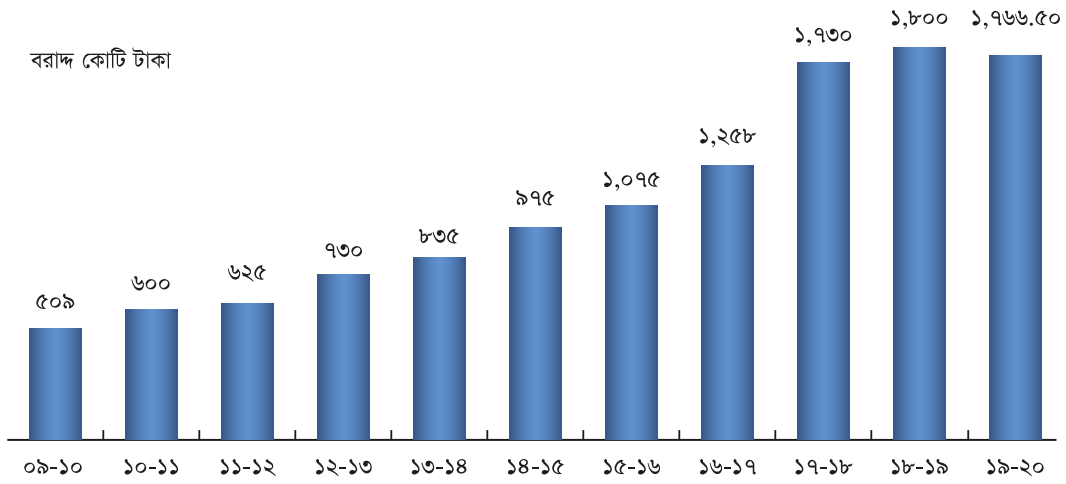

চিত্র- ৬.৯ : সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বছরভিত্তিক রাজস্ব বরাদ্দ

সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছরের মতো ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুরুতে বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে রাফনেস সার্ভে এবং সেতু/কালভার্টের ডিটেইলড কনডিশন সার্ভে করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রোড এন্ড স্ট্রাকচার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-৮ (আরএসডিএমএস-৮) সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০ হাজার ৯০৫ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। তবে এই অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে 'গ্রামীণ সড়ক' মেরামত ও সংরক্ষণ উপখাতে ১ হাজার ৭ শত ৬৬.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়, যা নিরূপিত চাহিদার মাত্র ৮.৪৫ শতাংশ।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং উত্তম চর্চা সফলভাবে প্রয়োগের ফলে প্রতিবছরের মতো ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ শতভাগ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এলজিইডি সাধারণত সড়কের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতেও করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অর্জন

ছক- ৬.২ : ধরন অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	পরিমাণ	ব্যয়
০১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১২,১০৮ কি.মি.	৭৫.০০
০২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৬,২৯০ কি.মি.	১,৬৩৬.৫০
০৩	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৬৯০টি	৩০.০
০৪	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ	-	২৫.০০
	মোট		**১.৭৬৬.৫০**

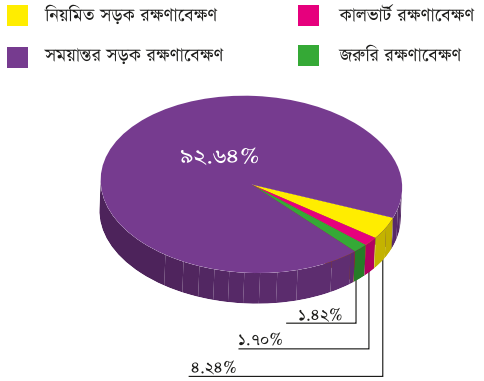

চিত্র - ৬.১০ : ধরন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ

ছক- ৬.৩ : ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	স্কিমের সংখ্যা	ব্যয়
০১	রি-সিল	৫৬১টি	২৩৯.৭৩
০২	ওভার-লে	১,৩৪৪টি	৮৯৫.২৭
০৩	সড়ক মজবুতকরণ	২৫৯টি	২২৯.২৮
০৪	সড়ক প্রশস্তকরণ	১৭৪টি	২৭২.২১
০৫	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	২৫৪টি	৩০.০০
	মোট	**২,৫৯২টি**	**১,৬৬৬.৫০**

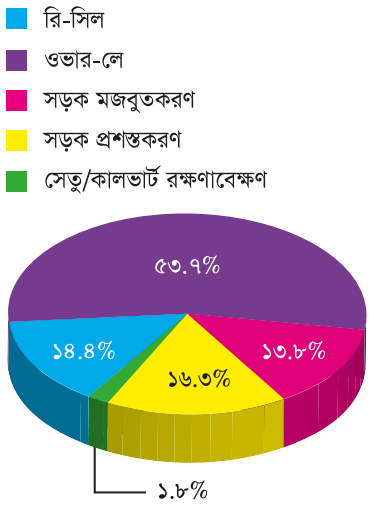

চিত্র - ৬.১১ : সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

কার্যকরি ও সুষ্ঠু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ এ অনুমোদিত 'পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা' অনুযায়ী এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়। এই অর্থে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত করায় রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

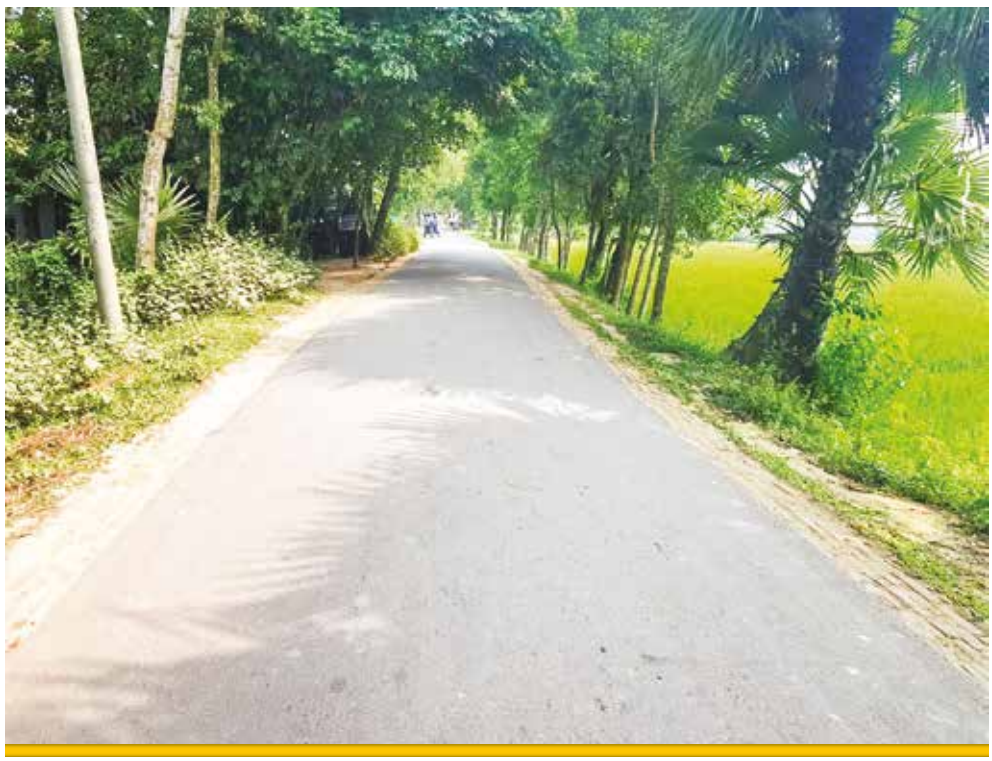

উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নির্মিত অনেক উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের উপজেলা পরিষদ ভবন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ভবন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ এবং কালক্রমে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। এসব ভবন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের মেরামত ও পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে। এ পরিপ্রক্ষিতে জাতীয় বাজেটের "মেরামত ও সংরক্ষণ এর অধীন অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা" খাতের অর্থ দ্বারা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবন রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা, যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সবার জন্য সমান সুযোগসহ সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সুসংহত জাতীয় ক্রয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

বাংলাদেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ (পিপিএ) কার্যকর করার আগে সকল ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদিত হতো 'চুক্তি আইন' অনুসারে, যা ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। পিপিএ ২০০৬ এর সাথে পিপিআর ২০০৮ বিদ্যমান আইনের ওপর সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করেছে। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তন করে ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অর্থের মূল্য (ভ্যালু ফর মানি) নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি দেশের ক্রয়নীতি অনুসরণ করে সকল ক্রয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। সরকার 'দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩' জারি করার পর জানুয়ারি ২০০৪ এ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'প্রকিউরমেন্ট ইউনিট' নামে একটি ইউনিট চালু করা হয়। এই ইউনিট পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইনস, ২০১১ অনুসরণে ক্রয় কাজ সম্পাদনের এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরু থেকেই এলজিইডি ই-জিপি অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল ব্যবহার করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর তা ই-জিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তির বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কাজ অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্র-পত্রিকা, ই-জিপি পোর্টাল, এলজিইডি ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

এলজিইডির ২০১৯ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই ইউনিটের মোট জনবল ৮ জন। এই ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচালিত হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট) ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এই ইউনিটে কর্মরত রয়েছেন।

কার্যাবলি

- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান
- অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে চাহিদার ভিত্তিতে বহির্সদস্য মনোনয়ন দিয়ে সহায়তা প্রদান
- পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান
- এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।
- ক্রয় আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পারনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

ই-জিপি বাস্তবায়ন

সরকারি ক্রয় কাজে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি সম্পর্কিত সকল সহায়তা প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও এ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রগতি

শুরু থেকেই ইলেকট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম সরকারি দপ্তরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ৪ লক্ষ ১ হাজারের বেশি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ দরপত্র-ই এলজিইডির। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রগণ্য, যা বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে ওঠে এসেছে।

সক্ষমতা উন্নয়নে

২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণে শতভাগ দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা এলজিইডি নির্ণয় করে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এরূপ লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯৫ ভাগ, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৭ ভাগ এবং এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯৭ ভাগ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯৮ ভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডির ক্রয় সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত ঠিকাদারগণকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা আবশ্যক বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ই-জিপি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সদর দপ্তরে ই-জিপি ল্যাব গঠন করা হয়েছে এবং ২০টি আঞ্চলিক দপ্তরে ২০টি এবং জামালপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় ০২টি আধুনিক ই-জিপি Resource Center স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যদের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে।

ই-জিপি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে DLI Fund ব্যবহার করে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রায় ১৪১ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল (Trainer Pool) TOT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে।

এলজিইডির প্রায় ২৯১৮ (২৩৫৮+৫৬০) জন কর্মকর্তা এবং ৫০০ (২২০+২৮০) জন দরপত্রদাতাকে ই-জিপির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ITC-ILO, Turin, Italy তে ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাচে এলজিইডির ৫০ জন কর্মকর্তার Electronic Government Procurement management শীর্ষক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা পর্যায়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০জন কর্মকর্তাকে (প্রকৌশলী) ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে পৌরসভা পর্যায়ে আরো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আগ্রহী এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে এলজিইডির কর্মকর্তাদের মধ্য হতে Public Procurement Management for Sustainable Development এর উপর মোট ৭ জন তুরিন, ইতালির ITC-ILO nএZ Master's সম্পন্ন করেছেন এবং মোট ১৪ জন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে Member of Chartered Institute Of Procurement and Supply (MCIPS) সম্পন্ন করেছেন।

প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির জন্য এলজিইডির প্রায় ১৩৫ জন কর্মকর্তা ব্রাজিল, পর্তুগাল, লাটভিয়া, ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মরিশাস, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং ই-জিপি System এর বিভিন্ন কেইস স্টাডি, নতুন নতুন সেবা, ইত্যাদি পরিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে চলেছেন।

অবকাঠামোগত অগ্রগতি

ই-জিপির আওতায় অফিসসমূহ সদর দপ্তর (প্রকল্প অফিসসহ), বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং এলজিইডির প্রকল্পের আওতায় কাজ বাস্তবায়নকারী পৌরসভার ক্রয়কারীসহ মোট ১১৬৪টি অফিসকে ই-জিপির আওতায় আনা হয়েছে।

এলজিইডি ই-জিপি হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠা ই-জিপি এর মাধ্যমে এলজিইডির ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা (Troubleshooting) দ্রুত নিরসনে সহায়তাকারী এলজিইডি ই-জিপি হেল্প ডেস্ক এ দায়িত্বপালনকারী (সিপিটিইউ কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক) পরামর্শকবৃন্দের জন্য এলজিইডিতে পর্যাপ্ত Office Space ও অন্যান্য Logistic সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল ট্রেনিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা সদর দপ্তর পর্যায়ে ২টি এবং অঞ্চল পর্যায়ে ২০টি এবং জামালপুর ও মৌলভীবাজার জেলাসহ সাকুল্যে ২২টি ইজিপি ল্যাব প্রস্তুত করা হয়েছে।

সকল ই-জিপি ল্যাবের জন্য ১টি ল্যাপটপ, ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রজেক্টর, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও জেনারেটরসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১টি On-line UPS ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ই-জিপি ল্যাব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কার (Renovation Works) করা হয়েছে।

সম্পদ সরবরাহ

এলজিইডির ই-জিপির আওতাধীন সকল পর্যায়ের অফিসসমূহে ই-জিপিতে ক্রয় বাস্তবায়বানের সহায়তা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ৮০৮টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাস্তবায়নকারী এলজিইডির আওতাধীন প্রতিটি অফিসে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও একটি উন্নতমানের Scanner Machine সরবরাহ করা হয়েছে।

ইন্টারনেট সুবিধাদি

ই-জিপি ল্যাবগুলোতে ইন্টারনেট সুবিধাদির সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

Procurement, Inventory এবং মানব সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য proinfo.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আপডেটের কাজ চলছে।

ই-জিপি সম্প্রসারণে সিপিটিইউ'র Co-Implementing Agency হিসেবে দায়িত্ব পালন

ই-জিপি সম্প্রসারণ ও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার নিবিড় তদারকি, সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ওগঊউ'র আওতায় উওগঅচচচ (ডিজিটাইজিং ইমপিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট) নামে একটি প্রকল্প ২০১৭-২০২২ সময়কালে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। তদানুযায়ী সিপিটিইউ এবং এলজিইডি'র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (গবসড়ৎধহফঁস ড়ভ টহফবৎংঃধহফরহম, গঙট) বিগত ৪ঠা জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটির একটি বড় উপাদান হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহে ই-জিপি বাস্তবায়ন। ৫ বছর ব্যাপী নতুন প্রকল্পটির মাধ্যমে অন্তত ১৩০০ টি ক্রয়কারি দপ্তরে ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হবে যার মধ্যে ৮৮৮টি দপ্তরে ই-জিপি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে এলজিইডি। এলজিইডির মাধ্যমে আরো পেশাদারী দৃষ্টি-ভংগিতে ই-জিপি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ এবং ৯টি সিটি কর্পোরেশন কে (ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিন সিটিকর্পোরেশন বাদে) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই প্রজেক্ট এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহে ই-জিপি বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি মোট ২২ টি ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার বা ই-জিপি ল্যাব প্রস্তুত করছে। এলজিইডির ২০ টি আঞ্চলিক অফিস ছাড়াও আরও ২ টি জেলায় (মৌলভীবাজার ও জামালপুর) এই সেন্টার গুলো অবস্থিত। প্রতিটি ই-জিপি রিসোর্স সেন্টারে ১টি ল্যাপটপ, ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার) সহ প্রজেক্টর, অত্যাধুনিক ওহঃবৎধপঃরাব ইড়ধৎফ, সাউন্ড সিষ্টেম, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সার্বক্ষনিক জেনারেটর ও ঙহ-ষরহব টচঝ, দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা, ইত্যাদি সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যদের দ্বারা পরিচালনা করা হবে। এজন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষক পুল (Trainer Pool) কে পূনর্গঠন/সম্প্রসারন করা হয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক ফার্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এই বিশাল সংখ্যক অফিসে ই-জিপি বাস্তবায়ন একটি চ্যালেঞ্জ হবে বলে সবাই মনে করছে। তবে এলজিইডির ই-জিপি বাস্তবায়নে অতীত সাফল্যের হার এবং দাতা সংস্থাদের সাথে কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আশা করা যায়।

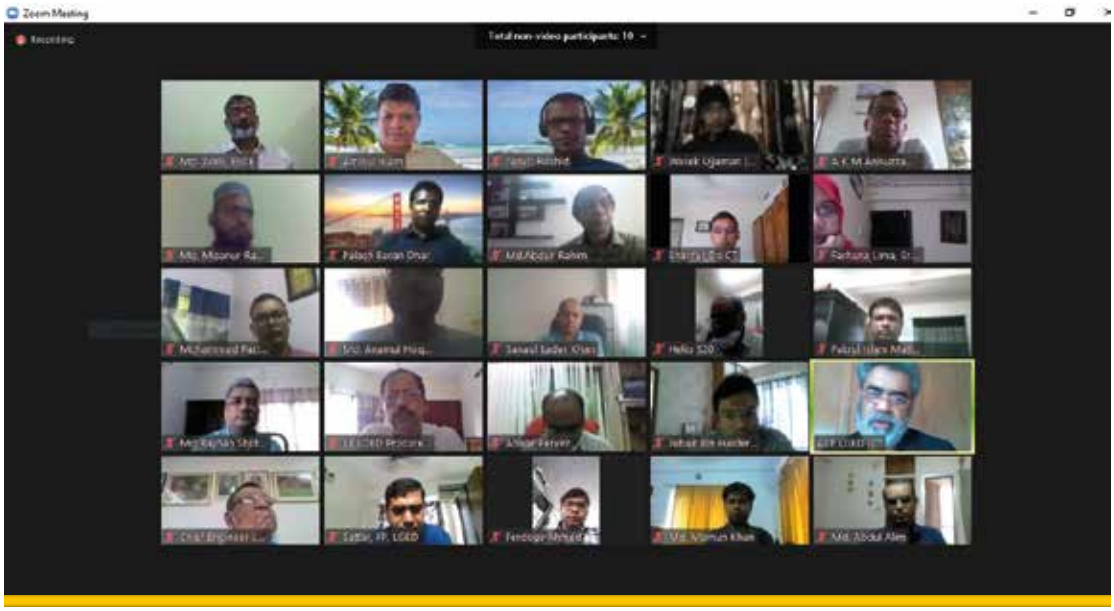

প্রশিক্ষণ ইউনিট

কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। কর্মীর উন্নত দক্ষতা কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ অনুধাবন থেকেই এলজিইডি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। তৎকালীন ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড শুরু হলেও ১৯৮৪ সালে এলজিইবি প্রতিষ্ঠার পর তা আরও নিবিড় হয়।

১৯৮৪ সালে ঢাকা সদর দপ্তরে ১টি ও ৯টি জেলায় ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় প্রথমে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) এবং পরবর্তীতে ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) এর মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ সে সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। সেতু নির্মাণ, পরিকল্পনা, গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে একই প্রকল্পের আওতায় আরও ৬ জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সাল পরবর্তী সময়ে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২১ (আরডিপি-২১) থেকে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা হতো। বর্তমানে ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট ও অঞ্চল পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এলইজডির সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত করছে।

প্রকল্প সহায়তায় চালু হলেও প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদর দপ্তরে ৪ জন এবং ১০টি অঞ্চলে ১০ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলীর (নির্বাহী প্রকৌশলী) পদ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়।

একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানবসম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার), ৪ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী) এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (অঞ্চল) এর তত্ত্বাবধানে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনার জন্য বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোর্সের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। এলজিইডির কর্মকর্তা- কর্মচারীদের পাশপাশি উপকারভোগীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুস্থ নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

এলজিইডি দেশের বিদ্যমান অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গেও যৌথভাবে বিশেষ কোর্স বাস্তবায়ন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কুমিল্লা-বার্ড), পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ-বগুড়া), বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) ইত্যাদি। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ এলজিইডির আমন্ত্রণে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ওপর একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি ৮টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে বহুমুখী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে উন্নীত করার সুপারিশ করে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আলাদা কেন্দ্র গঠন করার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের চাহিদা মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহায়তায় একই বিষয়ের ওপর একটি চাহিদা মূল্যায়নে সমীক্ষা করা হয়েছিল।

মানবসম্পদ উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একদিকে যেমন এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করছে, অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্ব ও ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ৪,৫৫২টি ব্যাচে ১৭০টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে ১,৮২,৯২০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে ৩,১৮,৬৪৭ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৭৮,৪১৮ জন পুরুষ এবং ১,০৪,৫০২ জন নারী।

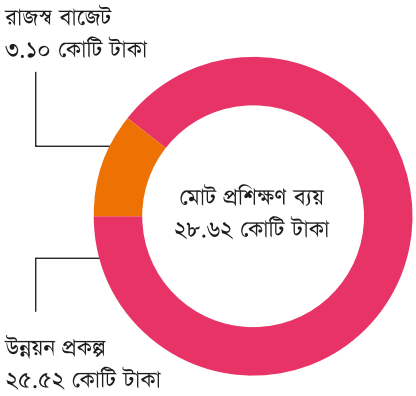

চিত্র ৬.১৪ : রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

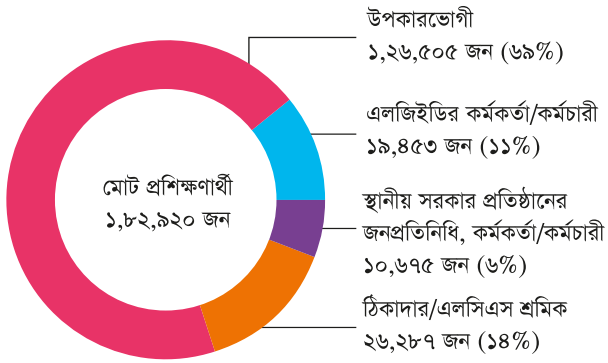

চিত্র ৬.১৫: ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫৪টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ২৪টি সেমিনার/কর্মশালায় এলজিইডির মোট ৩৩৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

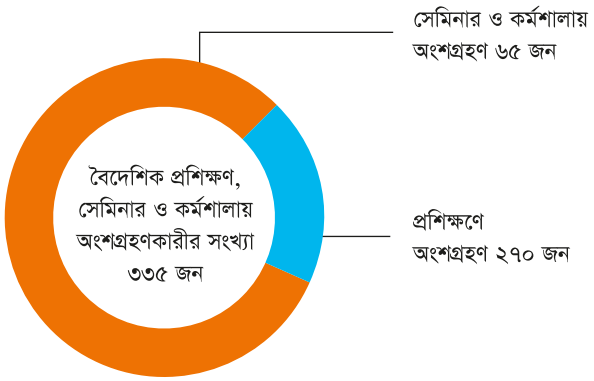

চিত্র- ৬.১৬ : বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

ডিজাইন ইউনিট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) এর আর্থিক সহায়তায় বুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের মাধ্যমে মাটির কাজের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছিল। মাটির রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন খাল এবং মজাপুকুরের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হতো।

১৯৮৯ সালে সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (নোরাড) এর আর্থিক সহায়তায় রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) এর অন্তর্গত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-আইডিপি (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪) এর আওতায় রোড স্ট্রাকচার ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এই ম্যানুয়ালে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন স্প্যানের সেতু ও কালভার্টের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণে এসব ডিজাইন অনুসরণ করা হতো।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এসব জেলায় ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিট। এসব ইউনিটের পরামর্শক প্রকৌশলীদের সহায়তায় সড়ক, সেতু, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। ফরিদপুরে আরইএসপি সদর দপ্তরে ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৯৯০ সালে দ্বিতীয় রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি-২) এর কার্যক্রম শুরু হলে এতে আইডিপির পাশাপাশি ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) সংযোজিত হয়। আইএসপির আওতায় তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তর ঢাকায় একটি ডিজাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিটে নিয়োজিত পরামর্শক প্রকৌশলী কর্তৃক আইডিপিভুক্ত ছয় জেলার বাইরে অবশিষ্ট জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সেতু, ভবন– বিশেষ করে এলজিইডির জেলা কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, সি-শ্রেণির পৌরভবন ইত্যাদির কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত অবকাঠামোর জন্য প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষা করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প চালু হলে এর অবকাঠামোর ডিজাইনও আইএসপির পরামর্শক প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা হতো।

এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণীত হতো।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষণ, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প, যেখানে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল না সেসব প্রকল্পের অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন এবং অনান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়নে সহযোগিতা করার অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকে এলজিইডিতে একটি স্বতন্ত্র ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাস্তবতায় ২০০৮ সালে ছোট পরিসরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সালে ডিজাইন ইউনিটে এলজিইডির নিজস্ব জনবল দ্বারা ব্যক্তি পরামর্শক ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কাজ শুরু হয়। একই সঙ্গে পরামর্শকবৃন্দের পাশাপাশি ডিজাইন ইউনিটের নিজস্ব জনবল দ্বারা ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। ২০১৪ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডিজাইনাররা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়াই ৬৫ মিটার স্বতন্ত্র স্প্যানের বাল্ব টি গার্ডার সেতু, ৬৫ মিটারের অধিক স্বতন্ত্র স্প্যানের পিসি বক্স গার্ডার সেতু এবং ৩৬ মিটার আরসিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৫০ মিটার আর্চ সেতু, ১৫ মিটার আরসিসি স্লাব সেতু, ২৪ মিটার পর্যন্ত আরসিসি গার্ডার সেতু এবং ভেরিয়েবল ডেপথ এর গার্ডার সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করে আসছে। বর্তমানে এলজিইডি ১,৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছে।

শুধু সেতু নয় সড়ক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও এলজিইডির অগ্রযাত্রা অসামান্য। আশির দশকে আধা-পাকা প্রাইমারি স্কুলের ডিজাইন দিয়ে শুরু করা এলজিইডি বর্তমানে নিজস্ব জনবল দ্বারা বহুতল প্রাইমারি স্কুল, পিটিআই ভবন, উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ১৫০০ সিটের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অডিটোরিয়াম, বহুমুখী বাণিজ্যিক ভবন, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরিসহ বহুমাত্রিক আধুনিক ভবনের ডিজাইন প্রণয়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সকল ধরনের সড়ক এখন ডিজাইন করে এলজিইডি।

তীস্তা, ধরলা, মধুমতি, শীতলক্ষ্যা, আড়িঁয়াল খাঁ, মেঘনার মত বড়, গভীর এবং খরস্রোতা নদীতে এলজিইডি ইতিমধ্যে সেতু নির্মাণ করেছে। ৬০ মিটারের অধিক দৈর্ঘের এবং ১৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাসের পাইল স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, এসব নদীতে। ছোট ব্রীজ দিয়ে শুরু করা এলজিইডির নিজস্ব জনবলের দ্বারা ডিজাইনকৃত সেতুর পাইল নির্মাণে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে Burge Mounted Arrangement, Coffer Dam, Floating Coffer Dam, Heavy Staging.

এলজিইডির ডিজাইন ইউনিটে ১২টি হাই কনফিগারড কম্পিউটার সহ ৮০টি কম্পিউটার, আধুনিক প্লিন্টার, প্লটার, স্কানার ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজাইন প্রণয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে লাইসেন্সকৃত MIDAS CIVIL, ETABS, SAP, SAFE, CSI BRIGE, STAAD Pro. এর মত বিশ্বমানের ডিজাইন Software.

বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে সেতু এবং সড়ক ও ভবন- এই দুই শাখায় দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডিজাইন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই ইউনিটে রয়েছে ৬ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৩ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও ৪ জন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ১৩ জন প্রকৌশলী, বেশ কয়েকজন নকশকার, শিক্ষানবিশ ডিজাইনার এবং বিভিন্ন প্রকল্পের স্বতন্ত্র পরামর্শক।

ডিজাইন ইউনিট সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ

- সেতু, ফ্লাইওভার, কালভার্ট, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পার্ক, ল্যান্ড স্কেপিং, স্লোপ প্রটেকশন, পৌরভবন ইত্যাদির স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন পর্যালোচনা
- স্থাপত্য ও ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ
- মাঠপর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান
- এলজিইডির প্রকৌশলীদের ডিজাইন, ড্রইং ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- ডিজাইন ইউনিট এ কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন
- আরসিসি ও পিসি গার্ডার সেতুর ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন; সেতু, সড়ক ও ভবনের ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এবং দরতালিকা ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা
- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অর্জন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিভিন্ন ধরনের মোট ৭৩১টি অবকাঠামোর ডিজাইন ও নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করে। অবকাঠামোর সম্পাদিত ডিজাইনের বিস্তারিত তথ্য নিচে চিত্র-৬.১৭ এ তুলে ধরা হলো:

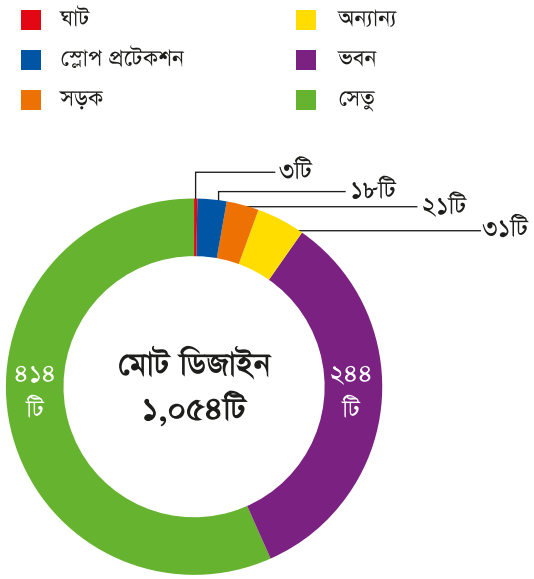

চিত্র- ৬.১৭: ডিজাইন প্রণয়নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অর্জন

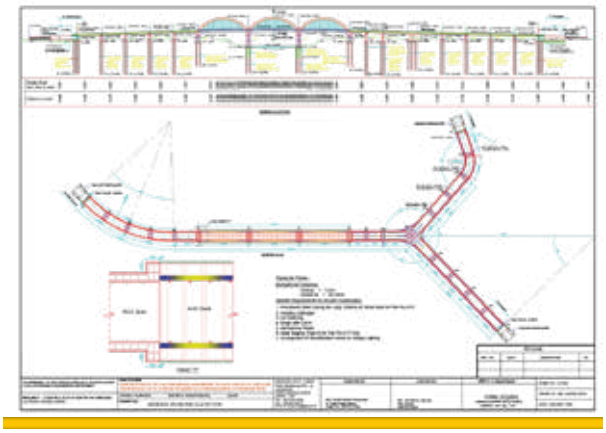

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট

যেহেতু নির্মাণ কাজকে শিল্প বলে আখ্যায়িত করা হয় সেহেতু এর লক্ষ্য থাকে গুণগত উৎকর্ষ অর্জন। কোনো সামগ্রী অথবা সেবা যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং তা যথাযথ ব্যবহার উপযোগী কিনা, তা নিশ্চিত করাকেই গুণগত মান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাপকাঠি বজায় রাখতে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। এসব পরীক্ষাগারের মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের গুণগত মান নির্ণয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।

নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচির (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) আওতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইডি ফরিদপুরে প্রথম মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প– আইডিপি: ১৯৮৫-৯০) এর আওতায় ঢাকা ও প্রকল্পভুক্ত ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম-এ চার জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়।

পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রকল্পের (ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট– আইএসপি: ১৯৯০-৯৬) আওতায় ঢাকায় সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫৯ জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এসব ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের নিরিখে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ছাড়াও ৬৪টি জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল দিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২০০৩ সালে প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত একজন সহকারী প্রকৌশলীকে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানরাও এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। এর ফলে এই ইউনিটটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাপান উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (জাইকা) এর সহযোগিতায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) সেটআপ প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট থেকে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাননিয়ন্ত্রণ) এর নেতৃত্বে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১২ জন জনবল ও উন্নয়ন প্রকল্পের ২৫ জন সহ মোট ৩৭ জন জনবল দ্বারা এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সুবিধাদি

এলজিইডির জেলা ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ল্যাবরেটরিতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডির কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন লোড ডিভাইসের ক্যালিব্রেশনের ব্যবস্থা আছে। এলজিইডি ল্যাবরেটরিতে যেসব পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- মার্শাল মিক্সড ডিজাইন
- স্ট্যাবিলিটি ডিটারমিনেশন অব বিটুমিনাস স্যাম্পল
- এক্সস্ট্রাকশন টেস্ট অব বিটুমিনাস কার্পেটিং
- রোটারী হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ ব্যবহার করে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
- মাটির আনকনফাইন্ড কমপ্রেশন টেষ্ট
- মাটির কনসলিডেশন টেষ্ট
- মাটির ডিরেক্ট শিয়ার টেষ্ট
- কোন পেনিট্রেশন টেষ্ট (সিপিটি)
- স্টিলের টেনসাইল স্ট্রেংথ ও ইলংগেশন টেষ্ট
- কংক্রিট মিক্স ডিজাইন ও কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেষ্ট

বিশেষায়িত পরীক্ষা

নির্মাণ সামগ্রীর যেসব পরীক্ষার সুবিধা এলজিইডির ল্যাবরেটরিতে নেই সেসব পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি

কেন্দ্রীয় ও জেলা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতিবছর উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মোট ১৩০ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা আয় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ ও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিটের আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রকৌশলীগণ এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংগৃহীত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরিগুলোতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে:

- কংক্রিট মিনি মিক্সার মেশিন
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালান্স
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
- ডায়নামিক কোন পেনিট্রোমিটার (ডিসিপি)
- লস এঞ্জেলস এ্যাবরেশন (এলএএ) মেশিন
- ল্যাবরেটরি ও অভেন
- রিবাউন্ড হ্যামার
- ভাইব্রেটিং রেমার
- মর্টার মিক্সার মেশিন
- কোর ড্রিল মেশিন

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

বাংলাদেশ আজ নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং উন্নত জীবনযাপনের আশায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহর অভিমুখী হওয়ায় শহরের ও নগরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। একই সাথে নগরগুলোতে দেখা যায় অপর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নগর স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতা, নগর দারিদ্র্য ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত শহরগুলো। এই বাস্তবতায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর পর্যায়ে প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অতঃপর দেশের মাঝারি শহরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এসটিআইডিপি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে আরও ব্যাপকভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) শিরোনামে একটি প্রকল্প ২০০০ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডিতে 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদমর্যাদার একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এমএসইউ এর কার্যক্রম ৬টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সার্পোট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মূলত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টস, ট্রেড লাইসেন্স এবং অবকাঠামোর ইনভেন্টরি ও পানির বিল কম্পিউটারাইজেশন– এই ৫টি বিষয়ে এমএসপিভুক্ত ১৭টি সহ মোট ১৫০টি পৌরসভায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই সহায়তার আওতায় বর্ণিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে অবকাঠামো ইনভেন্টরি বাদে বাকি ৪টি কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি) আওতায় 'আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট' (ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং একই কার্যক্রম আরও ৪টি রিজিওয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে এমএসইউ এর পরিচালক ইউএমএসইউ এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইউএমএসইউ এর আওতায় ৩৩টি পৌরসভায় কম্পিউটারাইজেশন সেবা সম্প্রসারণ করা হয়। এদিকে ২০০২ সালে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডির পূর্ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরসভার 'ন্যাশনাল ডাটাবেজ' হালনাগাদ কাজে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরগুলো উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় অপার সম্ভাবনার উৎস। সে কারণে নগরে বসবাসরত নাগরিকদের আবাসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে। উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি নগর সেক্টরে বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদে মোট ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

এলজিইডি বাংলাদেশের ২৫৫টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং ১৭টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষের দিকে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাসহ) এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি পৌরসভা ও ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও পৌরবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোনো অংশ অথবা বিষয়ের ওপর এলাকাবাসীর মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য নূন্যতম এক মাস গণশুনানির পর সকলের মতামতের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পৌরপরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে সম্পন্নকৃত মহাপরিকল্পনাগুলো পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালে টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ এ গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মহাপরিকল্পনাগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট এসব মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করে।

নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (ইউজিআইআইপি-৩) এর আওতায় দেশের ৩৬টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় ১৮টি পৌরসভা, উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি) এর আওতায় ১০টি পৌরসভা এবং সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর আওতায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি) এর মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত ২২টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১১টি অর্থাৎ সর্বমোট ৩৩টি পৌরসভায় ইউজিএআইপি বাস্তবায়ন করা হয়।

পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

দক্ষতা উন্নয়ন

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পূর্বোল্লেখিত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় গঠিত এমএসইউ এবং প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর আওতায় গঠিত মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেড লাইসেন্স ও ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পৌরসভার আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নাগরিক অংশগ্রহণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম।

এছাড়া হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট ও ওয়াটার বিলিং ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত অফলাইন সফটওয়্যারকে নতুনভাবে একটি অনলাইন ওয়েব বেজড অ্যাপিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অ্যাপিকেশনের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন এর মোবাইল অ্যাপস, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপস, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপস, ইউজার ম্যানেজমেন্ট ও অডিট ট্রায়েল, হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, মুভেবেল এ্যাসেস্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার বিলিং (ডায়ামিটার ও মিটার) এর মোবাইল অ্যাপস এবং নন মোটোরাইজড ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাপনা করা যাবে এবং অনলাইন ওয়েব বেজড অ্যাপিকেশন ৪টি পৌরসভায় পাইলটিং অবস্থায় চলমান আছে।

১০টি অঞ্চলের মাধ্যমে দেশের সকল পৌরসভা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে এ কার্যক্রম চলছে। এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন) ও পরিচালক (এমএসইউ) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০টি অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার উপ-পরিচালকগণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন। অঞ্চলগুলো হচ্ছে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ।

এদিকে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্নকৃত টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ এই পাঁচটি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা মেয়র, কাউন্সিলার ও পৌর প্রকৌশলীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪৭৫টি ব্যাচে সর্বমোট ১৪,০০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডি সদর দপ্তর ও ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১০,২৮৮ জন পুরুষ ও ৩,৭১৮ জন নারী।

এটুআই কার্যক্রম

দেশের সকল পৌরসভার তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (পিআইএসি) এবং নগর তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (টিআইএসসি) স্থাপন করার লক্ষ্যে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত এটুআই কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় গঠিত ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট পৌরসভাসমূহে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ডাটাবেজ তৈরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা , দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েবপোর্টাল অপারেশনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এলজিইডির ১০টি আঞ্চলিক অফিসের

মাধ্যমে পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে ৯৭টি পৌরসভার প্রকৌশলী, কম্পিউটার অপারেটরদের ই-জিপি এবং ১১৭টি পৌরসভার প্রকৌশলী ও সচিবদের কার্যচুক্তি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর ১০টি ব্যাচে ৫১টি পৌরসভা, পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ওপর ২টি ব্যাচে ১০টি পৌরসভা এবং পৌরসভা সড়ক উন্নয়ন বিষয়ের ওপর ৩টি ব্যাচে ১৫টি পৌরসভার জনপ্রতিনিধি তথা মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌর প্রকৌশলীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ থেকে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০টি রোড রোলার (৯-১২ টন) ক্রয় করে ৪০টি পৌরসভায় সরবারাহ করা হয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট গঠন করা হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির পানি সম্পদ সেক্টর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগে সহায়তা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণের পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য।

এই ইউনিটের অধীনে দুটি শাখা রয়েছে, যার একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখা এবং অন্যটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা। উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নের বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করা পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখার কাজ। অন্যদিকে বাস্তবায়নের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক এবং সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার কাজ।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই, মাঠপর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্পের অন্তর্গত অবকাঠামোর নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে সকল পক্ষ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর পাবসস এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এলজিইডি যৌথভাবে একবছর উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এরপর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লিজ চুক্তির মাধ্যমে পাবসস এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪টি ধাপ ও ৩৬ থেকে ৩৮টি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং ১০ থেকে ১২টি শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮-৩০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরের পর নির্মিত পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে (জরুরি, নিয়মিত ও সময়ান্তর) প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়ত দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এমআইএস অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা। এমআইএস এ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উপ-প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ

এলজিইড ১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১,১১৮টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত এসব উপ-প্রকল্পের সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) অবকাঠামো রাজস্ব বাজেটের মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত সবগুলো উপ-প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) কাছে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। পাবসস উপকারভোগীদের কাছ থেকে মাসিক সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জরুরি ও সময়ান্তর বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) কাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পাবসসের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৮ জেলায় ১৭২টি উপ-প্রকল্পের ৩১৮টি স্কিম রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এ খাতে মোট ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে শতকরা ৯৯.৬৯ ভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এই ইউনিটের আওতায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জাইকা) শীর্ষক ২টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প ২টির মাধ্যমে ১৯৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/ পুনর্বাসন/ কার্যকারিতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া একই অর্থবছর থেকে ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশের পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অধ্যায়-০৭

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭৪
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ৭৪
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭৫
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ৭৫
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ৭৫
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৭৬
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর ৭৬
ভূমি মন্ত্রণালয় ৭৬
শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৭৬
কৃষি মন্ত্রণালয় ৭৭
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ৭৭
বারটান ৭৭
ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র ৭৮
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭৮
ডায়াবেটিস হাসপাতাল ৭৮
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৭৯
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ ৭৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭৯
জয়িতা ৭৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন ৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) ৮০

এলজিইডি নিজস্ব কাজ বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে; এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো-

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। আর এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি৪) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শিরোনামে আরও দুটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান। এলজিইডি এসব কাজ বাস্তবায়ন করছে।

সকল শিশুর জন্য গুণগত ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে এসব কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এসব কর্মসূচি ও প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ, যার আওতায় চর, দীপাঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ দুর্গম ও শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ সারা দেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৯৯০ সাল হতে এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদরের (ডিপিই) সঙ্গে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি" এর অন্যান্য উপাঙ্গের মধ্যে চাহিদা ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মার্ণ" উপাঙ্গের সকল ভৌত কাজ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি।

শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠু ও মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিইআইএমইউ) স্থাপন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডি'র নিবাহী প্রকৌশলী, ২০ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অধীন ২০ জন নিবাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। এছাড়া প্রতিটি বিভাগে কর্মরত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণও মাঠ পর্যায়ে চলমান কাজের সার্বিক সমন্বয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলায় স্থাপিত এলজিইডি'র আধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীর গুনগত মান পরীক্ষা করা হয়।

এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ডিপিই, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিক উপজেলা শিক্ষা কমিটি সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১২,৫০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কক্ষ নির্মাণ এবং ২০০টি বিদ্যালয় মেরামত, ২৫টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ২৬টি ইউআরসি সম্প্রসারণ/মেরামত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি এ পর্যন্ত বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২২টি ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১০টি অর্থাৎ মোট ৩২টি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় "মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প" হাতে নিয়েছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যার মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত, এর আওতায় ৬৪টি জেলার মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি বিজড়িত ৩৬০টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হবে। নির্মিত অবকাঠামোর সঙ্গে ওই স্থানের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হবে। ইতোমধ্যে ২৩৯টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮০টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৪৪টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ কাজ চলমান। গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫২টি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ/জাদুঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে, এর মধ্যে এলজিইডি কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২১ (১ম সংশোধিত) পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন ৫ম তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট, তবে ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। তিন প্রকারের ডিজাইন (এ, বি ও সি) আছে, প্রাপ্ত জমির আকার অনুযায়ী ডিজাইন টাইপ নির্ধারিত হয়; যেমন- জমির আকার ৫০'-০" X ৭০'-০" হলে টাইপ-এ, ৪০'-০" X ৮০'-০" হলে টাইপ-বি এবং ৪০'-০" X ৪৬'-০" হলে টাইপ-সি।

ভবনের নীচ তলা এবং ২য় তলা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য দোকান (প্রতি তলায় ছয়টি করে মোট বারটি) হবে; ৩য় তলায় সামাজিক ব্যবহারের জন্য হল রুম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস ও লাইব্রেরি কাম মিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হবে। ৪র্থ তলা/ছাদ সামাজিক ব্যবহারের জন্য একটি সামনে-পাশে খোলা রুম তার সামনে উন্মুক্ত ছাদ, এখানে খোলা জায়গায় সামাজিক অনুষ্ঠান করা সুযোগ থাকবে। দোকান, হল রুম ও ছাদ সবই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হবে, যা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব আয় হিসাবে বিবেচিত হবে, সরকারি নীতিমালার আলোকে এই অর্থ কমপেক্স ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হবে, উল্লেখ্য ভবনটি পরিচালনার জন্য গঠিত উপজেলা কমিটির আহবায়ক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সদস্য সচিব উপজেলা প্রকৌশলী।

ইতোমধ্যে ৪৭০টি উপজেলায় কমপেক্স নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৮১টি ভবন নির্মাণ শেষ করা হয়েছে এবং ৩২টির নির্মাণ কাজ চলমান। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর আওতাধীন কার্যক্রম বর্তমানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ । জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) চূড়ান্ত করা হয় । উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম এই ধরণের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে । ইঈঈঝঅচ ২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (CCTF) গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে গঠন করা হয়েছে । জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

বিগত ২০১৫ সাল থেকে ইঈঈঞ এর সহায়তায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকৌশল অধিদপ্তর (খএঊউ) এর আয়ত্তাধীন ৬১টি প্রকল্প দেশের ১৮টি জেলায়ে গৃহীত হয় যার প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭,২৬৮ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে ২২টি প্রকল্পের কাজ বর্তমানে বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে । ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ফ্ল্যাশ ফ্লাডে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, সেতু, ড্রেন সংস্কার, নির্মাণ, পুনর্বাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, বাঁধ কাম সড়কের স্লোপ প্রটেকশন, দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নমূলক এই প্রকল্প সমূহ ঈঈঞঋ এর সহায়তায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার সুফল দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের জনগণ ইতোমধ্যে ভোগ করছে ।

ভূমি মন্ত্রণালয়

শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ও জনসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় "সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ" প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো-শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই, আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত উন্নত সেবা প্রদান এবং ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত ভৌত সুবিধাদি প্রদান করা। একই সঙ্গে ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত জনবলের পেশাগত ও আইটি সংক্রান্ত

প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। পার্বত্য তিনটি জেলা বাদে দেশের অন্য ৬১ জেলার মহানগর, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে সারা দেশে ৪৭৬৬টি মহানগর/পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে ৩,১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে ৯৯৮টি (সমতলে ৮৯৮টি ও হাওর/উপকুলীয় এলকায় ১০০টি) ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। সমতল এলাকার জন্য দুইতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০৬৮ বর্গফুটের একতলা ভবন, হাওড়/উপকুলীয় এলাকার জন্য তিনতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট

১৩০৭ বর্গফুটের দুইতলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে জুলাই ২০১৬ এবং জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। জুন/২০২০ইং পর্যন্ত ৩৪৫টি ভূমি অফিসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অগ্রগতি ৫০%।

কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এডাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং একাডেমির সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় যেসব ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হবে তার মধ্যে রয়েছে-ডিজি বাংলো, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ডরমিটরী, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন, মেডিকেল সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার, গেষ্ট হাউজ, অফিসার্স ডরমিটরী ভবন, সড়ক ও ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ এবং পুরনো ভবন মেরামত। এলজিইডি এসব অবকাঠামো নির্মাণ করছে। প্রকল্পটি ১ অক্টোবর ২০১৫ এ শুরু হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা ৯০ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বারটান

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব) জনগণের পুষ্টি অবস্থা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সাল থেকে কাজ করছে। এর অন্যতম দায়িত্ব খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন এ সংস্থাটির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার "বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন- ২০১২" পাশ করে। একই সঙ্গে বারটান এর প্রধান কার্যালয় ও ৭টি বিভাগের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও বিভাগীয় আঞ্চলিককেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এলজিইডিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় বারটান এর প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, নেত্রকোণা এবং ঝিনাইদহ জেলায় অবশিষ্ট ৭টি বিভাগের আঞ্চলিককেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ এ শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা ৯৩ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে রয়েছে কৃষির নিবিড় সম্পর্ক। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের উন্নত সেবা বিশেষত প্রশিক্ষণ, কৃষি সংশ্লিষ্ট আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতিকরণ, কৃষি সম্পর্কিত সমস্যার দ্রুত সমাধান ও পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১টি জেলার ও ২৪টি উপজেলায় চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট তিনতলা ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ এ শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত শতকরা ৯০ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডায়াবেটিস হাসপাতাল

বাংলাদেশের প্রায় পৌনে এক কোটি মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। বিশ্বে প্রতিবছর ৩ লক্ষাধিক ডায়াবেটিস রোগী শনাক্ত হচ্ছে। এদেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ডায়াবেটিক ঝুঁকিতে রয়েছে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর হার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি।

এ বাস্তবতায় দেশের ডায়াবেটিক সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দেশের ৮টি জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে। এই নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং সমিতি ৩০-২০ ভাগ অর্থায়ন করছে। ডায়াবেটিস সমিতিগুলো কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ দুস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র

রোগীর মধ্যে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস চিকিৎসা দেবে।

এলজিইডি সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নীলফামারী, লক্ষীপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, মাগুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা এবং সুনামগঞ্জ জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ করছে। ভবনগুলো ৬-তলা থেকে ৯-তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এবং নির্মাণ কাজ ৩-তলা থেকে ৭-তলা পর্যন্ত । ইতোমধ্যে নীলফামারী, লক্ষীপুর, জামালপুর ও নেত্রকোণা জেলার কাজ শেষ হয়েছে এবং মাগুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা এবং সুনামগঞ্জ জেলার নির্মাণ কাজ চলছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। নদী পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হলেও সড়ক পথে নদী একটি বড় বাধা। সড়ক পথে নদীর এই বাধার বড় প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের যোগাযোগের ক্ষেত্রে। এই বাধা অতিক্রমের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ "পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের" কাজ শুরু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় পূণর্বাসন অঙ্গের কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (ইইঅ) সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (খএঊউ) একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি ৮টি এ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় ৬টি সড়ক এবং শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় ২টি সড়ক। ২০১৯-২০২০ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ জেলার ৬টি সড়কের কাজ ১০০% এবং শরিয়তপুর জেলার ২টি সড়কের কাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত ৮০% ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ইং অর্থ বছরে শুরু হয়েছে যা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে শেষ হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জয়িতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কৃর্তক বাস্তবায়নাধীন "নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবান)" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান জেলা শহরে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন, দৈনন্দিন চাহিদার আলোকে সামগ্রী সংগ্রহ ও বিপণন এবং বাজারজাতকরণে নারী উদ্যোক্তাবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এদিকে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা- কালীগঞ্জ)" শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় কালীগঞ্জ উপজেলা শহরে নারীদের সঞ্চয়ী

মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসার পুঁজি ও বিনিয়োগ সৃষ্টি, নারী বান্ধব পরিবেশ, নারী উদ্যোক্তা বান্ধব অবকাঠামোর উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মার্কেটের মধ্যবর্তী স্থান ও সম্মুখভাগের সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করা হচ্ছে। এলজিইডি এই কাজ বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ কাজ শেষ হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত বান্দরবানে শতকরা ৯৫ ভাগ এবং গাজীপুরে শতকরা ৬৫ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন

স্থানীয় জনগণের কাছে শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চেতনা প্রচার, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকার দেশের ১১টি জেলার ১১টি উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করছে। পর্যাক্রমে অবশিষ্ট জেলাগুলোতেও তা বাস্তবায়ন করা হবে। এর আওতায় গ্যালারিসহ মুক্তমঞ্চ ও একটি ১-তলা প্রশিক্ষণ কাম অফিস ভবন নির্মিত হচ্ছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ শেষ হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)

এ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে জিওবি ও এডিবির অর্থায়নে মোট ২২৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ৮৪.৩৮ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন এবং ২০৩৭.৮০ মিটার সেতু/কালভার্ট (৩৯টি বড় সেতু) নির্মাণ, নদীর পাড় সুরক্ষা কাজ এবং তিন পার্বত্য জেলায় ৩টি সম্প্রসারিত এলজিইডি অফিস বিল্ডিং নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মোট ৬৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৫৭টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে, যা আগামী জুন ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৮.৪০ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ৩০০ মিটার সেতু/কালভার্ট এবং ১৯০ মিটার নির্মাণ নদীর পাড় সুরক্ষা করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি শতকরা ভৌত ৯৬ ভাগ ও আর্থিক ৯৩ ভাগ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসছে। শিক্ষার্থীরা সহজে যাতায়াত করতে পারছে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে নিশ্চয়তা এসেছে। জনসাধারণের যাতায়াত ব্যয় ও সময় কমে এসেছে। প্রত্যন্তঅঞ্চল হতে মুমূর্ষ রোগী দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আসতে পারছে। পর্যটকদেরও যাতায়াত সহজ হয়েছে। সর্বোপরি দ্রুত ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান করা যাচ্ছে।

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার্যক্রম ৮২
পার্বত্য অঞ্চল ৮২
পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) ৮২
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) ৮২
তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৮৩
বরেন্দ্র অঞ্চল ৮৩
হাওর অঞ্চল ৮৪
অবকাঠামো উন্নয়ন ৮৪
ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) ৮৪
জলমহাল ব্যবস্থাপনা ৮৪
মাটির কিল্লা ৮৫
ডুবো সড়ক ৮৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ৮৬
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ৮৬
দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি ৮৭
ক্রাশ প্রোগ্রাম ৮৭
বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন ৮৮

জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলজিইডির জাতীয় গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলার জনগণ এবং বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জীবনমান উন্নয়ন, হাওর, পার্বত্য ও বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম। যুগপৎভাবে এলজিইডি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার্যক্রম

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগস্টে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় এসব রোহিঙ্গা আশ্রয় গ্রহণ করে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় "জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)" এবং এডিবির সহায়তায় "বাংলাদেশ: জরুরি সহায়তা প্রকল্প"। অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে প্রকল্পদুটি বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক সহায়তা প্রকল্পের এলজিইডি অংশের আওতায় রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ড্রেন ও ফুটপাতসহ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত এবং সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে হাটবাজার উন্নয়ন, সোলারবাতি স্থাপন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার, ত্রাণকার্য সংশ্লিষ্ট সেন্টার ও গুদামঘর নির্মাণ। একই সঙ্গে সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম সংযুক্ত রয়েছে।

এডিবির সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশে রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ও ক্যাম্পের সাথে সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ও খাবার বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ, পাহাড়ের পার্শ্বঢাল সুরক্ষা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মজবুত ও প্রশস্তকরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

পার্বত্য অঞ্চল

পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)

এ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে জিওবি ও এডিবির অর্থায়নে মোট ২২৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ৮৪.৩৮ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন এবং ২০৩৭.৮০ মিটার সেতু/কালভার্ট (৩৯টি বড় সেতু) নির্মাণ, নদীর পাড় সুরক্ষা কাজ এবং তিন পার্বত্য জেলায় ৩টি সম্প্রসারিত এলজিইডি অফিস বিল্ডিং নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মোট ৬৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৫৭টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে, যা আগামী জুন ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৮.৪০ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ৩০০ মিটার সেতু/কালভার্ট এবং ১৯০ মিটার নির্মাণ নদীর পাড় সুরক্ষা করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি শতকরা ভৌত ৯৬ ভাগ ও আর্থিক ৯৩ ভাগ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসছে। শিক্ষার্থীরা সহজে যাতায়াত করতে পারছে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে নিশ্চয়তা এসেছে। জনসাধারণের যাতায়াত ব্যয় ও সময় কমে এসেছে। প্রত্যন্তঅঞ্চল হতে মুমূর্ষ রোগী দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আসতে পারছে। পর্যটকদেরও যাতায়াত সহজ হয়েছে। সর্বোপরি দ্রুত ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান করা যাচ্ছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান অঞ্চলের দারিদ্র হ্রাস, পল্লি অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, পল্লী অর্থনীতিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন করে। প্রকল্পটি ৫ মে ২০১৫ সালে একনেকে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনসাধারনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা তথা দারিদ্র দূরীকরণে সহযোগিতা করা প্রকল্পটির আওতায় ৯৩.৭০ কি.মি. উপজেলা সড়ক, ৮৮.০৪ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক, ২৬.৯০ কি.মি. পল্লি সড়কও ২৭৪৮.৩০ মিটার সেতু এবং ৩৫৮.২০ মিটার কালভার্ট নির্মান করা হবে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০৮.৯৮ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ সালে সমাপ্ত হবে।

তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

একই সঙ্গে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্যঅঞ্চলের দারিদ্র হ্রাস, পল্লী অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, পল্লী অর্থনীতিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে। প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৮ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য- ২০১৭ সালের বন্যা ও অন্যান্য দূর্যোগে (ভূমিধ্বস, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি অঞ্চলের পল্লি সড়ক, সড়ক বাঁধ এবং সেতু-কালভার্ট পুনর্বাসনের মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলের পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সংরক্ষণ।

প্রকল্পটির আওতায় উপজেলা সড়কে সেতু নির্মাণ ৭৬৫ মিটার, ইউনিয়ন সড়েক সেতু নির্মাণ ১০৩৪ মিটার, গ্রাম সড়কে সেতু নির্মাণ ১২০ মিটার, উপজেলা সড়ক পুনর্বাসন ৭৭.৯৪ কি.মি., উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন ৮৯.০৯ কি.মি., ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসন ১০৯.৭০ কি.মি., ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন ৬৩.৪০ কি.মি., ইউনিয়ন সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন ২১.০০ কি.মি., সড়ক প্রতিরক্ষা কাজ ১৫০ কি.মি., উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ ৩১৬ মিটার, ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ ৪৩৮.০০ মিটার করা হবে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৪৯.১০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি জুন ২০২৩ সালে সমাপ্ত হবে।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি খরাপ্রবণ এলাকা। এ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানির সংকট প্রকট থাকায় একসময় এখানে একটি মাত্র ফসল হতো। মাটির গঠন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতার কারণে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিশেষ ধরনের গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকা অর্থাৎ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নঁওগা জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। এ বাস্তবতায় ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে এলজিইডি বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যমে উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এর আওতায় বরেন্দ্র এলাকার তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্প দুটির মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরেন্দ্র অঞ্চলে ২৫ টি বিদ্যমান উপ-প্রকল্পের কার্যারিতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ কার্যক্রম করা হয়েছে এবং ২৮ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত নতুন উপ-প্রকল্পগুলোর অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা, সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ডিজাইন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে উক্ত এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপশী কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে।

ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশের ওপর পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

হাওর অঞ্চল

মেঘনা অববাহিকার হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের ৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় ও অতিবর্ষণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়। এর ফলে জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। হাওরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি বিশেষ করে ধান ও মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশের যোগান আসে এই হাওর থেকে। কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণ এলাকার থেকে আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা। এলজিইডি হাওর এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে এলজিইডি বর্তমানে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি)।

এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, বন্যা থেকে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। প্রকল্পটি কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

হাওর অঞ্চলের জনসাধারনের দারিদ্র্য বিমোচনে গত জুলাই ২০১৪ থেকে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর সহযোগী হিসেবে ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ে, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় ক্যালিপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্যালিপের আওতায় গ্রামীণ সুরক্ষা দেওয়াল, ডুবো সড়ক ও কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ সড়ক, আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন, জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক ঢালের সুরক্ষায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব সুরক্ষা কাজে পরিবেশবান্ধব ভার্টিবার ও ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে। সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে ক্যালিপ।

পাশাপাশি কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য পেতে সহায়তার জন্য ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ক্যালিপ। এ কার্যক্রমের আওতায় আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ক্যালিপ। এলসিএস সদস্য বিশেষত দরিদ্র নারীদের সম্পৃক্ত করে সড়কে সবধরনের মাটির কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাওরে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। হাওরের পাঁচটি জেলা, যথা- কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর ১৩০টি জলমহালে এ কার্যক্রম চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে ১১৯টি জলমহাল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) গঠন করে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত গঠিত বিইউজির মোট সদস্য সংখ্যা ৪,১৯০ জন, যার মধ্যে নারী সদস্য ১,১৬৬ জন। বিল ইউজার গ্রুপ এ যাবৎ ১১৯টি জলমহালের ইজারা বাবদ প্রায় ৪,৭৩,৪৪,৯৩৬ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। উন্নয়ন সংযোগী সংস্থা জাইকার অর্থায়নে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৭৫টি বিল এবং ৮৫ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্পজীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১,১২৪ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিইউজি সদস্যরা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং মৎস্য আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। জলমহল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট প্রায় ৫২০ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা। মজুরি হিসেবে মৎস্যজীবীগণ প্রায় ২ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। লভ্যাংশ হিসেবে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলোতে খনন কাজ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন,

হিজল-করচ গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হচ্ছে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ১৫০টি বিলে অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা, ২১০ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন, বিল স্কিনিং, রিসোর্স ম্যাপিং, খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল অনুশীলনসহ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাটির কিল্লা

হাওর অঞ্চলে বোরো মৌসুমে প্রায় আগাম বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের কারণে এ অঞ্চলের মাটির রাস্তাগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত হলেও নৌযান চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। পরিবহন সমস্যার কারণে কৃষকেরা সহজে ক্ষেত থেকে ধান সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পাকা ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত একটি কার্যক্রম "ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)" এর আওতায় মাটির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

হাওরের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক স্থান (যেমন- খাসজমি অথবা কৃষকের স্বেচ্ছায়দানে জমি) সর্বোচ্চ বন্যাসীমার নিচ পর্যন্ত মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। কৃষকেরা এসব উঁচু স্থানে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও মজুদ করেন। পরবর্তীতে পানি বেড়ে নৌযান চলাচলের উপযোগী হলে উৎপাদিত ফসল সুবিধাজনক স্থানে পরিবহন করা হয়। নির্মিত এসব উঁচু স্থান কিল্লা নামে পরিচিত। নবনির্মিত কিল্লা হাওর অঞ্চলে ফসলের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে।

বর্ষাকালে কিল্লাগুলো পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠে। পানির নিচে ডুবে থাকায় বর্ষাকালে হাওরের ঢেউয়ে কিল্লার কোনো ক্ষতি হয় না। আশেপাশের ছোট ছোট উদ্ভিদ কিল্লাকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে। কিল্লাতে গরু ছাগলও রাখা যায়।

হিলিপ প্রকল্পের ক্যালিপ অংশ থেকে প্রথম হাওর অঞ্চলে ২০টি কিল্লা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ৮টি কিল্লা নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এরমধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় চারটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় দুটি, নেত্রকোণা জেলায় একটি এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় একটি কিল্লা নির্মাণ করা হয়েছে।

উঠতি ফসল সুরক্ষায় কিল্লার কার্যকারিতা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় কেবল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে নির্মিত বগির কিল্লায় ১২৫ মেট্রিক টন ধান সংরক্ষণ ও মাড়াই করা সম্ভব হয়েছে। কিল্লার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় হাওর অঞ্চলে নির্ধারিত ২০টি কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

ডুবো সড়ক

শুধু বসতভিটার উঁচু জায়গা ছাড়া হাওর অঞ্চল বছরের ছয়-সাত মাস পানিতে ডুবে থাকে। এ সময় চলাচল করতে হয় নৌকায়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন পানি থাকে না তখন সার্বিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জনজীবনে আসে স্থবিরতা। এতে করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এলজিইডি ডুবো সড়ক নির্মাণ করছে। এসব ডুবো সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

আরসিসি নির্মিত এসব ডুবো সড়ক হাওরের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ডুবো সড়ক ব্যবহার করে কৃষকরা হাওরের ধান ঘরে তুলছে পারছেন। খরচও আগের চেয়ে অনেক কমেছে, কমেছে ফসলের ক্ষতি।

ডুবো সড়ক হাওরবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এ পথ ধরে তাদের জীবন বদলে যেতে শুরু করেছে। হাওরের পানি সরে গেলেই এসব ডুবো সড়ক এনে দিচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি। ডুবো সড়ক শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর যোগাযোগের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সহজেই যেতে পারছেন দূরের বা কাছের গন্তব্যে। উপজেলা ও জেলা সদরে।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৪৩টি উপজেলার হাওর এলাকায় ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। হিলিপ ও এইচএফএমএলআইপি এর আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৪০ কিলোমিটারের মধ্যে ৪২৭ কিলোমিটার ডুবো সড়ক নির্মাণ শেষ হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি)–এর পরিবেশগত সুরক্ষা বিষয়ক অংশের বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন ঘটেছে। এলজিইডি বর্তমানে ৩টি বড় প্রকল্পের আওতায় যথা- বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি) এবং জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)–এর আওতায় দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

এমডিএসপি: সামদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প এর আওতায় এলজিইডি উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়ন করছে। জানুয়ারি ২০১৫ থেকে প্রকল্পটি শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত উপকূলীয় ৯টি জেলা যথা- বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় এসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও ৬৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে জনগণ ও তাদের সহায় সম্বলসহ গৃহপালিত জীব-জন্তুর নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সামাজিক এবং সরকারি কর্মসূচি যেমন- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, এনজিও ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজনের মত কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে এমডিএসপি'র আওতায় ৫০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (সাইক্লোন শেল্টার) নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। চলমান রয়েছে ১৩৪টি। সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে ২০ কিলোমিটার এবং চলমান রয়েছে ৭৯ কিলোমিটার।

উল্লেখ করা যেতে পারে মে ২০২০ সালে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফান-এর সময় এলজিইডি'র ইতোমধ্যে নির্মিত ও নির্মাণাধীন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জনগণ ও তাদের গবাদীপশুসহ অন্যান্য সম্পদ নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এর আগে ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল-এর সময়ও বিপুল সংখ্যক মানুষকে এসব আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে গত অর্থবছর (২০১৯-২০) পর্যন্ত উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় ২১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মে ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আমফান-এর সময় আশ্রয়কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইতোপূর্বে ২০১৯ সালের নভেম্বরে বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের সময়ও ব্যাপক সংখ্যক মানুষ সে সময়ে নির্মাণ সম্পন্ন ১৮টি আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে অবস্থান গ্রহণ করে।

জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সেদেশে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় রোহিঙ্গারা আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা শরনার্থী ও স্থানীয় জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এরমধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প' (ইএমসিআরপি)।

ইএমসিআরপি'র অন্যতম উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে: প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে আনা। বিশ্বব্যাংকের সহায়তা প্রকল্পের এলজিইডি অংশের আওতায় রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি (২০১৯-২০ অর্থবছর): উল্লেখিত প্রকল্পের অধীনে রোহিঙ্গাদের জন্য ১২টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুরু থেকেই আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারী-পুরুষদের কীভাবে গ্রামীণ অবাকাঠামো উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে তৎকালীন নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচি থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

প্রচলিত প্রদ্ধতিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। এছাড়া দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগও ছিল সীমিত। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল বা এলসিএস ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণেও এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দরিদ্র পুরুষ অথবা দুস্থ নারী অথবা নারী-পুরুষদের দ্বারা দল গঠন করা হয়।

এলসিএস পদ্ধতিতে প্রতিটি দলে নির্বাচিত একজন দলনেতা ও একজন সদস্য সচিব থাকে। প্রতিটি দলের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়। এলজিইডির কাজ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে এলসিএস দলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাজ বাস্তবায়নের শুরুতে অনুমোদিত প্রাক্কলনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তি হিসেবে অগ্রিম এবং চলমান অবস্থায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কিস্তি হিসেবে এলসিএস দলের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। কাজ শেষে চূড়ান্ত পরিমাপের ভিত্তিতে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ পদ্ধতিতে এলসিএস দলের সদস্যরা একদিকে যেমন শ্রমিক হিসেবে মজুরি পায় একই সঙ্গে সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশও পেয়ে থাকে।

কিছু কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেমন কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প নারী এলসিএস সদস্যদের দ্বারা গ্রামীণ হাট-বাজারে মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ করে থাকে এবং তাদের মধ্যে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলসিএস দলের সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে কাজের শেষে প্রাপ্ত মজুরি এবং লাভের অংশ দিয়ে সুবিধামত ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটীর শিল্প, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, টেইলারিং ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। **২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৭২,২৯৯ জনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।**

দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ উত্তর-মধ্যাঞ্চলের মানুষের জীবনজীবিকা আবর্তিত হয় তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ ঘিরে। বর্ষা এলেই ভাঙে নদী-জনপথ, সেই সঙ্গে ভাঙে হাজার মানুষের স্বপ্ন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে উন্নয়ন সহযোগী ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলায় অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ বন্যা প্রস্তুতি গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো যেমন গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ, হাটবাজার, বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ।

প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪ লক্ষাধিক মানুষ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজারের সুবিধা পাবে। একই সঙ্গে ৩০ হাজার উপকারভোগী ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং ১৫ হাজার উপকারভোগী চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার আগাম বন্যা সর্তক বার্তার মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ সালে শুরু হয়েছে এবং চলবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বাংলাদেশের চরাঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে তাদেরকে চুক্তি প্রদান এলজিইডির একটি কার্যকর উদ্ভাবনী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। প্রভাতী প্রকল্পের আওতায় ১৩৫টি বাজার নির্মাণে প্রায় ৪ হাজার দুস্থ নারী ও পুরুষের ১৮ মাসের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হাটবাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ৩৫টি বাজারে উইমেন্স মার্কেট সেকশন নির্মাণ করা হবে, যা সুনির্দিষ্টভাবে ওই অঞ্চলের দুস্থ দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একাংশকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করবে।

প্রভাতী প্রকল্প এলাকার কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ কর্মহীন মানুষের জীবন ও জীবিকায়নের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম

প্রভাতী প্রকল্প এলাকার কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ কর্মহীন দু:স্থ মানুষের জীবন ও জীবিকায়নের জন্য জরুরী কর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দূর্যোগ পরিস্থিতি থেকে তাদের পুনরুদ্ধার করা। যার উদ্দেশ্যে কার্যক্রমগুলি হবে

- ২৫০ কি:মি: বাজার সংযোগকারী সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ শোল্ডার ও স্লোপ মেরামতকরণ কাজ বাস্তবায়িত হবে
- ৬২৫০ জন এলসিএস সদস্যের চুক্তিভিত্তিক মজুরির মাধ্যমে ৬০ দিনের মধ্যে কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে, যার ৫০% হবে অতি দরিদ্র নারী
- পূর্ত কাজের বিপরীতে প্রতি এলসিএস সদস্য ৩২,০০০ টাকা করে মজুরী পাবে
- উপকরন সহায়তা বাবদ প্রতি এলসিএস সদস্য ৮,০০০ টাকা করে পাবে
- এলসিএস সদস্যদের মাটির কাজের কারিগরী ও সামাজিক দিক, স্বাস্থ্যবিধি (কোভিড) এবং আয় বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- ৬২৫০ জন এলসিএস সদস্যদের আয় বর্ধনমুলক কার্যক্রম নিজ উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী ও উপকরন সহায়তা প্রদান করা হবে;
- যার ফলে ৬২৫০ জন এলসিএস পরিবারের কোভিড-১৯ এর কারনে সৃষ্ট জীবনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের সহায়তা হবে।

বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশে অভ্যন্তরে থেকে যায়। ২০১৫ সালে ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত এবং ভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতীয় সীমানাভুক্ত হয়। দীর্ঘ ৪৪ বছর ছিটমহলের অধিবাসীরা বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ছিল। ছিটমহলবাসীর নাগরিক সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিটমহলের অবকাঠামোসমূহ উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে, যা ৫ জানুয়ারি ২০১৬ এ একনেক সভায় এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি ০৩-০২-২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বর্তমান অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রকল্পটির সকল অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হবে। ছিটমহলভুক্ত জেলাসমূহ হচ্ছে পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী।

ছিটমহল অধিবাসীর জন্য সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। ডিপিপি-টি ২য় সংশোধনের পর ২৬৪.১৭ কিলোমিটার সড়ক ও ৬৩৯.১৩ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় ২৪টি, ৯টি মন্দির, ৪টি শ্মশানঘাট ও ৪টি কবরস্থানের উন্নয়ন কাজ চলছে। এছাড়াও ৩.০৫ কিলোমিটার খাল খনন/পুনর্খনন ও ৬টি ঘাট নির্মাণ করা হচ্ছে।

ছিটমহল এলাকায় যথাযথ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু সড়ক, ৯টি মসজিদ, ৩টি মন্দির, ২টি কবরস্থান, ১টি শ্মশান উন্নয়নের জন্য ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জীবনজীবিকা বদলে যেতে শুরু করেছে। সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসী অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন, ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্প ছাড়াও এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৪ এর আওতায় বিলুপ্ত ছিটমহলে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। এলজিইডির এসব কর্মকাণ্ড বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি	৯০
জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম	৯১
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা	৯১
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	৯২
দিবাযত্ন কেন্দ্র	৯২
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন	৯৩
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী	৯৪
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	৯৪
নগর উন্নয়ন সেক্টর	৯৬
পানি উন্নয়ন সেক্টর	৯৮
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২০	১০০
প্রকল্পের নাম	১০২

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডির প্রয়াসের রয়েছে দীর্ঘ পটভূমি। এর সূচনা হয়েছিলো ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে নারীদের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ানো হয়।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা অর্থাৎ নারী-পুরুষ সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর সঙ্গে সংগতি রেখে এ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা প্রতি পাঁচবছর পরপর হালনাগাদ করা হয়।

এলজিইডির কার্যক্রম পল্লি ও শহর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), গ্রামীণ হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ; নারীকেন্দ্রীক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমমজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালন, শাকসবজি চাষ করছেন। সেলাইসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এবং দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন। আজ পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবারের নিশ্চয়তা, চিকিৎসা সুবিধা ও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারছেন। অনেক নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে জায়গা-জমি কিনে বাড়িঘর বানিয়েছেন। সম্পদে নারীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলীও বিকশিত করেছে। বেড়েছে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা। সভা-সমিতিতে স্বাধীনভাবে মতামত তুলে ধরতে পারছেন। নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও শুদ্ধচর্চা।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। একজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মকর্তা ফোরামের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ফোরামের সদস্য। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।

এলজিইডিতে জেন্ডারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "ইন্সটিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন এলজিইডি" শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০০২ সালে প্রথম এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ সময় ২০০২-২০০৭ মেয়াদে সার্বিক এলজিইডি এবং পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরভিত্তিক চারটি আলাদা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা জুলাই ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে সেক্টরভিত্তিক দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এ দিকে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ায় এই নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে ৯টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কৌশলগত বিষয়গুলো হচ্ছে– নীতি অনুসরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন। এ সময়ে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাগুলো সংশোধন করা হয়, যা ২০১৪ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়।

এর ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ভিত্তি দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য রয়েছে নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ছক। এসব ছকের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঁচবছরের জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

এলজিইডির জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে "ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গত জানুয়ারি ২০২০-এ অনুমোদিত হয়েছে।

এলজিইডির কার্যক্রমের মূলধারায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় এ প্রকল্প থেকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এলজিইডিতে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহয়তা প্রদান। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কৌশল পর্যালোচনা করে এলজিইডির জেন্ডার সমতা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ কারিগরি প্রকল্প থেকে সহায়তা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে জেন্ডার বিষয়ে এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এবং এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিটের ভূমিকা মূল্যায়ন করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রকল্পটি সরকারি চারটি উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ:

১. এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এবং বিভিন্ন ইউনিটের সক্ষমতা মূল্যায়ন করে কার্যক্রমের মূলধারায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা বৃদ্ধি। এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নে সক্ষমতা উন্নয়ন।

২. এলজিইডির মাঠপর্যায়ে জেন্ডার সমতাচিত্র মূল্যায়ন করে জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন। জেন্ডার ফোরাম ও জেলা পর্যায়ের জেন্ডার কমিটির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।

৩. জেন্ডার সমতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

এ প্রকল্পে মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২.০৮ মিলিয়ন ডলার। এরমধ্যে এডিবি সহায়তা ২.০০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সরকারের অংশ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

দিবাযত্ন কেন্দ্র

শিশুকে কাছাকাছি রেখে কোনো রকম মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি, শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডিতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিস সময়ে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। পরিচালনা কমিটি তিনমাস অন্তর দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। শিশুদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে একজন সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছেন। দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিসেবার বিষয়ে অভিভাবকগণের সঙ্গে পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত মতবিনিময় করে থাকেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়। দিবাযত্ন কেন্দ্রে বর্তমানে ২২ জন শিশু সেবা পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো-
'প্রজন্ম হোক সমতার
সকল নারীর অধিকার'

এ প্রতিপাদ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগামী প্রজন্মের মধ্যে সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মসৃণ ক্ষেত্র তৈরির জন্য জেন্ডার বিষয়ে প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের মধ্যে বিদ্যমান বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যবধান কমিয়ে আনা প্রয়োজন।

এলজিইডি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এবং সমাজে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এলজিইডির রয়েছে নানান উদ্যোগ। নারীদের সাফল্য প্রচার এবং অন্য নারীদের উৎসাহিত করতে এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশেষ কর্মসূচি পালন করে থাকে।

এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া নারীদের সাফল্যগাথা প্রচার ও এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে অন্য নারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

এ ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডির অংশগ্রহণ, এলজিইডি সদর দপ্তরে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন, বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা এবং এলজিইডির তিনটি সেক্টর যথা- পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা প্রদান।

সারাদেশে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত হয়ে যেসব নারী আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন তাদের মানবিক ও পেশাগত দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ক্ষমতায়ন এ পাঁচটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সেক্টরভিত্তিক তিনটি

৮ মার্চ ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০' এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনটি সেক্টরে মোট নয়জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা স্মারক, একটি সনদপত্র ও নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী প্রকল্পকে সনদ ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে নয়জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর জীবনভিত্তিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। এ সময় তিন সেক্টরের শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীরা তাঁদের জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত জেন্ডার উন্নয়নের কার্যক্রমের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সরকারের নীতি-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসৃত কৌশলের আলোকে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এলজিইডির জেন্ডার কার্যক্রম বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি এ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জেন্ডার কার্যক্রমের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে ১২টি প্রকল্প জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম প্রদর্শন করে। নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে ১ম স্থান অর্জন করে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ), ২য় স্থান অধিকারী ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (এসএসডাব্লিউআরডিপি) এবং ৩য় স্থান অর্জন করে জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প-প্রথম সংশোধিত (সিআরআরআইপি)।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

এলজিইডি সারাদেশে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রকল্প শেষে এসব নারীরা যাতে পূর্বাবস্থায় ফিরে না যায়, সেজন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নারীদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য গ্রামীণ হাট-বাজারে নির্মিত উইমেন্স সেকশনে দোকান বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। সারাদেশে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সম্পৃক্তক থেকে অনেক দুস্থ নারী আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। একই সঙ্গে এসব নারীরা অন্যান্য দুস্থ নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ায় সহযোগিতা করছেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

স্বাবলম্বী এসব নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদানের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে সারাদেশ থেকে ২৫ জন আত্মনির্ভরশীল নারীকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে তিনজন শ্রেষ্ঠ নারী নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বিবরণ দেয়া হলো-

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

আঞ্জুরা আক্তার
(প্রথম)

নেত্রকোণা সদরের আরংগবাদ বড়কাইলাটি গ্রামের আঞ্জুরা আক্তারের বিয়ে হয় ১৬ বছর বয়সে। স্বামীর বেকারত্ব ও আর্থিক অসচ্ছলতা জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অন্যের বাড়িতে কাজ করে মাসে আয় হতো মাত্র দু-হাজার টাকা। এমনই এক বিরুদ্ধ সময়ে তিনি এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ এ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সদস্য নির্বাচিত হন।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলের সদস্য হিসেবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি বহুমুখী আয়বর্ধক, জেন্ডার ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা এবং গবাদিপশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন আঞ্জুরা আক্তার। প্রশিক্ষণের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দৈনিক মজুরি থেকে সঞ্চিত অর্থে মাছ চাষ, বসত ভিটায় শাকসবজি উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং মুদি দোকান গড়ে তোলেন। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার থেকে দশ হাজার টাকা। সম্পদে মালিকানা সৃষ্টি হয়েছে, ধানী জমি কিনেছেন, সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন, টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন। বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করেছেন।

আঞ্জুরা আক্তার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী অধিকার সুরক্ষায় বিশেষত নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, যৌতুক ও ইভটিজিং রোধে কাজ করছেন।

অনিতা রাণী
(দ্বীতিয়)

অনিতা রাণী পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার বাদুরতলী গ্রামের বাসিন্দা। অল্পবয়সে বিয়ে হওয়া অনিতা রাণী স্থানীয় প্রভাবশালীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজ বসতভিটা ছেড়ে স্বামী-সন্তানসহ বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন। সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতা কাটাতে তিনি বাধ্য হয়ে এলজিইডির ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এর আওতায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

প্রকল্পের আওতায় মাটির সড়ক পুনর্নির্মাণ, পাইপ কালভার্ট, এইচবিবি, ইউ-ড্রেন এবং বক্স কালভার্ট নির্মাণে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলেন। প্রকল্প থেকে জেন্ডার ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং হাঁস মুরগি ও গবাদিপশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। প্রাপ্ত দৈনিক মজুরি থেকে সঞ্চিত অর্থে মাছ চাষ ও গবাদিপশু পালন শুরু করেন। ক্রমশ তাঁর আয়-রোজগার বাড়াতে থাকে। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় দুই হাজার টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে বার হাজার টাকা।

তিনি জমি কিনে টিনের ঘর তৈরি করেছেন, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করেছেন। ছেলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বর্তমানে চাকরি করছেন। মেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সের ছাত্রী। অনিতা রাণী বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নারী অধিকার সুরক্ষায় বিশেষত নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, যৌতুক, পরিবার পরিকল্পনা, যক্ষ্মা, প্রতিবন্ধিতা, ইভটিজিং রোধেও তিনি কাজ করছেন।

মোছাঃ লাভলী খাতুন
(তৃতীয়)

মোছাঃ লাভলী খাতুন জয়পুরহাট সদর উপজেলার আউসগাড়া গ্রামের বাসিন্দা। অভাব আর দারিদ্র্য ছিল পরিবারের নিত্যসঙ্গী। অনাহার ও অর্ধাহারে কাটছিল জীবন। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি এলজিইডির পল্লি সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

লাভলী খাতুন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলের সদস্য হিসেবে কাজ করার পূর্বেই এলজিইডির অন্য একটি প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত আয়বর্ধক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এলসিএস সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত মজুরির সঞ্চিত অর্থে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, বাড়ির আঙিনায় শাকসবজি চাষ এবং সেলাই কাজের মাধ্যমে নতুন আয়ের পথ সৃষ্টি করেন। এতে একদিকে যেমন পরিবারের পুষ্টিচাহিদা পূরণ হয়, পাশাপাশি পারিবারিক জীবনে আসে সচ্ছলতা।

এলজিইডির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে তাঁর মাসিক আয় ছিল কমবেশি এক হাজার টাকা। বর্তমানে মাসিক আয় সাত হাজার টাকা।

লাভলী খাতুনের দুই সন্তান লেখাপড়া করছে। তিনি জমি কিনে ঘর নির্মাণ করেছেন। বাড়িতে স্থাপন করেছেন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবস্থা। স্বর্ণলংকার ক্রয় করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখছেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে। শহরে বসবাসকারী দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি নগর উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বস্তি এলাকার উন্নয়নে গঠিত বস্তি উন্নয়ন কমিটিতে নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদের জন্য স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া শহরের দুস্থ নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পৌরসভা থেকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন আয়ের উপকরণ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নারীদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পৌরসভার বিপনী-বিতানে দোকান বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সম্পৃক্তক থেকে শহরের অনেক দুঃস্থ নারী আজ সাবলম্বী হয়েছেন, অন্য দুস্থ নারীদের সাবলম্বী হতে সহযোগিতা করছেন। পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

স্বাবলম্বী এসব নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদানের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নগর উন্নয়ন সেক্টরে সারাদেশের পৌরসভা থেকে ৩৬ জন আত্মনির্ভরশীল নারীকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে তিনজন শ্রেষ্ঠ নারী নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বিবরণ দেয়া হলো-

নগর উন্নয়ন সেক্টর

রুবি আক্তার

(প্রথম)

বান্দরবান পৌরসভার বনরূপা পাড়ার বাসিন্দা রুবি আক্তার। এসএসসি পাসের পর পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে বিয়ে হয়ে যায়। ২০০৩ সালে স্বামী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ছোট দুটি সন্তান ও গর্ভের অনাগত শিশুকে নিয়ে রুবি আক্তার ঠাঁই নেন বাবার বাড়িতে। শিশুদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। জীবন চালাতে বাড়ি বাড়ি গৃহপরিচারিকার কাজ করেন।

এমনই এক সময়ে রুবি আক্তার তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর আওতায় বান্দরবান পৌরসভায় দুস্থ নারীদের জন্য আয়োজিত আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে সেলাইয়ের কাজ শেখেন। এ সময় পৌরসভা থেকে তাঁকে একটি সেলাই মেশিন অনুদান দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি প্রতিবেশী নারী ও শিশুদের পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেন। ভালো কাজের দ্বারা অল্পসময়েই প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। তাঁর কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে, একই সঙ্গে বাড়তে থাকে আয়-রোজগার। হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল, সংসারে ফিরে আসে স্বচ্ছলতা। তিনি আবার তাঁর সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন। তাঁর বড় ছেলে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছোট ছেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। একমাত্র মেয়েটি পড়ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

বর্তমানে রুবি আক্তারের মাসিক আয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। আত্মপ্রত্যয়ী রুবি আক্তার দারিদ্র্যের পাষাণ ভেঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সংসারের ব্যয় মেটানোর পর সঞ্চিতঅর্থ দিয়ে পৌরসভার বনরূপা পাড়ায় কিছু জমি ক্রয় করেছেন। নির্মাণ করেছেন একটি সেমিপাকা ভবন। রুবি আক্তার স্থানীয় দুস্থ নারীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

মোসাঃ লাকী বেগম

(দ্বীতিয়)

বরগুনা পৌরসভার ব্যাংক কলোনীর বাসিন্দা মোসাঃ লাকী বেগম। এসএসসি পাশের পর সংসার জীবন শুরু করেন। একে একে দুই সন্তানের মা হন। স্বল্প আয়ের সংসারে সচ্ছলতা আনতে লাকী ঘরে বসে প্রতিবেশি বাচ্চাদের পড়ানো এবং নকশী কাঁথা সেলাই ও বিক্রি শুরু করেন। আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরুর বাছুর কিনে পালন শুরু করেন। পরবর্তীতে এলজিইডির কোস্টাল টাউন্স এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এর আওতায় বরগুনা পৌরসভা থেকে গবাদিপশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে লাকী বেগম অস্ট্রেলিয়ান জাতের একটি গাভী কিনে ছোট আকারের খামার গড়ে তোলেন। খামারে উৎপাদিত দুধ বিক্রি করে লাভের অর্থে খামারে গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। খামার থেকে বর্তমানে বার্ষিক উপার্জন হয় প্রায় বারো লক্ষ টাকা। খামারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর বছরের মুনাফা প্রায় তিন লক্ষ টাকা। স্বামীকে মাছের ব্যবসায় সম্পৃক্ত করেছেন, যেখান থেকে মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা আয় হয়। এখন তাঁর পুঁজি দাঁড়িয়েছে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা।

বড় ছেলে স্থানীয় সরকারি কলেজ এবং ছোট ছেলে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। উপার্জিত অর্থে কিছু জমি কিনে খামারের পরিসর বাড়ানোর কাজ শুরু করেছেন। একই সঙ্গে আরও দুই শতাংশ কৃষি জমি কিনেছেন।

রাফেজা আক্তার

(তৃতীয়)

ময়মনসিংহের ফুলপুর পৌরসভার বাসিন্দা রাফেজা আক্তার। দারিদ্র্যের কারণে বাল্যবিয়ের শিকার হন। স্বামীর স্বল্প আয়ের সংসারে কষ্টে-শিষ্টে দিন চলতে থাকে। এরই মধ্যে একদিন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্বামী পঙ্গু হয়ে যান। রাফেজা আক্তারকে সংসারের হাল ধরতে হয়। ছেলেবেলায় নিজে নিজেই গৃহসজ্জা সামগ্রী (শো-পিস) বানানোর কাজ শিখেছিলেন। আর্থিক টানাপোড়েনের এমন সংকটকালীন সময়ে তিনি সেই শিক্ষা কাজে লাগান। পরিচিতজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ক্রিস্টালের শো-পিস বানিয়ে ফেরি করে বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু একাজে দক্ষতা প্রয়োজন।

এলজিইডির নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ)-এর আওতায় ফুলপুর পৌরসভায় হস্ত ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ চলছিলো। সেখান থেকে রাফেজা বাঁশ-বেতের কাজ, নকশী-কাঁথা ও ক্রিস্টাল দিয়ে গৃহসজ্জা সামগ্রী (শো-পিস) বানানোর প্রশিক্ষণ নেন।

প্রকল্প থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পূর্ণউদ্যমে কাজে নেমে পড়েন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বানানো শো-পিস পৌরসভার গণ্ডি পেরিয়ে ময়মনসিংহ ও ঢাকার বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হতে থাকে। তিনি বিভিন্ন মেলায় এককভাবে স্টল নিতে শুরু করেন। বাড়ে ব্যবসার পসার। এছাড়াও সাপ্লাইয়ের অর্ডার পেতে শুরু করেন। প্রতি বছর প্রায় তিন-চার লক্ষ টাকার হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রি করে প্রায় নব্বই হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করেন। রাফেজা তাঁর কাজে দুজন নারীকে সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

তাঁর বড় মেয়ে বিএ পাস করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। দুটো সন্তান পলিটেকনিক ইন্সিটিটিউট এবং দুটো সন্তান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনো করছে। রাফেজা জমি কিনে একটি আধা-পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। কিনেছেন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। সুপেয় পানির জন্য বাড়িতে মটর চালিত পাম্প স্থাপন করেছেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

বাংলাদেশে আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। সবজি ও মৎস্য উৎপাদনেও বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অগ্রভাগে। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়নে এলজিইডির পানি সম্পদ সেক্টরে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এসব প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। পাবসস এর সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং সমিতির সঞ্চয় থেকে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা। সমিতির দুস্থ নারী সদস্যগণ ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। এ অর্থ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এসব নারীরা নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সাবলম্বী এসব নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদানের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে সারাদেশ থেকে ৪২ জন আত্মনির্ভরশীল নারীকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে তিনজন শ্রেষ্ঠ নারী নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বিবরণ দেয়া হলো-

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

রুজিনা খাতুন
(প্রথম)

১৪ বছর বয়সে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার মধ্য মান্দারকান্দি গ্রামের রুজিনা খাতুনের বিয়ে হয়ে যায়। মাদকাসক্ত স্বামী বছরের বেশিরভাগ সময় বেকার থাকায় ঠিকমত দু'বেলা খাবার জুটতো না। ২০১৬ সালে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রুজিনা বসতবাড়ির পুকুরে মাছ চাষ, পোনা মজুদ ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ নেন।

এরপর প্রকল্প থেকে তিনবছর মেয়াদে ছেচল্লিশ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে পারিবারিক পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। প্রথম বছরে মাছ বিক্রি করে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা আয় করেন। আয়কৃত এ অর্থের একটি অংশ বিনিয়োগ করে পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ২০১৯ সালে চারটি পুকুর থেকে আট লক্ষ তেইশ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করেন। এরপর প্রায় সাড়ে পনের লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে রুজিনা খাতুন চার হাজার মুরগি পালন উপযোগী দুটি খামার গড়ে তুলেন। মাছ ও মুরগি বিপনন ও পরিবহনের জন্য একটি পিকআপ ভ্যান ক্রয় করেন।

রুজিনা খাতুনের বর্তমানে বার্ষিক আয় সাত লক্ষ টাকার ওপরে। নিজ এলাকায় তিনি নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। পরিবার ও সমাজে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করছেন। নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, বহুবিবাহ, যৌতুক ও মাদক প্রতিরোধে তিনি ভূমিকা রাখছেন। পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য দুস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন।

লিপি বেগম
(দ্বীতিয়)

অভাব অনটনের কারণে জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলার চাপারকোণা গ্রামের লিপি বেগমের ১৮ বছর বয়সে দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয়। রিকশা চালক স্বামীর উপার্জিত অর্থে ছয় সদস্যের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লিপি বেগম এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা ১)-এর আওতায় বাস্তবায়িত রথখোলা কামারবাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে যুক্ত হয়ে উপ-প্রকল্পে মাটি কাটার কাজে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হন।

মাটি কাটার কাজ থেকে সাত হাজার টাকা উপার্জন করেন। এই অর্থের সঙ্গে উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চাপারকোণা বাজারে চা ও মনোহারি দোকান পরিচালনা শুরু করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে দোকান চালিয়ে ঋণ পরিশোধ আর সংসারে ব্যয় নির্বাহ করেন।

তিনি পাবসস এর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির আওতায় পঁচিশ দিনের সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে সমিতি থেকে পুণরায় পনের হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করেন। নিজের দোকানেই সেলাই ও কাপড় বিক্রি শুরু করেন। পাশাপাশি কৃষি ও পশুপালনে মনোযোগী হয়ে আয় বাড়াতে থাকেন। লিপি বেগমের মাসিক আয় এখন প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। ইতোমধ্যে সাত শতাংশ জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছেন।

পরিবারে ও সমাজে লিপি বেগমের মর্যাদা বেড়েছে। তিনি পাবসস এর নারী নির্যাতন প্রতিরোধ উপ-কমিটির সভাপতি ও চাপারকোণা মহিলা সমিতির সদস্য। গ্রামের কোথাও নারী নির্যাতন হলে ছুটে যান। ডাক পড়ে সামাজিক, পারিবারিক নানান সমস্যা সমাধানে। নিজ এলাকার নারীদের স্বাবলম্বী করতে লিপি বেগম স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সেলাই প্রশিক্ষণ দেন। ছেলেমেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

মোছাঃ ছাবিনা বেগম
(তৃতীয়)

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার খোর্দ্দকালনা গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ ছাবিনা বেগমের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর উপার্জনে সংসার চালানো কঠিন হতো। ছাবিনা বেগম সংসারের উপার্জন বাড়াতে উদ্যোগী হন। এ লক্ষ্যে দেশি মুরগি পালন করে ডিম বিক্রি শুরু করেন। ২০১২ সালে এলজিইডির অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের খোর্দ্দকালনা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-এর সদস্য হন।

সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি পশুপালন ও সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমিতি থেকে পনের হাজার টাকা ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন শুরু করেন। দ্বিতীয় দফায় তিনি চুয়ান্ন হাজার টাকা ঋণ নেন। এবার একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। একদিকে সেলাইয়ের কাজ, অন্যদিকে পশুপালন করে ধীরে ধীরে তাঁর মাসিক আয় বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় প্রায় তেরো হাজার টাকা।

তিনি সেমিপাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বাড়িতে নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করেছেন। কিনেছেন দশ শতাংশ কৃষি জমি। ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। ছাবিনা বেগম পাবসস এর জেন্ডার উপ-কমিটির আহবায়ক ও ঋণ কমিটির সদস্য। এলাকায় নারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২০

		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ সেক্টর	
২০১০	১ম	মোছাঃ সাবেকুন নাহার বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি *	মোছাঃ ফরিদা আক্তার কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	বীরঙ্গনা মহালদার ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	মোছাঃ জাহানারা বেগম বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ পেয়ারা বেগম (নুরজাহান) হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	মায়ারাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ জাহেদা খাতুন শাহজাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মোছাঃ সাহেদা খাতুন পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১১	১ম	আছিয়া বেগম পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি - ১৬	মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মর্জিনা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	চন্দ্রমালা দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আছিয়া কুষ্টিয়া পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	হাজেরা বেগম লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	কুলসুম নোয়াখালী	আরডিপি - ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	মল্লিকা রাণী দাস সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	হাসিনা বেগম শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মনোয়ারা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	সাবিনা বেগম ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি - ২	মরিয়ম বেগম লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৩য়	হিরা বেগম মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	শিউলি আক্তার জামালপুর সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	আলেয়া পারভীন তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৪র্থ	এমিলি রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সালমা বেগম খুলনা শহর বস্তি এলাকা, খুলনা	ইউপিপিআরপি	আম্বিয়া খাতুন গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৫ম	শাহিনা আক্তার ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	উম্মে মাকসুমা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	শিরিন আক্তার পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৩	১ম	জাহেদা বেগম রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	শিউলি আক্তার মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	রূপ বানু লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	সন্ধ্যা রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সোনিয়া বেগম ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	রানু বেগম বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	কাজি শারমিন মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	নারগিস বেগম চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	তানজিলা খাতুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৪	১ম	মোছাঃ আনোয়ারা বেগম দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ রুখছানা পারভিন বগুড়া	ইউপিপিআরপি	মধুরা দ্রং ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মাহিনুর বেগম গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ সাহেরা বানু পাবনা	ইউজিআইআইপি - ২	জরীনা আখতার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	সন্ধ্যা রানী আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি - ২	ইতি রানী শীল ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি - ২	শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)

		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ সেক্টর	
২০১৫	১ম	মোছাঃ পেয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ বুলিনা আক্তার বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ কাবিরন নেছা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
	২য়	মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	মোছাঃ সাহিমা বেগম নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	ময়না আক্তার শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
	৩য়	ছামেনা রামগতি, লক্ষ্মীপুর	আরআরএমএআইডিপি	শমিমা নাসরিন বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	সুলতানা আক্তার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৬	১ম	মোছাঃ রেজিয়া বেগম নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	মোছাঃ শামসুন্নাহার বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মেহেরুনিকা চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মকলুদা খাতুন (সোমা) সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	মোছাঃ খোদেজা বেগম কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	আনজুমান আরা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৭	১ম	শেফালী বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আনোয়ারা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রতিবালা দাস অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	বিলকিস বেগম মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি - ২	হালিমা খাতুন কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রিক্তা খাতুন রিতা কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	সোনাভান বিবি সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	ইসলাম খাতুন বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	পারুল বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
						মোছাঃ মাজকুরা বেগম গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	ললিতা রায় তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	নুসরাত বেগম স্বপ্না সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	আরইআরএমপি - ২	তাজনাহার আক্তার লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রোজিনা আক্তার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	কুদ বানু বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি - ২	মোছাঃ লাকী খাতুন নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	করফুন্নেছা বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	রাহেলা বেগম পাইকপাড়া, রাজৈর মাদারীপুর	সিসিআরআইপি	শিউলী রানী দে বেনাপোল, যশোর	ইউজিআইআইপি - ৩	মোছাঃ মরতুজা বেগম হাসামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	মোছাঃ ফরিদা ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, সদর, নাটোর	আরইআরএমপি - ২	জমিলা বেগম সুজালপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	নবীদেপ	ইতি সুলতানা বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	স্মৃতি কণা মণ্ডল শুয়াগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	সিসিআরআইপি	লিলি আক্তার ফরিদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	নূরজাহান বিবি পাঁচন্দর, তানোর, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি-২
						মায়া রানী বিশ্বাস ঠাকুর বাখাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০২০	১ম	আঞ্জুরা আক্তার নেত্রকোণা সদর	আরইআরএমপি-২	রুবি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান	ইউজিআইআইপি	রুজিনা আক্তার পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	এইচআরএফএমএলডিপি
	২য়	অনিতা রাণী কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিআরআরআইপি	মোসাঃ লাকী বেগম বরগুনা পৌরসভা, বরগুনা	সিটিইআইপি	লিপি বেগম সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসডাব্লিউআরডিপি জাইকা-০১
	৩য়	মোছাঃ লালভী বেগম জয়পুরহাট সদর	আরআরসিএমএপি	রাফেজা আক্তার ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	মোছাঃ ছাবিনা বেগম মহাদেবপুর, নওগাঁ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি

প্রকল্পের নামঃ

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি	-	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি	-	কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি	-	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
সিআরআরআইপি	-	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট
আরআরসিএমপি	-	রুরাল রোড এন্ড কালভার্ট মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরডিপি ১৬	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২	-	সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি	-	রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি	-	সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	-	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি

নগর উন্নয়ন সেক্টর

সিটিইআইপি	-	কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
এলপিইউপিএপি	-	লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
নবীদেপ	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবীদেপ)
এনওবিআইডিইপি	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২	-	সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি	-	আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি	-	আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২	-	সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

পানি সম্পদ সেক্টর

এইচআইএলআইপি (হিলিপ)	-	হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট	-	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
এইচআরএফএমএলডিপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি	-	পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা ১)	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১

অধ্যায়-১০

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) ১০৪
ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ ১০৪
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি নির্ধারণে ১০৫
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) ১০৬
জেন্ডার মার্কার বিষয়ক কর্মশালা ১০৭

মানসম্মত ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি গবেষণা কার্যক্রমকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সম্প্রতি এলজিইডি গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করেছে। তথ্য-উপাত্তনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন, অবকাঠামো নির্মাণে লাগসই পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এ গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এলজিইডি গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রভাব ক্রমশই প্রকট আকার ধারণ করছে। অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, আগাম ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদী ভাঙন সার্বিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছে; টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় এলজিইডিএর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত আগস্ট ২০২০ এ মাননীয় জনাব প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান, ক্রিলিকের পরিচালক জনাব এ কে এম লুৎফর রহমান ও ক্রিমের প্রকল্প পরিচালক জনাব জসিম উদ্দীনের সহযোগিতায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) এর প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কন্সালটেন্সি সেবার শুভ উদ্বোধন করেন। ক্রিলিকের ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট কন্সালটেন্সি (আইডিসি) সেবা প্রদানের জন্য এমবেরো-কোমো-টিটিটি এর তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ উদ্যোগকে (জয়েন্ট ভেঞ্চার) দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ।

ক্রিম প্রকল্পের অধীনে ক্রিলিক, জলবায়ু সুরক্ষা এবং জলবায়ু প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা ও মান সংশোধন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ক্রিলিক বর্তমানে ক্রিম প্রকল্পের সহায়তার মাধ্যমে পরিচালিত হলেও পর্যায়ক্রমে উক্ত সেন্টার এলজিইডির অন্তর্ভুক্ত একটি স্থায়ী ইউনিট হিসেবে পরিচালিত হবে । জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং উত্তমচর্চা উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ, ম্যানুয়াল, গাইডলাইন, স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি তৈরির কাজে এ সেন্টার অব এক্সিলেন্স এলজিইডির থিঙ্কট্যাংক এবং নলেজহাব হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পের আওতায়ে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান উন্নয়ন ধারার পরিবর্তন এর সূচনা হবে, যা আমাদের সচরাচর কর্মকাণ্ড সমূহকে পরিবর্তন করে সমগ্র দেশে জলবায়ুসহিষ্ণু এবং টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে। ক্রিম প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ১,৩৪,০০০ -এর বেশি জনবলের জলবায়ুসহিষ্ণু বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন সম্ভব হবে যা থেকে দীর্ঘমেয়াদে ১.০৪ কোটি মানুষ (দেশের মোট জনসংখ্যার ৬.৮ শতাংশ) উপকৃত হবে ।

ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ শীর্ষক গবেষণা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের অন্যতম বৃহত্তম প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডি মূলত পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে কাজের পরিধি। ফলে প্রতিবছর এলজিইডির অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কাজের মান বৃদ্ধিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ পেশাগত উৎকর্ষ একটি চলমান প্রক্রিয়া। পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে এলজিইডির কর্মপ্রয়াসের কারণে উন্নয়নশীল অনেক দেশের কাছে এলজিইডি আজ একটি অনুকরণীয় আর্দশ। যুগপৎভাবে, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এলজিইডির রয়েছে দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতা। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মীদের

মোটিভেশনাল সূচক এবং ইনসেনটিভের ভিত্তি অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এলজিইডি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এর মধ্যে 'ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ: কনটেক্স এলজিইডি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা সম্পাদনের জন্য গত ১৯ জুন ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান এবং বিআইজিডির প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. সুলতান হাফিজ রহমান এ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ।

ইউকেএইড সহায়তাপুষ্ট প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার (আইজিসি) এর অর্থায়নে লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস এবং জন হপকিন্স স্কুল অব অ্যাডভান্স ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এর সহায়তায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইজিডি) এ গবেষণাটি সম্পাদন সহায়তা দেয়।

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল তুলে ধরা হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য বলেন, সংস্থার কাজের ব্যাপী দিন দিন বাড়ছে। এলজিইডির প্রতি বিভিন্ন অংশীজনদের প্রত্যাশাও বাড়ছে ক্রমশ। কিন্তু সে তুলনায় সংস্থার জনবল বাড়ছে না। এ পরিস্থিতি সংস্থার কর্মীদের মোটিভেশন ধরে রাখা খুব জরুরি। মোটিভেশন ধরে রাখতে যেসব কৌশর অবলম্বন গ্রহণ করা দরকার তা গ্রহণ করতে হবে। ভালো কর্মনৌপূণ্যের যে নজির এলজিইডি স্থাপন করেছে তা ধরে রাখতে হবে।

সভায় লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সের রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ডিরেক্টর অধ্যাপক আদনান খান এ ফলাফল তুলে ধরেন। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, এলজিইডি একটি হলো মোটিভেটেড অরগানাইজেশন। সংস্থার রয়েছে দেশজুড়ে প্রতিশ্রুতি জনবল। কাজের চাপ, সংস্থার অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের কিছু সূচক কর্মীদের মোটিভেশনের ওপর বিরুপ প্রভাব তৈরি করে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। গবেষণায় আরও বলা হয়, সংস্থায় কর্মরত তরুণ ও দক্ষ প্রকৌশলীদের মধ্যে সংস্থা ছেড়ে অন্যসংস্থায় চাকরি সন্ধানের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। গবেষণায় কর্মীদের পেশাগত মোটিভেশন বৃদ্ধির জন্য বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

সভায় ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথসেন্টারের বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইমরান মাতিন গবেষণা ফলাফলের ওপর মতামত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি নির্ধারণে গবেষণা

দেশব্যাপী এলজিইডির সড়ক নেটওয়ার্কের পরিমাণ ৩,৫৩,৩৩২ কিলোমিটার। এর মধ্যে পাকা সড়ক ১,২১, ৯২০ কিলোমিটার। প্রতিবছর পাকা সড়কের পরিমাণ বাড়ছে। উন্নীত এ সড়ক নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সড়ক উন্নয়নের সময় সড়কের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা হয়। আয়ুষ্কাল ধরে রাখতে প্রয়োজন সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ। এলজিইডি মূলত তিন ধরনের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ। রাস্তার পাকা অংশে কোনো গর্ত বা পটহোল তৈরি হলে এবং সড়কের মাটির শোল্ডার কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যদি তা তাৎক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাহলে বড় ধরণের ক্ষতি থেকে সড়ক রক্ষা করা যায়। তাই সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে অন পেভমেন্ট ও অফ পেভমেন্ট (মাটির শোল্ডার) মেরামত। মাটির শোল্ডার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের দ্বারা মেরামত করা হলেও অন পেভমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয় মোবাইল মেইনটেন্যান্স টীম দ্বারা।

এলজিইডি ২০০০ সাল থেকে মোবাইল মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কাজ পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় রয়েছে রোলারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। তবে প্রচলিত পদ্ধতিতে সড়কের মোবাইল মেইনটেন্যান্স বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রিসার্চ ফর কমিউনিটি একসেস পার্টনারশীপ (জবঈঅচ)-এর আওতায় উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের আদলে মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি স্থিরকরণ ও অনুসৃত উত্তম চর্চাগুলো কীভাবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় কাজে লাগানো যায় তার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) পরমর্শক দল এলজিইডির সমীক্ষা কাজে সহযোগিতা করে।

গত ২ অক্টোবর ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে এ সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন গবেষণা প্রকল্পের পরামর্শক জুলিয়াস কম্বা। তিনি টেকসই সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। সভায় সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, এলজিইডি গড়ে তোলা এ বিস্তৃত গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখাটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে এ সড়ক নেটওর্য়াক সার্বক্ষণিক চলাচলের ওপর উপযোগী রাখতে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। সভায় রিক্যাপের আঞ্চলিক টেকনিক্যাল ম্যানেজার (এশিয়া) মায়াশাম আবেদিন, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধানপ্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশ জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নানামূখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের কৌশল নির্ধারণ করতে সিডা এবং ডিএফআইডি এর অর্থায়নে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) মাধ্যমে ইউএনঅপস এলজিইডিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য-ঝুঁকিমুক্ত, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডারবান্ধব টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভূক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি এর লক্ষ্য ৬ঃ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন লক্ষ্য; ৯ঃ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এবং লক্ষ্য ১১ টেকসই নগর ও জনপদ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার অংশ হিসেবে এলজিইডি অংশে ব্যয় হবে ২৬.৩৪ কোটি টাকা। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) ও সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ২৩.৭২ কোট টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার ২.৭৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে। কর্মসূচিটি ২০১৮ এর জানুয়ারীতে শুরু হয়েছে, যা জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

ইতিমধ্যে এলজিইডি বিশাল আকারে অ্যাসেট তৈরি করেছে কিন্তু এসব অ্যাসেটসমূহ পদ্ধতিগতভাবে ব্যবস্থাপনার কোন কৌশল এলজিইডিতে এখনও তৈরি হয়নি। এ প্রকল্পের আওতায় এলজিইডিতে অ্যাসেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে অ্যাসেট ব্যবস্থাপনা নীতি, কৌশল এবং অ্যাসেট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে সেন্দাই কাঠামোতে উল্লেখিত বিল্ড বেটার ব্যাকের আলোকে এলজিইডি-এর অবকাঠামো নির্মাণ করার জন্য সড়ক ও ব্রিজ এর লক্ষ্যে অসফলতা বিশ্লেষণের জন্য টুলকিটস প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য তৈরি পেশাগত উন্নয়ন কৌশলের আওতায় ব্যাপক আকারে সক্ষমতা উন্নয়ন করা হবে।

জেন্ডার মার্কার বিষয়ক কর্মশালা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে নানামুখি চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে কৌশল নির্ধারণ করতে ডিএফআইডি ও সুইডিশ সিডার অর্থায়নে জাতিসংঘের অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য- ঝুঁকিমুক্ত, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সহায়ক টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি পরিমাপক তৈরি করা, যার যাহায্যে সহজেই পরিমাপ করা যায় গৃহীত কার্যক্রম কতটুকু জেন্ডারবান্ধব। এ রকম একটি পরিমাপক হলো 'জেন্ডার মার্কার'। জেন্ডার মার্কার গঠনে ইউএনওপিএস ও ইউএন-উইমেন সহায়তা দিচ্ছে। জেন্ডার মার্কার তৈরির অংশ হিসেবে গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ রাজধানীর একটি হোটেলে এক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, অনুশীলন এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করে জেন্ডার মার্কার তৈরির পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনআরপির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মোহসীন। কর্মশালার উদ্বোধনীপর্বে তিনি বলেন, জেন্ডার মার্কার তৈরি হলে তা নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় জেন্ডার অন্তর্ভুক্তির বিষয় সহজ করবে। একইসঙ্গে চলমান প্রকল্পে জেন্ডার কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য, এলজিইডি দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এলজিইডির জন্য প্রথমে পাইলট আকারে জেন্ডার মার্কার তৈরি করা হবে। এরপর এ পরিমাপকের কার্যকারিতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থায় তা ব্যবহার করা হবে।

কর্মশালায় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান ও মোঃ আহসান হাবিব, এনআরপির এলজিইডি অংশের প্রকল্প পরিচালক মোঃ জসিম উদ্দিন, এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সচিব সালমা শহীদসহ জেন্ডার ফোরামের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যায়-১১

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ১০৯

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস ১০৯

পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক ১১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত ফলে মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তিপ্রবণতা কম। এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, আগাম ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদী ভাঙন উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই মাটির ঢাল ভাঙনের মুখে পড়ে। জলাধার সংলগ্ন সড়ক বা সেতুর অ্যাপ্রোচের পার্শ্বঢাল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এসব ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষার জন্য এলজিইডি বিশেষ ধরনের কাজ করে থাকে, যেমন- আরসিসি রিটেইনিং দেয়াল, কংক্রিটের ব্লক দ্বারা নদীর পাড় সুরক্ষা, সড়ক ও সেতুর অ্যাপ্রোচ সুরক্ষায় ব্লকের ব্যবহার। পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাসও ব্যবহৃত হয় এসব সুরক্ষা কাজে। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ৬০/৭০ গ্রেড বিটুমিন দ্বারা রাস্তা নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণে তুলনামূলক উন্নত মানসম্পন্ন রাস্তা তৈরি হয়। এছাড়াও ইপক্সি-কটেড রড ব্যবহারে কাঠামো ও অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে লোনা আবহাওয়ায় মরিচা প্রতিরোধে সক্ষম। উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণে এর ব্যবহার ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। সম্প্রতি ব্যবহৃত হলো-ব্লক একটি বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী নির্মাণ উপকরণ যা বৈচিত্রময় ও বিন্যাসে সহজলভ্য। এটি সুলভ মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী যা ওজনে হাল্কা ও পরিবেশবান্ধব।

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস

প্রচলিত পদ্ধতিতে ঢাল সুরক্ষার জন্য সাধারণত কংক্রিট ব্লক, প্যালাসাইডিং, বালির বস্তা, পাথর ও জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি বেশ ব্যয় বহুল। অপরদিকে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে মাটির কাজ সুরক্ষা টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। বৃষ্টি বা জোয়ারের কারণে যেসব এলাকায় মাটি ঝুঁকির মুখে থাকে সেখানে কাজের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য এটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির ঢাল সুরক্ষার জন্য কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিন্না ঘাসের ব্যবহার একটি ভিন্নমাত্রার উদ্ভাবন। সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২) এর আওতায় কুমিল্লা জেলায় সড়কের পাশে মাটির অংশ সুরক্ষার জন্য বিন্না ঘাস লাগানো হয়েছে, যা সড়কের ঢালকে সুরক্ষিত করেছে।

পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, শিল্পায়নের প্রসারের সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইট তৈরিতে জমির উপরিভাগের মাটি ব্যবহার করা হয়, যা কৃষি উৎপাদনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া ইট পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন কালো ধোঁয়া পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব কারণে ইটের বিকল্প হিসেবে নির্মাণ কাজে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য। 'ইউনিব্লক' তেমনই একটি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী। সড়ক নির্মাণে প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত ইট, বিটুমিন বা আরসিসি সড়কের বিকল্প হিসেবে ইউনিব্লকের ব্যবহার টেকসই উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

ইউনিব্লক সড়কের নির্মাণ ব্যয় বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের চেয়ে সামান্য বেশি এবং আরসিসি সড়কের চেয়ে অনেক কম। ৩.৭ মিটার চওড়া ইউনিব্লক সড়কের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় ১২২ লক্ষ টাকা, বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের জন্য ব্যয় প্রতি কিলোমিটারে ১০৬ লক্ষ টাকা এবং আরসিসি সড়কের জন্য ১৯৪ লক্ষ টাকা। ইউনিব্লক দ্বারা সড়ক নির্মাণ কাজ বছরব্যাপী করা যায়। বিটুমিনাস কার্পেটিং এবং আরসিসি সড়ক এর চেয়ে ইউনিব্লক সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

সার্বিক বিবেচনায় গ্রামীণ সড়ক বিশেষ করে গ্রাম সড়ক টাইপ এ ও বি এবং নগর এলাকার সড়ক ও পার্কিং স্থান উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লকের ব্যবহার ভালো ফলাফল বয়ে আনবে।

উল্লেখ্য, এলজিইডির নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ২৬ কিলোমিটার এবং পল্লি এলাকার ৪৪ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক ইউনিব্লক দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিব্লক ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং গ্রাম সড়কের মোট ৮৮ কিলোমিটার হার্ডসোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-১২

উদ্ভাবন

উদ্ভাবন ১১২
উদ্ভাবনী দলের কার্যপরিধি ১১২
উদ্ভাবনী কার্যক্রম ১১২
এফআইএমএস ১১২
জিআইএস পোর্টাল ১১৩
- কাস্টমাইজড ম্যাপ ১১৩
- সড়কের বিভিন্ন প্যারামিটার ১১৩
- বিভিন্ন প্যারামিটার দিয়ে সড়ক অনুসন্ধান ১১৪
- প্রকল্পওয়ারী ম্যাপ ১১৪
- প্রকল্প ও জেলা-উপজেলা ভিত্তিক সড়কের রিপোর্ট ১১৫
- দেশব্যাপী পাকা সড়কের ম্যাপ ১১৫
- স্কুল বাফার ম্যাপ ১১৬
- সড়ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিরূপণ ১১৬
- সড়কের ক্রস-সেকশন ১১৭
- স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ ১১৭

আইডিআইএস ১১৮
জিআরআইএস ১১৯
- রেগুলার সার্ভে মডিউল ১১৯
- ডেমেজড সার্ভে মডিউল ১১৯

অন্যান্য কার্যক্রম ১২০

উদ্ভাবন

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সরকারি, বেসরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং নাগরিক সুবিধা সহজলভ্য হয়েছে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের কাছ থেকে উন্নততর ও গতিশীল সেবা প্রত্যাশা করে। প্রথাগত পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে জনগণের কাছে প্রত্যাশিত সেবা পৌঁছে দেওয়া দুরূহ। এর জন্য প্রয়োজন এমন কিছু, যা সহজেই সেবাকে জনগণের হাতের নাগালে নিয়ে আসে। আর এ জন্য প্রয়োজন নতুন উদ্ভাবন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত। উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে ৮ এপ্রিল ২০১৩, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'উদ্ভাবনী দল' গঠনের নির্দেশ জারি করে। এই আদেশের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলাদেশে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। নাগরিকের প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বা সহজীকরণই জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষিতে এলজিইডিতে চার সদস্যের উদ্ভাবনী দল গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।

উদ্ভাবনী দলের কার্যপরিধি

- স্ব-স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা
- এই কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বছরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- প্রতিমাসে দলের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্ভাবন দলের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং
- প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ও নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- এলজিইডির যেকোনো প্রকল্পের আওতায় যেকোনো জেলার চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন তৈরি
- পরিদর্শন প্রতিবেদন তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ
- প্রতিবেদনে জিওট্যাগ আলোকচিত্র/ভিডিও সংযুক্ত করা।

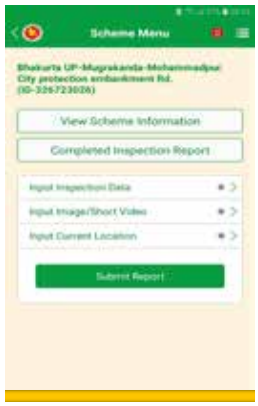

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

এলজিইডি যেসব অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে তার তথ্য জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে এবং এসব কার্যক্রমের বিষয়ে জনগণের মতামত প্রদানের সুবিধার জন্য বেশ কিছু উদ্ভাবন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক এবং ওয়েবভিত্তিক কার্যক্রম।

ফিল্ডওয়ার্ক ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (এফআইএমএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে-

জিআইএস পোর্টাল

তথ্যকে সহজলভ্য করা এবং জনগণের কাছে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে ২০১৭ সালে এলজিইডির জিআইএস পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষিত ডাটা নির্বাচন করে চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ তৈরি করা যায়। এসব ম্যাপ এলজিইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। চাহিদা অনুযায়ী ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে এসব ম্যাপ সংগ্রহ করা যায়। প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে পোর্টালে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের স্কিম তালিকা সন্নিবেশ করা হয়েছে। অ্যাপটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়কের দ্বৈততা যাচাই করা যায়। এই সেবাটি অনলাইনে gis.lged.gov.bd ওয়েব এ্যাড্রেসে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জিআইএস সেকশন থেকে নির্দিষ্ট ফি এর দিয়ে মুদ্রিত ম্যাপও সংগ্রহ করা যায়।

কাস্টমাইজড ম্যাপ

লেয়ার প্যানেল থেকে প্রয়োজন মোতাবেক লেয়ার নির্বাচন করে সহজেই কাস্টমাইজড ম্যাপ প্রস্তুত করা যায়। Export- এ ক্লিক করে ম্যাপ ইমেজ আকারে সেইভ করা যাবে।

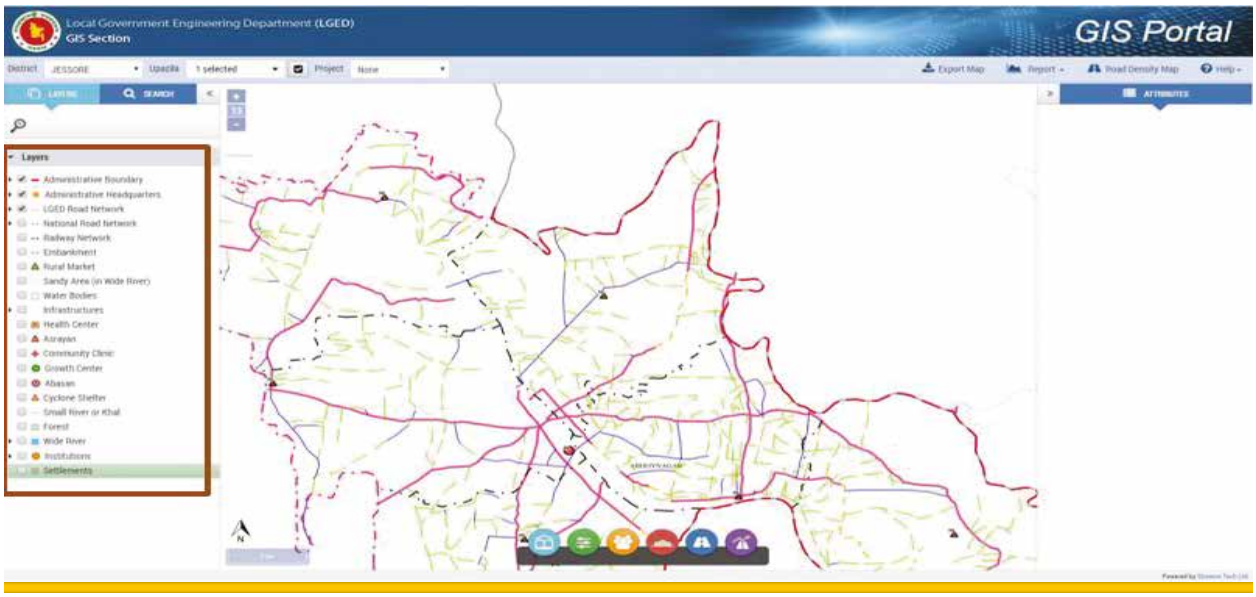

সড়কের বিভিন্ন প্যারামিটার

যে কোনো সড়কে ক্লিক করলে পাশের প্যানেলে সড়কের আইডি, ক্যাটাগরি, সারফেস টাইপসহ বিভিন্ন প্যারামিটার দেখা যাবে। এতে করে এক নজরে সড়কটির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

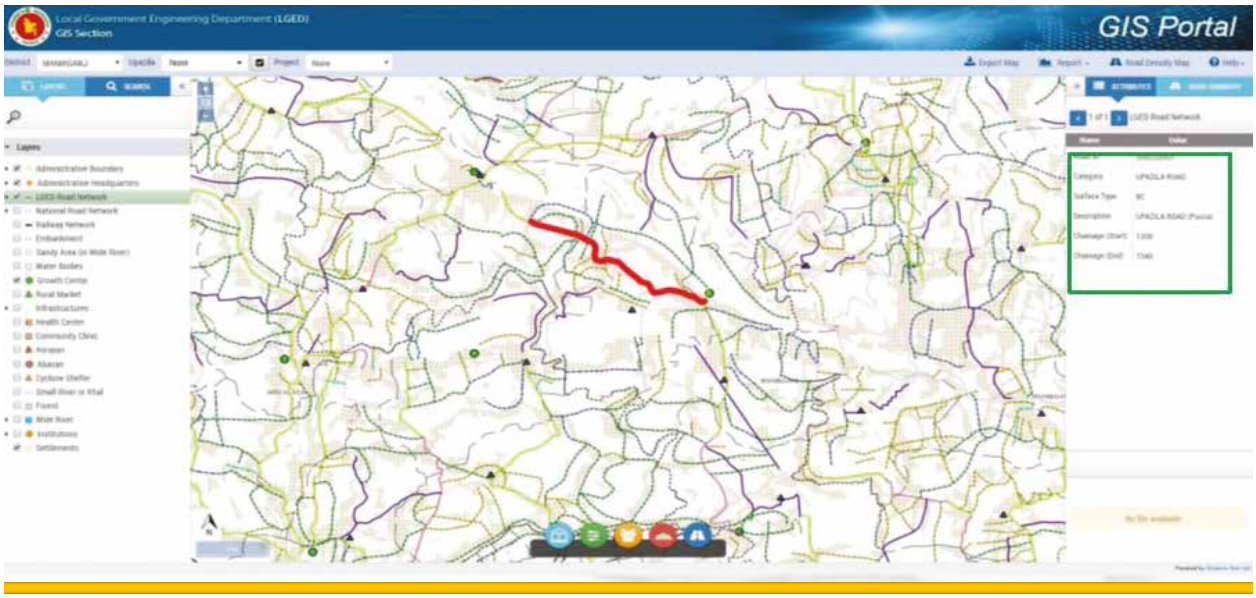

বিভিন্ন প্যারামিটার দিয়ে সড়ক অনুসন্ধান

সড়কের নাম, আইডি, ইন্টারন্যাশনাল রাফনেস ইনডেক্স (আইআরআই), অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ ডেইলি ট্রাফিক (এএডিটি) ইত্যাদি প্যারামিটার ব্যবহার করে নির্ধারিত সড়ক খুঁজে পাওয়া যাবে; যা প্রকল্প প্রণয়ন ও ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে ।

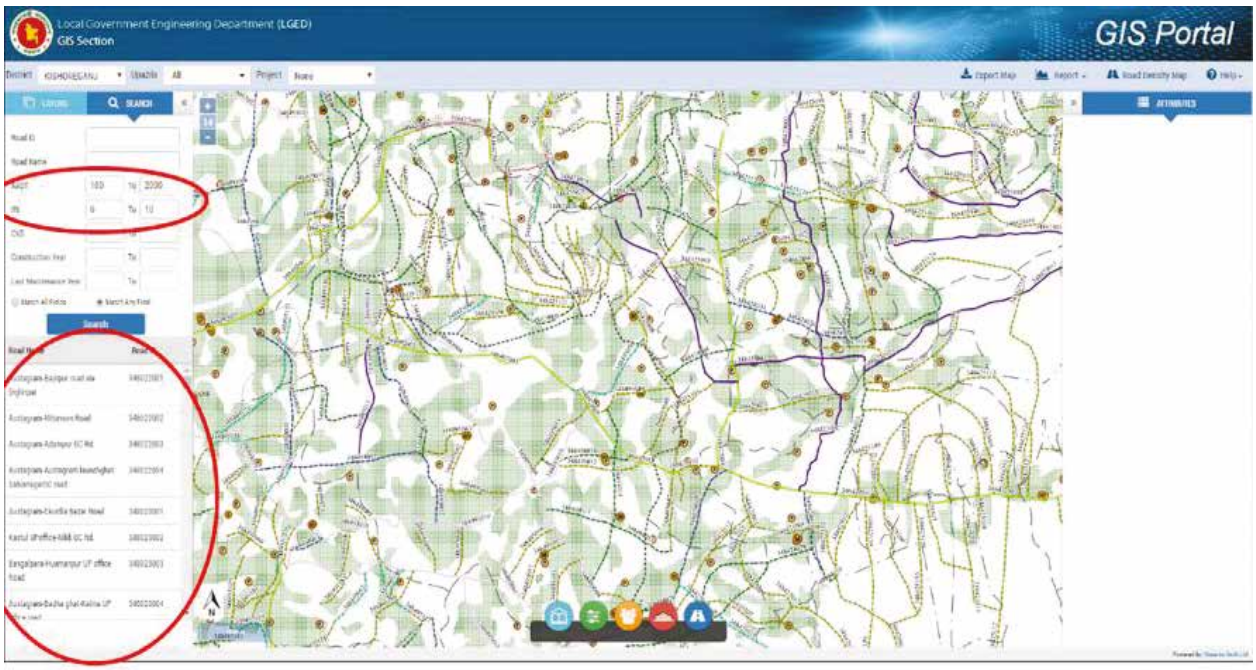

প্রকল্পওয়ারী ম্যাপ

কোনো জেলা/উপজেলার প্রকল্পওয়ারী ম্যাপ দেখে সেখানে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ।

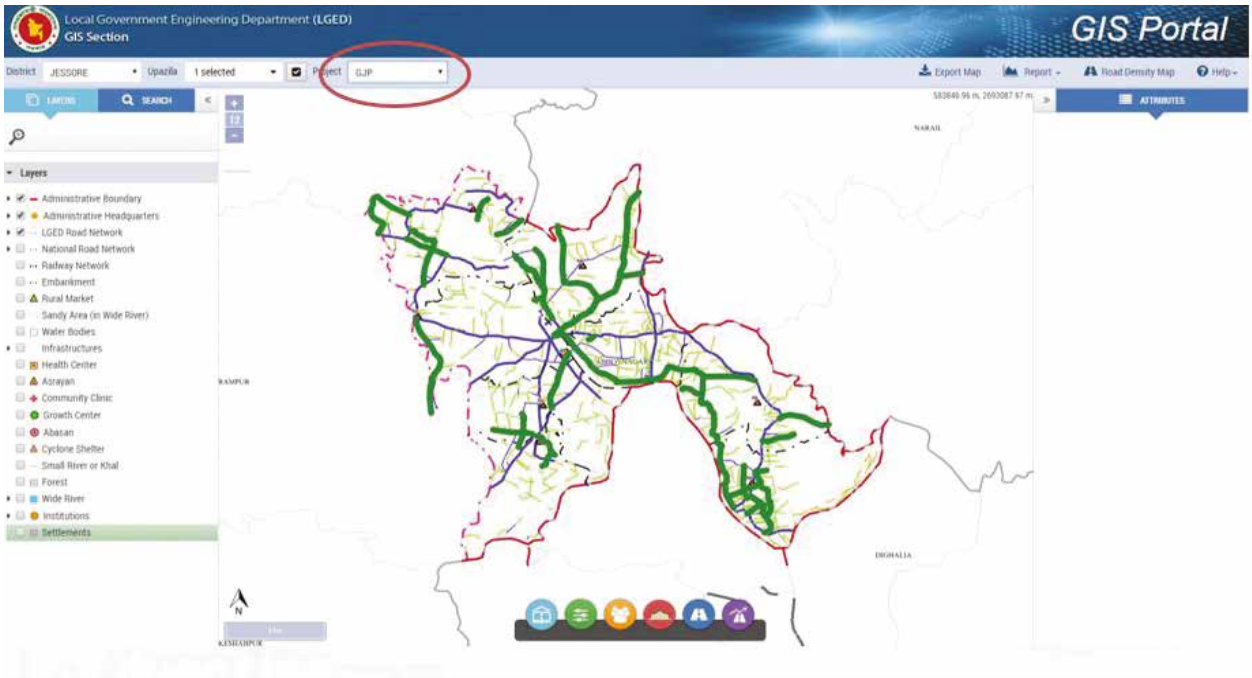

প্রকল্প ও জেলা-উপজেলাভিত্তিক সড়কের রিপোর্ট

জেলা-উপজেলার সড়কের সার্বিক অবস্থা বোঝার জন্য রিপোর্ট বেশ কার্যকর।

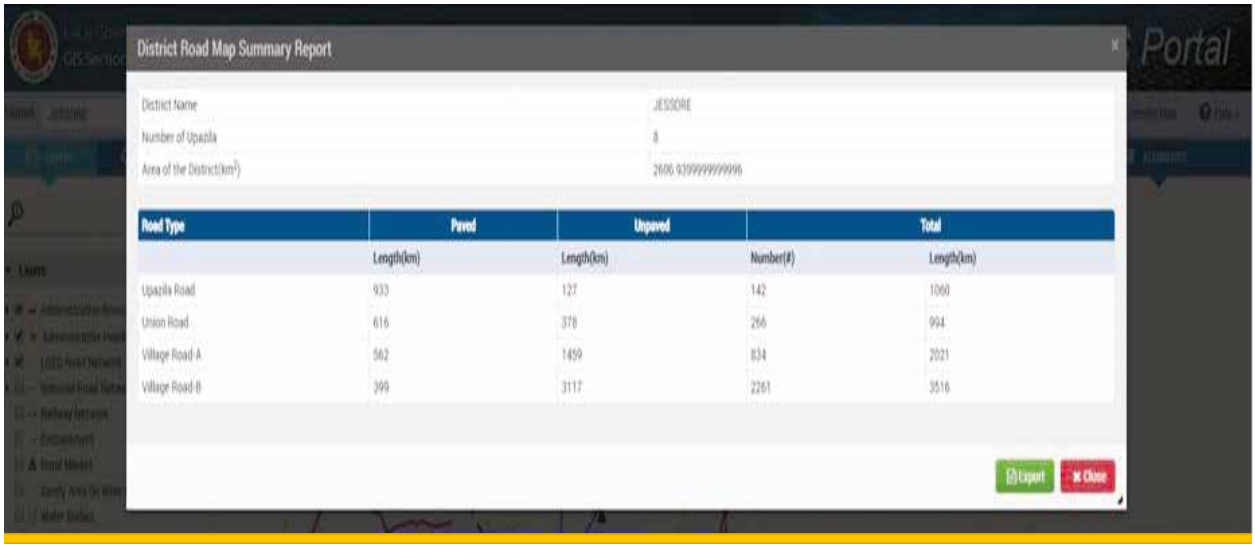

দেশব্যাপী পাকা সড়কের ম্যাপ

এই ম্যাপের সাহায্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের উন্নয়ন চিত্র নিরূপণ করা যায়। নতুন প্রকল্প পরিকল্পনার জন্য ম্যাপ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

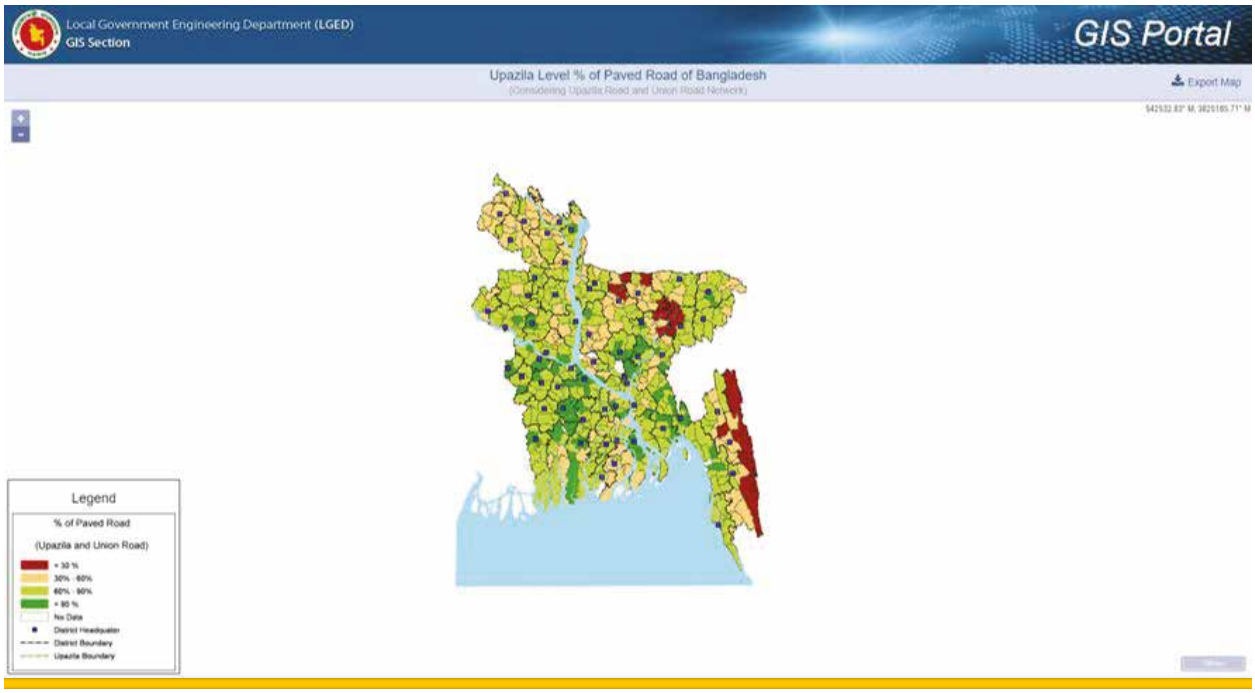

স্কুল বাফার ম্যাপ

স্কুলের চারপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বের বাফার এরিয়া দেখা যাবে। নতুন বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করতে এই ম্যাপ খুবই কার্যকর।

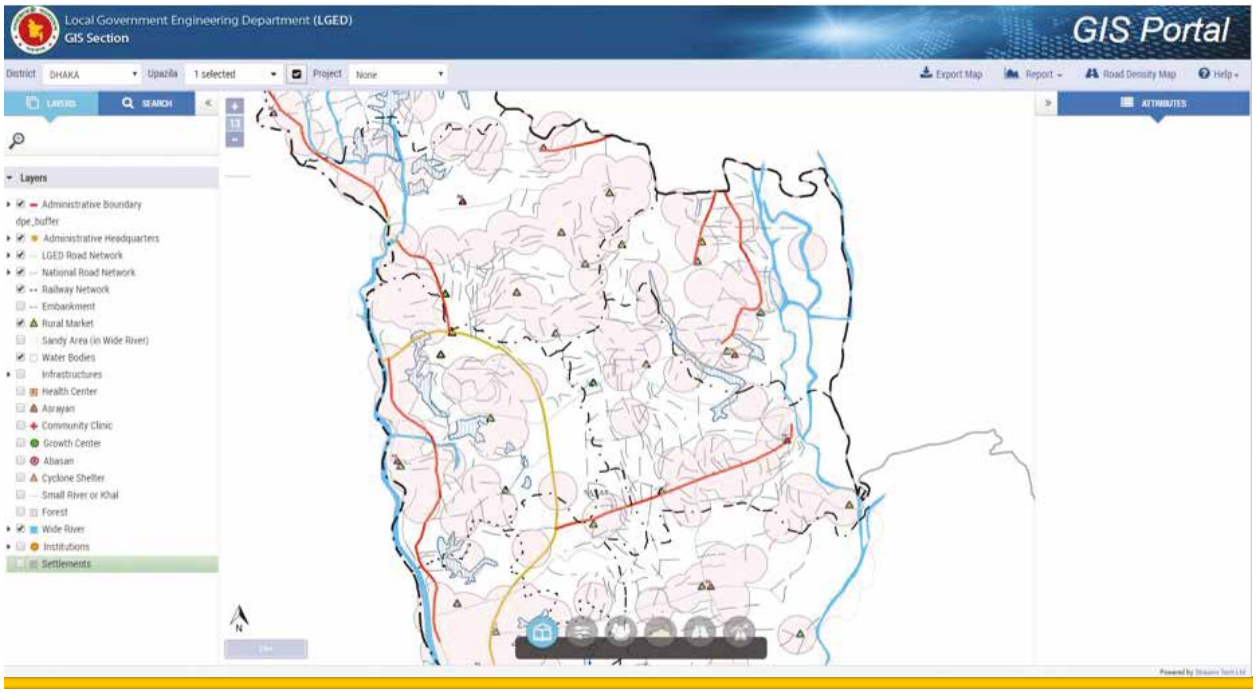

সড়ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিরূপণ

কোনো সড়কের পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে কী পরিমাণ জনসংখ্যা রয়েছে, অর্থাৎ সড়কটি ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

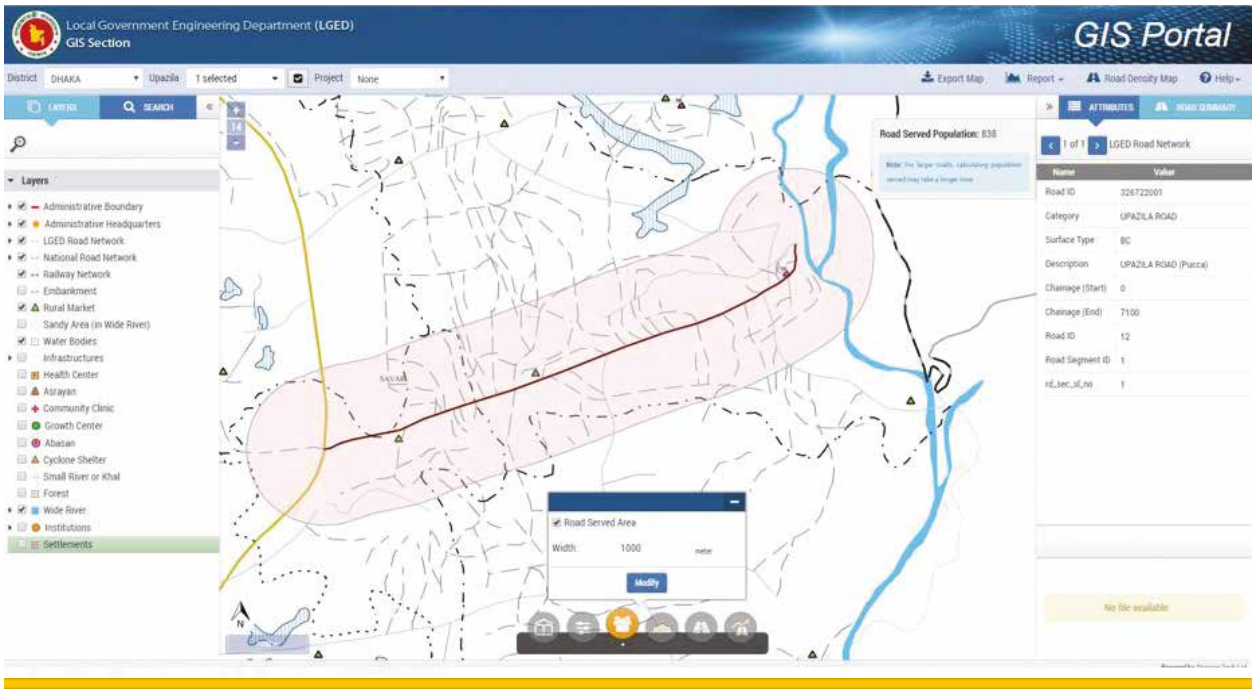

সড়কের ক্রস-সেকশন

কোনো সড়কের ক্যারেইজওয়ে, শোল্ডার, এমব্যাঙ্কমেন্ট হাইট কত তা জানা যায়, যা সড়কটির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করে ।

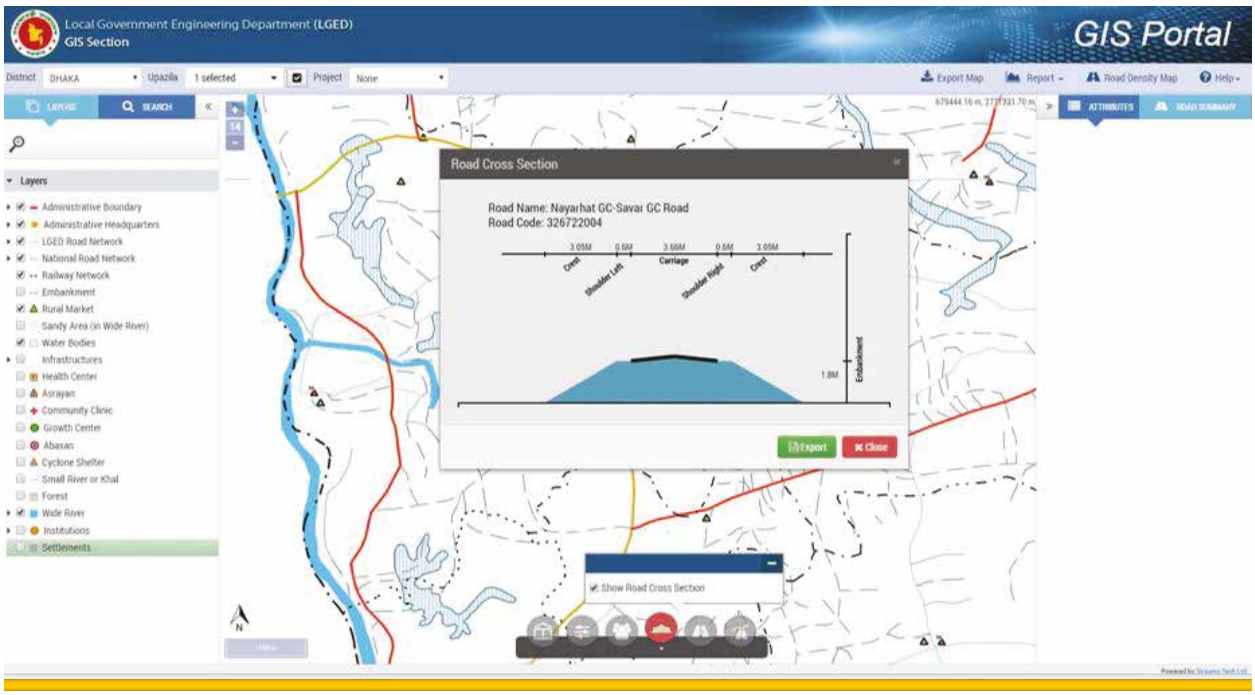

স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ

পূর্বে কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ না থাকায় নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো । ফলে অনেক সময় প্রয়োজন হতো, আবার প্রক্রিয়াটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না । এখন জিআইএস পোর্টালে নিমিষেই প্রস্তাবিত স্কিম তালিকা আপলোড করে দ্বৈততা নিরূপণ করা যাবে । সশরীরে কোনো কার্যালয় ভিজিট করার প্রয়োজন হবে না ।

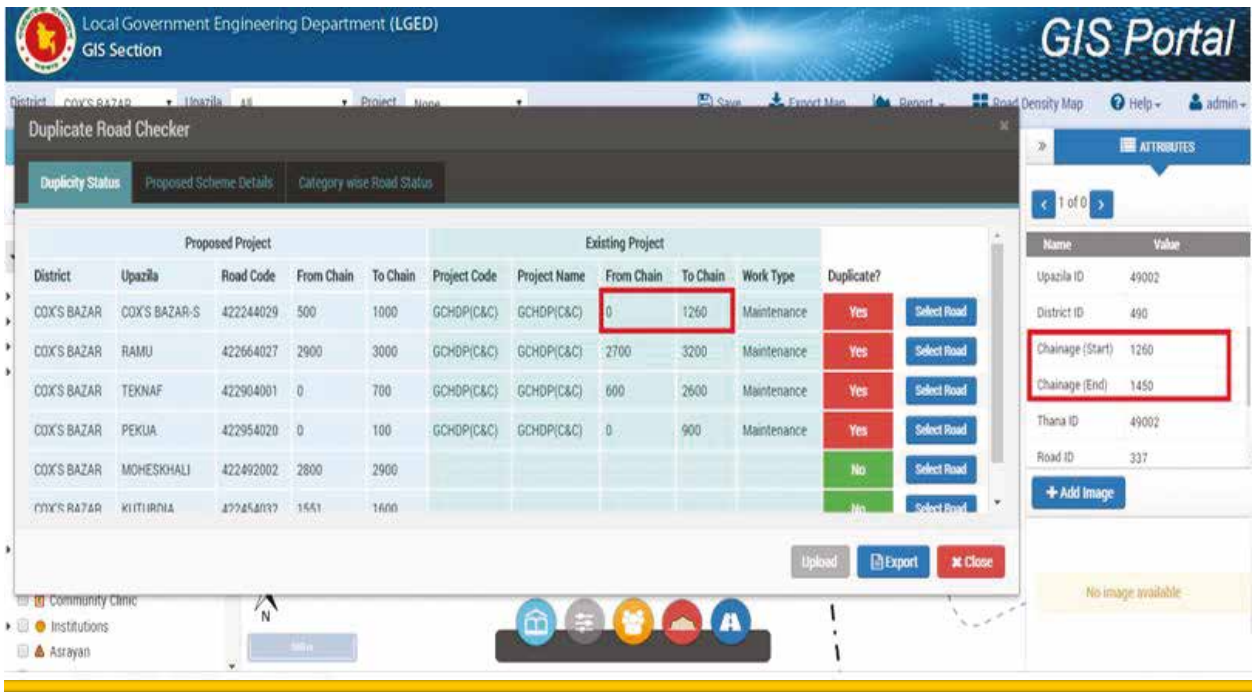

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এই অ্যাপ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে-

- এলজিইডি নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামো যেমন সড়ক, সেতু, কালভার্ট, ভবন, সেচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া
- নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামোর গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য, অভিযোগ অথবা পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ, যার মধ্যে রয়েছে-
  - ★ সম্পাদিত কাজের আলোকচিত্র অথবা ভিডিওচিত্র, মতামত, অভিযোগ কিংবা পরামর্শ এবং অন্যান্য তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া
  - ★ এসব তথ্য, মতামত কিংবা অভিযোগ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে, যা যেকোনো সময় দেখতে পাওয়া
  - ★ নাগরিকের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া; এবং
  - ★ নাগরিক কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রমকে রেটিং করা।

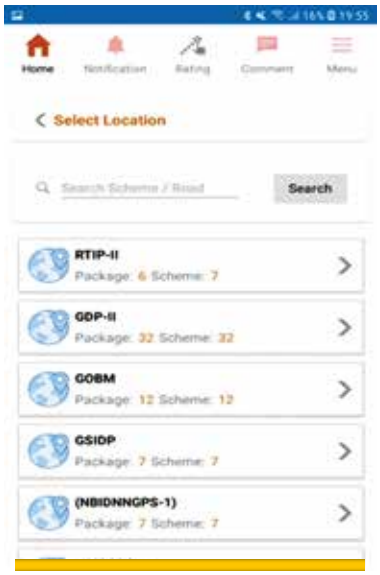

জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস)

রেগুলার সার্ভে মডিউল

চলন্ত অবস্থায় মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সড়কের নির্ভুল সার্ভে, জিও-লোকেশনসহ ছবি তোলা ও অন্যান্য সুবিধা, যেমন- সড়কের কাঁচা পাকা অংশ ও সেতু-কালভার্টের অবস্থান সম্বলিত জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে অ্যাপ্লিকেশন (জিআরআইএস) শিরোনামে মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অ্যাপটি অনলাইন অফলাইন দুইভাবেই ব্যবহার করা যাবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজে সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর সার্ভে করে তৎক্ষণাৎ এলজিইডির কেন্দ্রীয় জিও-ডাটাবেজ হালনাগাদ করা যাবে।

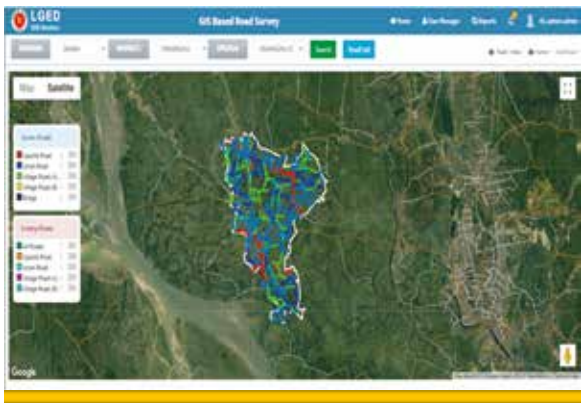

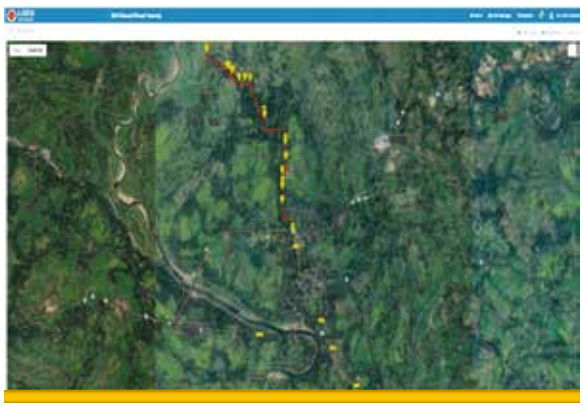

ডেমেজড সার্ভে মডিউল

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস) অ্যাপে মডিউল সংযোজন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) পল্লি ও শহর অঞ্চলের অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে। এলজিইডি মূলত স্থানীয় পর্যায়ের পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এ সকল অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মূলত এলজিইডির প্রধান কাজ।

বাংলাদেশ প্রতিবছর বন্যা , জলোচ্ছাস, খরা, সাইক্লোনসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয় । এ সকল দুর্যোগের পর জনজীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এসকল ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক ও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা একটি চ্যালেঞ্জ ।

যেকোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে জিআইএস প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এলজিইডি নব্বইরের দশক থেকে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে । এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলজিইডি দেশের সকল উপজেলার ১৯ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে । এসকল তথ্য বিশ্লেষণ করে নানা ধরণের ম্যাপ তৈরি করা যায়, যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । এ ম্যাপ এলজিইডির নিজস্ব কাজের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নির্বাচন কমিশনসহ অনেকেই ব্যবহার করে থাকে ।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহ অতি গুরুত্বপূর্ণ । এলজিইডি ইতোমধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামোর জিআইএস বেইজড সার্ভের জন্য জিআরআইএস নামক অ্যাপ প্রস্তুত করেছে । এটি দ্বারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুব সহজে, অল্পসময়ে ও নির্ভুলভাবে গ্রামীণ অবকাঠামোর সার্ভে করা যায় । সম্প্রতি দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআরআইএস অ্যাপটিতে একটি মডিউল যোগ করেছে ।

জিআরআইএস অ্যাপটিতে সংযোজিত মডিউলটি দ্বারা দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহজে, দ্রুততর সময়ে ও নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা সম্ভব, অতীতে যা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করার ফলে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হতো । এতে করে সার্ভে কার্য সহজে সম্পাদন ও সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস) অ্যাপে মডিউল সংযোজনের ফলে -

- মোবাইলের সাহায্যে সহজে সার্ভে সম্পাদন করে তথ্য সরাসরি সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে;
- ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের ছবি ও ভিডিও জিও-লোকেশনসহ প্রেরণ করা যাচ্ছে যা দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত অবস্থা জানা সহজ হচ্ছে
- তথ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার অবসান হয়েছে
- প্রেরিত তথ্য ম্যাপে ও চাহিদা মত রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে, ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ সহজ হচ্ছে

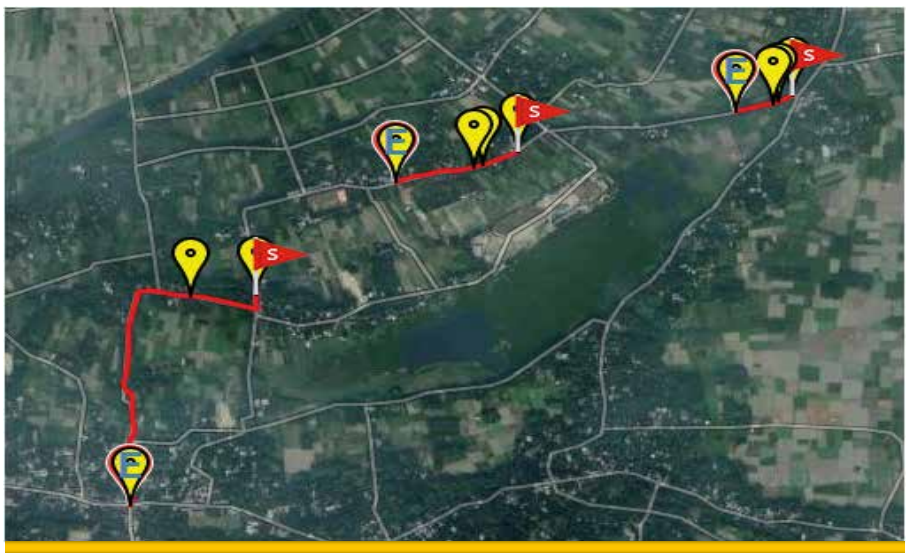

অন্যান্য কার্যক্রম

এলজিইডির আইসিটি ইউনিটে ডিজিটাল এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে । এলজিইডির সদর দপ্তর বা মাঠপর্যায়ের যেকোনো কার্যালয়ের আইসিটি সরঞ্জাম ও পরামর্শকদের তথ্য সংরক্ষণ, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেদন তৈরি এবং সহজে কার্যালয়সমূহের আইসিটি সরঞ্জামের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও চাহিদা নিরূপণ জন্য আইসিটি ইকুইপমেন্ট এন্ড কনসালটেন্ট ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে ।

অধ্যায়-১৩

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ ১২২
উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান ১২৩
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ১২৩
জাতীয় কর্মশালা: 'আমার গ্রাম আমার শহর' ১২৪

আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে এদেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশে গ্রাম রয়েছে প্রায় ৮৭ হাজার। দেশের খাদ্য, পুষ্টি আর কর্মক্ষম জনশক্তির প্রধান উৎস গ্রাম। তবে উন্নত জীবনের আশায় গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এতে শহরগুলোর ওপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রবণতা রোধ করতে এবং গ্রামের মানুষের কাছে শহরের আধুনিক সেবা পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করেছেন।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করতো। সে সময় দেশের পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুব নাজুক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭২-এর সংবিধানে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, কুটির শিল্পসহ অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে "গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর" সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে তা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার অনুযায়ী সব গ্রাম হবে পরিকল্পিত, সাজানো গোছানো। গ্রামে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে এমনভাবে যেন কোনও ভাবে জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট না হয়। গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো এবং মানবসম্পদের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবহারের মাধমে প্রতিটি গ্রাম হবে প্রাচুর্যময় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং গতিশীল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৭২ এর সংবিধানে 'গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অঙ্গীকারে জীবনমান উন্নয়নের সকল অনুষঙ্গ, যেমন- উন্নত রাস্তাঘাট, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে শহরের আধুনিক সুবিধা সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এতে মোট চার ধরনের সমন্বিত কার্যক্রমের ধারণা রয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো হলো- (১) অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, (২) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, (৩) কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা এবং (৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে দেওয়া এক ভাষণে বলেছিলেন "গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূলকেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখে।"

২০০৯ সাল থেকে সরকার দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়নে দুই মেয়াদে বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, শিক্ষা সম্প্রসারণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থিক সেবাখাতের পরিধি বিস্তার, কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন, যা পল্লি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি বদ্ধপরিকর। গ্রামবাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে এলজিইডির গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এলজিইডি দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করছে। গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক অগ্রসর। সারা দেশে এলজিইডি নির্মিত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক দেশের অধিকাংশ গ্রামকে সংযুক্ত করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক এক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ অঙ্গীকারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম-উন্নয়ন ভাবনা ফুটে ওঠেছে।

হাটবাজার হলো গ্রামীণ অর্থনীতি প্রাণকেন্দ্র। দেশব্যাপী ২,১০০টি গ্রোথ সেন্টার এবং ১৫,৫৫৫টি গ্রামীণ হাটবাজার রয়েছে। বিগত তিন দশকে দেশব্যাপী ৪,২৮০টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবছর ১০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শকালে নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করে প্রতিটি গ্রামের প্রতিবেশ ও পরিবেশ বিবেচনা করে নির্বাচনী ইশতেহারের মূল ভাবনার সঙ্গে সমন্বয় করে চলমান প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনে সম্প্রসারণ এবং ইশতেহারের নতুন ধারণাসমূহ বাস্তবায়নে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন

উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তৃণমূলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিজমি রক্ষা ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরির নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপজেলাগুলোতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিতভাবে সড়ক নির্মাণ ও চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দেশের সকল উপজেলায় দ্রুত মাস্টারপ্ল্যান তৈরির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে নির্দেশনা দেন। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় চৌদ্দটি উপজেলার মাস্টারপ্ল্যানের কাজ সম্পন্ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সরকারের 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ বাস্তবে রূপ দিতে উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরির জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার সৃজনশীল কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং সংস্থাসমূহের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনায় ভ্যালু ইনোভেশনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন

সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফরকালে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, সবার জন্য উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিতকরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। একই সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা, মান ও স্থায়িত্ব ধরে রেখে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও প্রদান করে থাকেন। এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অনুশাসনের আলোকে স্কিম বাস্তবায়ন করে থাকে; যার মধ্যে মূলত রয়েছে গ্রামীণ সড়ক ও সেতু নির্মাণ। ২০০৯ সালে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এলজিইডির অনুকূলে প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির মোট সংখ্যা ছিল ১৩০টি। এর মধ্যে প্রতিশ্রুতি ৯৪টি এবং নির্দেশনা ৩৬টি।

ছক-১৩.১: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতি	মন্তব্য
৯৪	৭১	২০	৩টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

ছক-১৩.২: নির্দেশনা বাস্তবায়ন

মোট নির্দেশনা	বাস্তবায়িত নির্দেশনা	বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনা	মন্তব্য
৩৬	২০	১৫	১টি নির্দেশনার বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতীয় কর্মশালা

‘আমার গ্রাম আমার শহর’

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর বিশেষ অঙ্গীকার ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার। জাতীয় পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রতিশ্রুতি দেন। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে গ্রামের জনগণ সামগ্রিক উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করতে পারবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা সুচারুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজধানীর একটি হোটেলে স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত ‘আমার গ্রাম আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। এ কর্মশালা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি। মাননীয় মন্ত্রী শহরের নাগরিক সুবিধা গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এ কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে একটি সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা দেন। এ কর্মপরিকল্পনায় তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের মাধ্যমে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ অঙ্গীকারটি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেন।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন

জাতীয় কর্মশালা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

কর্মশালায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমান এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি। কর্মশালা উদ্বোধনের পর পল্লি অবকাঠামো ও যোগাযোগ, গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজার উন্নয়ন, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদন ও উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানের ওপর আলাদা আলাদা কর্মঅধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে কর্মঅধিবেশন থেকে ওঠে আসা বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়।

উল্লিখিত সুপারিশমালার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর “ আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অধ্যায়-১৪

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি	১২৬
মিশন	১২৬
এমজিএসপি: বিশ্বব্যাংক মিশন	১২৬
সিটিইআইপি: এডিবি মিশন	১২৭
ইউজিআইআইপি-৩: এডিবি মিশন	১২৭
আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন	১২৮
বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন	১২৮

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

স্বাধীনতাত্তোরকাল থেকে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো নিবিড়ভাবে কাজ করছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এলজিইডির কাজের অভিজ্ঞতা শুরু থেকেই। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠা লাভের আগে সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (নোরাড) এর সহায়তায় ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ মেয়াদে নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-আইআরডব্লিউপি) বাস্তবায়িত হয়। তৎকালীন পূর্ত কর্মসূচি উইং এর মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে সিডা ও নোরাডের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) শীর্ষক এক কর্মসূচি হাতে নেয়। এই কর্মসূচির আওতায় দুটি প্রকল্প– পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪: অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিপি) এবং পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫: প্রোডাকশন এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট (পিইপি) বাস্তবায়িত হয়। এলজিইবি পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় আইডিপি এবং বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫ এর আওতায় পিইপি বাস্তবায়ন করে। ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম এ চার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকল্পে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে এর সমাপ্তির পরপরই আরইএসপি-২ এর কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় পূর্ববর্তী চারটি জেলার সঙ্গে রাজবাড়ী ও শরিয়তপুর জেলাকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয় এবং আরইএসপি-২ এর এলজিইবি অংশে আইডিপির পাশাপাশি আর একটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার নাম ছিলো আইএসপি বা ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট। আইএসপির আওতায় ছিল প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও ডিজাইন- এই তিনটি কম্পোনেন্ট। উল্লেখ্য, প্রথম আরইএসপিতে আইডিপি এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে আইএসপির আওতায় প্রশিক্ষণকে নিয়ে আসা হয়। ১৯৯৬ সালে আরইএসপি-২ এর সমাপ্তির পর আরইএসপি-৩ বাস্তবায়ন করা হয়, যার মেয়াদ ছিল ২০০১ সাল পর্যন্ত।

এদিকে প্রায় একই সময় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) এর স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্ক (এসএফএফডব্লিউ) এর সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজ ও পরবর্তীতে ওসব সড়কে ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি। এসব সড়ককে পরবর্তীতে ফিডার সড়ক-বি হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় এবং সর্বশেষ সড়ক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এসব সড়ক এলজিইডির উপজেলা সড়কের মর্যাদা পেয়েছে। একই সময় কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায় গ্রামীণ পর্যায়ে মাটির রাস্তা ও ছোট ছোট কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কর্মরত সকল উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে এলজিইডির রয়েছে উন্নয়ন অংশীদারিত্ব। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে রয়েছে এলজিইডির দীর্ঘ আস্থার সম্পর্ক। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডিতে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২৭টি। উন্নয়ন সহযোগীর সংখ্যা ছিল ১৬টি। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় এলজিইডি পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে ১৮টি, নগর উন্নয়ন সেক্টরে ৭টি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ১টি কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডির পল্লি উন্নয়নে সেক্টরে বাস্তবায়িত ১৮টি প্রকল্পে উন্নয়ন সংযোগীদের মোট বরাদ্দ ছিল ১,৭৬,৯২৮ লক্ষ টাকা, নগর উন্নয়ন সেক্টরের আটটি প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ২,০৫,৭৪২ লক্ষ টাকা এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে বরাদ্দ ছিল ৭৬৩৪ লক্ষ টাকা। এছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্পে বরাদ্দ ৯ কোটি টাকা।

মিশন

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও নতুন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে উন্নয়ন সংযোগীদের পক্ষ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ১০টি মিশন পরিচালিত হয়। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ৫টি, বিশ্বব্যাংক ৩টি এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জাইকা) ২টি মিশন পরিচালনা করে। মিশন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে, যা যথাযথ প্রকল্প সম্পন্ন ও প্রকল্পসমূহের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এমজিএসপি: বিশ্বব্যাংক মিশন

গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এমজিএসপি প্রকল্পের ওপর বিশ্বব্যাংকের মোট তিনটি ইমপ্লিমেন্ট সাপোর্ট রিভিউ মিশন সম্পন্ন হয়। এ মিশন তিনটি যথাক্রমে জুলাই ২০১৯, অক্টোবর ২০১৯ ও ফেব্রুয়ারি ২০২০ পরিচালিত হয়। এসব মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট ও টাস্কটিম লিডার মি. কাওয়াবেনা আমান্‌কওয়াহ-ইয়েহ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক অর্জনগুলোর অগ্রগতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে এসব মিশন সম্পন্ন হয়। বিশ্বব্যাংক মিশন সরেজমিন প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও মিশন স্থানীয়

সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের ঊর্ধ্বতন

কর্মকর্তাগণের সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হয়। মিশন মাঠপর্যায়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ও এলজিইডির কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। মিশন প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেয়।

সিটিইআইপি: এডিবি মিশন

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপকূলীয় শহর পরিবেশ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি) এর কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর মিশন পরিচালিত হয়। ১৫ নভেম্বর মিশনের কর্মসূচি শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ সম্পন্ন হয়। এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার) শহিদুল আলম মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিশন প্রকল্পের নির্মাণাধীন সড়ক, সেতু, ড্রেন ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করে। মিশন প্রতিনিধিবৃন্দ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিআইইউ)সহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হন।

মিশন মাঠ পর্যায় পরিদর্শনের অংশ হিসেবে প্রকল্পভুক্ত উপকুলীয় শহর বরগুনা, কলাপাড়া, আমতলী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর এবং বাগেরহাট পৌরসভা পরিদর্শন করে। এসময়ে ইন্টিগ্রেটেড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশনসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করা হয়। মিশন প্রকল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হওয়ায় , বিশেষত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নকাজের গুণগতমান পরীক্ষা করে সন্তোষ প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, পটুয়াখালি ও বাগেরহাট পৌরসভায় এডিবির অতিরিক্ত অর্থায়নে আরবান ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ট্রাস্ট ফান্ড (ইউসিসিআরটিএফ) সংশ্লিষ্ট গ্রান্ট রিভিউ মিশন এবং এডিবি লোন রিভিউ মিশন একই সঙ্গে সমন্বিতভাবে পরিচালিত হয়।

মিশন প্রতিনিধিবৃন্দ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এর সভাপতিত্বে সমাপনী (র‍্যাপ আপ) সভায় অংশ নেন। সভায় মিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়।

ইউজিআইআইপি-৩: এডিবি মিশন

এলজিইডি ও ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩টি এডিবি মিশন সম্পন্ন হয়। মিশন প্রকল্পের নগর পরিচালন, অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্রয় পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা ছাড়াও প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদল প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

গত অক্টোবর ২০১৯, এডিবির অডিটর জেনারেল মিশন এবং জানুয়ারি ২০২০, মিড টার্ম রিভিউ মিশন সম্পন্ন হয়। এডিবি পরিচালিত অডিটর জেনারেল মিশনে নেতৃত্ব দেন এডিবির প্রিন্সিপাল অডিট স্পেশালিস্ট মিস. ওয়েই সেন চ্যাং। জানুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত এডিবির মিডটার্ম রিভিউ মিশনে নেতৃত্ব দেন, এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার শহিদুল আলম। এছাড়া, গত জানুয়ারি ২০২০ আরেক মিশনে নেতৃত্ব দেন, এডিবির আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়াটার ডিভিশন সাউথ এশিয়ার ডিরেক্টর মি. নরিও সাইটো।

মিশন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটসহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। মিশন প্রকল্পভুক্ত যশোর, কুষ্টিয়া, বেনাপোল, রাজবাড়ি পৌরসভা পরিদর্শন করে।

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এলজিইডি বাস্তবায়িত সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর ওপর গত ২৭ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর ২০১৯ বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন সহায়তা পর্যালোচনা মিশন পরিচালিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের লিড ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট ও টাস্কটিম লিডার মার্টিন ইমফ্রে। আরটিআইপি-২ এর আওতাভুক্ত গ্রামীণ এলাকায় ভৌত যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে মিশন উল্লেখ করে। মিশন প্রকল্পের বাস্তবায়িত গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, পল্লি সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রতিনিধিদল এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান ও এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। মিশন পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব, মাঠ পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের বিষয় সুপারিশ তুলে ধরে।

আরটিআইপি-২ এর মূল কার্যক্রম দেশের ২৬টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৪৪১ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৪১৩ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন এবং ৪,৪৫৫ কিলোমিটার উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসন করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে ৩৪টি গ্রোথ সেন্টার, ১০টি জেটি ও নদী খননের পাইলট প্রকল্প হিসেবে খনন করা হয়েছে ৪৭ কিলোমিটার গ্রামীণ নদীপথ। ২০১৭ সালে বন্যায় এলজিইডি নির্মিত সড়কসমূহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পের ২৬টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলায় অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। অতিরিক্ত অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক সহায়তা করছে।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক জন এ, রুমে এবং প্রাকটিস ম্যানেজার, সাউথ এশিয়া রিজিয়ন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড সিনিয়র ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ক্রিস্টোফার পুশ-এর সমন্বয়ে এক প্রতিনিধিদল গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় নির্মিত রামনগর দক্ষিণপাড়া জগন্নাথ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার পরিদর্শন করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশের

প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের জানমাল ও গবাদিপশু সম্পদ রক্ষায় আশ্রয়কেন্দ্রটি যে ভূমিকা রেখেছে তা জেনে প্রতিনিধিদল সন্তোষ প্রকাশ করে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জরুরী ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারটি নির্মাণ করা হয়। মূলত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের মত সকল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় পল্লি এলাকায় নির্মিত এই স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টারটির ব্যবহার ও নির্মাণশৈলি দেখে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল সন্তোষ প্রকাশ করেন। সফরকালে এলজিইডির বহুমুখি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জাভেদ করিম, বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের টাস্ক টিম লিডার ও সিনিয়র ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ইগনাসিও উরুসিয়া এবং এলজিইডির খুলনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী শামীম কবিরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে বিশ্বব্যাংক জানুয়ারি ২০২০ এ প্রকাশিত খসড়া কর্মসম্পাদন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দুর্যোগে সাড়া প্রদানে সক্ষমতা অর্জনে বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্পগুলোতে দুর্যোগকালে জনগণের সহায়তার জন্য যে সকল লক্ষ্য স্থির করেছে সেগুলো সঠিকভাবেই এগুচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত বৈশ্বিক সুশাসন সূচকে আগামীতে আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এসব বহুমুখি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করতে পারবে, যা একটি ইতিবাচক দিক।

অধ্যায়-১৫

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার ১৩০
বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩০
প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ১৩১
অন্যান্য প্রকাশনা ১৩১
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ১৩১

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও ফলাফলের তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রকাশনার। এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে শুরু থেকেই এলজিইডি নিউজলেটার প্রকাশ করে আসছে। এছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জনের তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

নিউজলেটার

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে 'এলজিইবি নিউজলেটার' নামে ত্রৈমাসিক একটি প্রকাশনার মাধ্যমে প্রথম জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডি আত্মপ্রকাশ করলে ওই বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের নিউজলেটারের নামকরণ করা হয় 'এলজিইডি নিউজলেটার'। উল্লেখ করা যেতে পারে, এলজিইডির কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততার ফলে এসময় নিউজলেটার ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতো।

এদিকে পানি সম্পদ সেক্টর থেকে জুলাই, ১৯৯৯ এ 'পানি সম্পদ বার্তা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের খবরা-খবর প্রকাশ করা হতো। এরপর এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে 'পৌর বার্তা' নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়, যা পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নগর সংবাদ' নামে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে।

২০১৫ সালে এলজিইডি নিউজলেটার, নগর সংবাদ এবং পানি সম্পদ বার্তা একীভূত করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গভাবে 'এলজিইডি নিউজলেটার' নামে বাংলা ও ইংরেজিতে অভিন্ন নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

সংস্থার প্রতিবছরের কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জিত সাফল্য ও উদ্ভূত সমস্যা এবং তহবিল ব্যবহারে আয়-ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। সরকার প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও রাজস্ব খাতে এলজিইডির অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে সারা দেশের স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। একই সঙ্গে সরকারের অন্যান্য কর্মসূচি যেমন- দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল কাজের বছরভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে ২০০৪ সালে প্রথম ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে বাস্তবায়িত এলজিইডির সামগ্রিক কাজের অগ্রগতির তথ্য পরিবেশিত হয়। শুরুতে বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলায় প্রকাশিত হলেও উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এলজিইডির যে বিশাল কর্মযজ্ঞ রয়েছে, সে কারণে বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করা হয়।

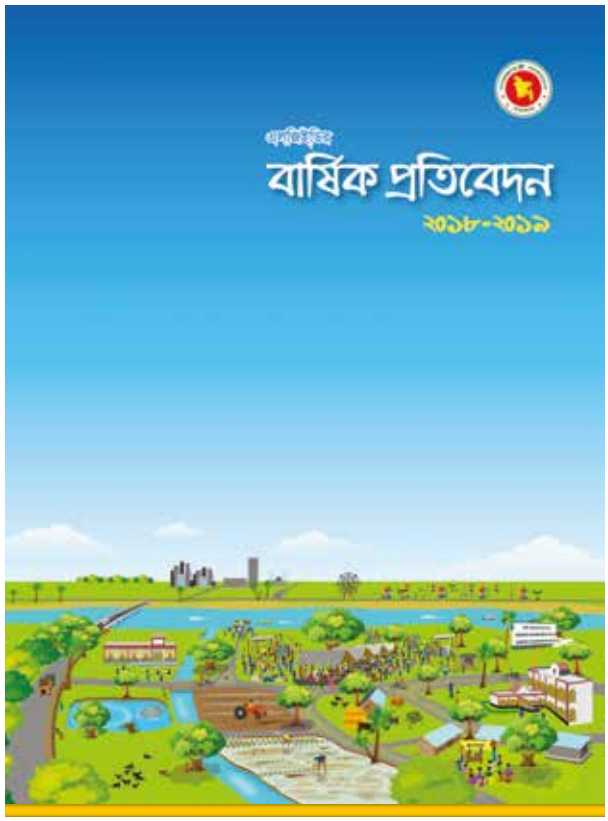

এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি

এলজিইডি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন নিমিত্তে অর্থবছরের শুরুতে প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হচ্ছে। এলজিইবিকালীন বার্ষিক প্রশিক্ষণ তথ্যাদি ব্রসিউর ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হতো। এরপর ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি বই আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকে; যেমন- কোর্স শিরোনাম, প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণি, কোর্সের মেয়াদ, তারিখ ও সময়সূচি, প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ও প্রাক্কলিক বাজেট ইত্যাদি। বর্ষপঞ্জি থেকে এলজিইডির উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সার্বিকচিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রণীত প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি থেকে জানা গেছে, ক্লাসরুমভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকালীন প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। করোনাভাইরাসের কারণে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি বর্ষপঞ্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রকাশনা

এলজিইডির ইউনিট ও প্রকল্পগুলো পরিচিতিমূলক এবং কার্যক্রমভিত্তিক পুস্তিকা, ফ্ল্যায়ার, ব্রুশিওর ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ করে থাকে। এলজিইডির কার্যক্রম এবং প্রকল্পভিত্তিক পরিচিতিমূলক প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন কাজের উদ্বোধনের সময় সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্যকণিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর ফলে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের ওপর সচিত্র তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের সময় এলজিইডি জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের ওপর পুস্তিকা/ব্রুশিওর এবং জাতীয় উন্নয়ন মেলায় তথ্যকণিকা প্রকাশ করে।

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার

এলজিইডিতে সমন্বিতভাবে মিডিয়া ও প্রকাশনার কাজ বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১৮ এ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের মূল ভবনের চতুর্থ তলায় এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এলজিইডির ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ব্রুশিয়র ও ভিডিওচিত্র নির্মাণে মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়াও উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা কাজের শুভ উদ্বোধনের সময় যেসব প্রকাশনার প্রয়োজন হয়, তা প্রস্তুতেও এই সেন্টার সহায়তা দিয়ে থাকে।

একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষত আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে এ সেন্টার থেকে ভিজুয়্যাল ও তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা বের করা হয়। এসব কার্যক্রম আগে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আলাদা আলাদাভাবে করা হতো। এ সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর এসব কার্যক্রম এখন সমন্বিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারি ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির আওতায় নির্মিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় গোকর্ণ লঞ্চঘাটে তিতাস নদীর ওপর ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু এবং মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় কালিগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ৪৫৬ মিটার দীর্ঘ সেতু শুভ উদ্বোধন করেন। এসব কাজের ওপর নির্মিত ভিডিওচিত্র এবং তথ্যকণিকা সম্বলিত ব্রুশিয়র প্রকাশ করে এলজিইডি মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি সম্বলিত নানা রঙের ফেস্টুন ও ব্যানার তৈরি করা হয়। এসব ফেস্টুন ও ব্যানার দিয়ে এলজিইডি ভবন সুসজ্জিতকরণ করা হয়। করা হয় আলোকসজ্জা। কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের ওপর আকর্ষণীয় ডিজাইনে এলজিইডিতে স্থাপন করা বঙ্গবন্ধুকেন্দ্র। মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার জন্য ঘড়ি বসানো হয়। তৈরি করা হয় জাতির পিতার জীবনভিত্তিক ডকুমেন্টারি এবং তা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

৮ মার্চ ২০২০ আন্তজার্তিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয় বিশেষ স্যুভিনির। এতে এলজিইডির পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে সফল নারীদের সাফল্যগাথা তুলে ধরা হয়। সফল নারীদের জীবনালেখ্য অবলম্বনে নির্মাণ করা হয় ডকুমেমন্টারি।

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার থেকে প্রকাশ করা এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯।

স্বনির্ভরতা স্মারক
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার
আন্তর্জাতিক নারী দিবস
প্রজন্ম থেকে সমতার ২০
সকল নারীর অধিকার ২০
ফেডার ও উন্নয়ন ফোরাম, এলজিইডি

এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডি নিউজলেটার
শেখ হাসিনা

এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডি নিউজলেটার

TRAINING
CALENDAR
2020-2021
Training Unit
Local Government Engineering Department

সমন্বিত অবকাঠামো বাংলাদেশ
'আমার গ্রাম-আমার শহর' প্রকল্পের আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ
কর্মপরিকল্পনা

অধ্যায়-১৬

বিবিধ

বিশ্বমহামারী করোনাভাইরাস ১৩৪
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ১৩৫
জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ ১৩৫
মহান বিজয় দিবস ২০১৯ ১৩৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ ১৩৬
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৭
জেলাপর্যায়ে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৮
বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ১৩৮
পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ এবং ২০২০ ১৩৮
বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি কনফারেন্স অ্যান্ড নলেজ ফেয়ার ২০১৯ ১৩৯
ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০১৯ ১৩৯
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন ১৪০
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ১৪০
স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ১৪০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রীজুনাইদ আহ্‌মেদ ১৪১
ইফাদের এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক নাইজেল ব্রেট ১৪২
স্বীকৃতি অর্জন ১৪২
এলজিইডির ৩টি প্রকল্পের পুরস্কার লাভ ১৪২
জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ ১৪২
এলজিইডিতে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন কর্মশালা অনুষ্ঠিত ১৪৩

পরিশিষ্ট ক: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট খ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট গ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট ঘ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট ঙ: বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে যারা সহযোগিতা করেছেন
পরিশিষ্ট চ: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বিশ্বমহামারী করোনাভাইরাস

অর্থবছরের তৃতীয়ার্ধ অর্থাৎ মার্চ ২০২০ থেকে বিশ্বমহামারী করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। আকস্মিক এ মহামারিতে জনজীবন থেমে যায়, স্থবির হয়ে পড়ে সার্বিক কর্মকা-। দেশের সর্বত্র কোভিড-১৯ কে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর আতংক। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ২৫ মার্চ ২০২০ সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। এতে যোগাযোগসহ অর্থনৈতিক কর্মকা- বন্ধ হয়ে যাবার ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জীবনে দেখা দেয় বহুমুখি সংকট। রাষ্ট্রের এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ সরকারি ছুটির মধ্যেই কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা প্রদান, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলায় ত্রাণ বিতরণসহ নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্নমুখি কর্মকা- বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলা করে উন্নয়ন কাজ অব্যহত রেখেছে। এলজিইডি, কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করে। সদর দপ্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিজইনফেশন টানেল ও হাতধোয়ার ব্যবস্থাসহ শারিরীক তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র (থার্মোমিটার) স্থাপন করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ২ লাখ সার্জিক্যাল মাস্ক এবং ৭০টি থার্মোমিটার বিরতণ করা হয়েছে। এছাড়া, এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব উদ্যোগে গরীব অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে জনগণকে কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে কর্মকা- বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডির প্রকল্প সহায়তাপুষ্ট বেশ কয়েকটি সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্য সচেতনতায় হাত ধোয়া ও স্যানিটাইজার ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সরকারি ছুটি ঘোষণার পর দরিদ্র নগরবাসীদের সহায়তার লক্ষ্যে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে খাদ্য ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ফলে এ আকস্মিক দুর্যোগের মুহূর্তে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সামান্য হলেও স্বস্তিতে দিনানিপাত করছে। উল্লেখ্য, এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ নগরের সকল জরুরী সেবা কার্যক্রম বহাল রাখে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংক্রমণের মধ্যেও এলজিইডি সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনভাবে এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে এলজিইডির বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া অনেকেই আক্রান্ত হন। গত জুন ২০২০ পর্যন্ত এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮ জন, যার মধ্যে ৬জন অনাকাঙ্খিতভাবে মারা যান। চিকিসাধীন ছিলেন ১৮জন, আইসোলেশনে ২৪ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৪০ জন। রাজশাহী বিভাগ পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সালাউদ্দিন, এলজিইডি সদর দপ্তরে এসএসডব্লিউআরডিসি (দ্বিতীয় পর্যায়, জাইকা) প্রকল্পে কর্মরত হিসাবরক্ষক মোঃ আলতাফ হোসেন, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার কমিউনিটি অর্গানাইজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার নকশাকার মোঃ আসাদুল হক, রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার সার্ভেয়ার মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং ইফজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের পরামর্শক কাউনাইন মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান মৃত্যুবরণকারী সকলের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। একইসঙ্গে তিনি আক্রান্তদের রোগমুক্তি কামনা করেন।

মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে এলজিইডির চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সাময়িক শ্লথ গতি সৃষ্টি হলেও বর্তমানে তা কাটিয়ে উঠে পূর্ণ গতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার মত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্যভাবে পালন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এসব দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, র‍্যালি, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে ও দেশের বিভিন্ন জেলায় এসব দিবস উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিবসগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৯

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এ নারকীয় হত্যাকা-ের দিনটি জাতীয় শোক দিবস। এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। প্রতিবছরের মত ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট সকালে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর এলজিইডি চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহদাৎবরণকারীর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এলজিইডিতে কোরানখানী ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৯ উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে দেশকে গভীর সংকটে ফেলে দেওয়া হয়। জাতির পিতা বেঁচে থাকলে দেশ আরও এগিয়ে যেতো। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এতো স্বল্পসময়ে প্রায় শূন্য অর্থনীতির দেশকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করে যান। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৯ মাস দেশে কোনো ফসল উৎপাদন হয়নি। বিজয়ের পরে দেশ ছিল গভীর সংকটে। খাদ্য ছিল না, সড়ক-সেতু ছিল না, পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না। এ গভীর সংকটের মধ্যেই অল্পদিনে বঙ্গবন্ধু দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে নানা পরিকল্পনা হাতে নেন এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান। যুদ্ধবিধ্বংস্ত রাস্তাঘাট মেরামত শুরু করেন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা খুলে দেন, স্বাভাবিক হতে শুরু করে পরিস্থিতি। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে সংকট কাটিয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

এর আগে জাতির পিতা এবং তাঁর সঙ্গে শাহাদাতবরণকারী পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া, ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমান প্রমুখ।

মহান বিজয় দিবস ২০১৯

এলজিইডি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এবং এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ উপলক্ষে ১৯ ডিসেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল তাজুল ইসলাম এমপি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন- বিজয় দিবস আমাদের হৃদয়ে গাঁথা একটি দিন। উনিশ'শ একাত্তর সালে একসাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা এই বিজয় অর্জন করেছিলাম। এই বিজয়ের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। অত্যাচার, নির্যাতন, দুঃশাসন, বৈষম্য থেকে মুক্ত হয়ে একটা সম্মানিত জাতি হিসেবে আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো, যেটা আমাদের ন্যায্য অধিকার। আর এ অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নির্দেশেই বীর বাঙালী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম আমাদের কাঙ্খিত বিজয়।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. কাজী আনোয়ারুল হক এবং এলজিইডির কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরামর্শক এবং এলজিইডি পরিবারের সদস্যবৃন্দের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০

২০১০ সাল থেকে এলজিইডি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। ৮ মার্চ ২০২০ এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন এই তিন সেক্টরে ৩ জন করে মোট ৯ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার'। এলজিইডির সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এশিয়ার জাপান, চীন, সিংঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডসহ যেসব দেশ আজ উন্নত হয়েছে সেখানে নারীরা এগিয়ে এসেছে। নারীদের সহযোগিতা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, জাতির পিতা নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করেছেন। এ সময় মাননীয় মন্ত্রী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশে নারী উন্নয়নের ফলে সকলক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। তিনি উল্লেখ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী কল্যাণে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা চালু করেছেন, যার ব্যাপক ইতিবাচক ফলাফল সমাজের ওপর পড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যাশিশুদের শিক্ষার বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নারীরা লেখা-পড়া শিখে চাকরিসহ নানামুখী উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এতে করে সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আসছে। তিনি এলজিইডির প্রশংসা করে বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি নারীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সোনার বাংলা।

সভায় অন্যান্য মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মতিয়ার রহমান স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং সভাপতি, এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম মোঃ আহসান হাবিব। দিবসটির প্রতিপাদ্যের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্যসচিব, প্রকল্প পরিচালক সালমা শহীদ। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীরা তাদের জীবনসংগ্রাম, প্রেরণা ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ৯ জন শ্রেষ্ঠ স্বাবলম্বী নারীকে এলজিইডি প্রদত্ত সম্মাননা স্মারক ও নগদ অর্থ (১ম পুরস্কার ১২ হাজার টাকা, ২য় পুরস্কার ১১ হাজার টাকা ও ৩য় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা) প্রদান করেন। এ বিষয়ে অধ্যায় ৯-এ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

এলজিইডিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

গত ১৭ মার্চ ২০২০ এলজিইডিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মতিয়ার রহমান জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এ সময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর প্রধান প্রকৌশলী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এলজিইডির কর্মকর্তা- কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আকর্ষণীয় ডিজাইনে স্থাপিত এ কেন্দ্রে জাতির পিতার রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রকাশিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। একই দিন এলজিইডির কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্মৃতি মিলনায়তনে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মতিয়ার রহমান। তিনি বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ। এ লক্ষ্য পূরণে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের দায়িত্ব জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে নিবেদিতভাবে কাজ করা। সভায় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা সভা শেষে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০০ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা হয়। জোহর নামাজের পর বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় এলজিইডির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এলজিইডি ভবন সুসজ্জিত ও আলোকসজ্জা করা হয়। স্থাপন করা হয় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা ঘড়ি। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন।

এলজিইডির জেলাপর্যায়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত

গত ১৭ মার্চ ২০২০ দেশব্যাপী এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নাচ-গান ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি জেলায় তিন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এলজিইডির বিভাগ, অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ সুসজ্জিত ও আলোকসজ্জা করা হয়।

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ ও ২০২০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ জুন ২০১৯ এবং ১৬ জুলাই ২০২০ গণভবন থেকে বিশ্বপরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২০ ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশে একযোগে এক কোটি গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১৬ জুলাই গণভবন থেকে এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় নিজের সরকারি বাসভবন গণভবনে চালতা, তেঁতুল ও ছাতিয়ান গাছের চারা রোপণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন কওে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বাংলাদেশে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে বৃক্ষরোপণ করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। কাজেই তার

স্মরণে আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা প্রতিবছরই এই পদক্ষেপ নিচ্ছি। গণভবনে চালতা, তেঁতুল ও ছাতিয়ান গাছের চারা রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।

এলজিইডি পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দেশের সব জেলা এলজিইডি কার্যালয়ের সামনের পরিবেশ সুরক্ষায় বনজ ও ফলদ গাছ লাগানো হয়েছে, যা বাড়িয়েছে নান্দনিক সৌন্দর্যও। এলজিইডি বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ণ করছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ পল্লি সড়কের দুপাশে ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপন করছে, যা পরিবেশ রক্ষাসহ অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। এলজিইডি প্রতিবছর জাতীয় বৃক্ষমেলায় অংশ নিয়ে থাকে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এলজিইডি বিভাগ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় অফিস প্রাঙ্গন ও পল্লি সড়কে বৃক্ষরোপনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি কনফারেন্স অ্যান্ড নলেজ ফেয়ার ২০১৯

গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলাদেশ সোশ্যাল সিকিউরিটি কনফারেন্স অ্যান্ড নলেজ ফেয়ার ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের জন্য সুযোগ তৈরির পাশাপাশি তাদেরকে সামর্থবান করে গড়ে তোলাও প্রয়োজন। এতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে গরিব মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে চলেছেন। সমাজের প্রান্তিক, অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে নিতে একাধিক সুরক্ষা প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর শেখ হাসিনাই প্রথম গরিব, দুস্থ, বিধবা, বয়স্ক মানুষদের নিয়ে বিশদ চিন্তা-ভাবনা করে দুর্দশা লাঘবে বিভিন্ন ভাতা, অনুদান ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছেন। দশ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ, বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ, স্বল্পমূল্যে ট্রাকে করে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছে সরকার। সরকারের লক্ষ্য হলো দেশের একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না, কেউ গৃহহীন থাকবে না। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি।

অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এলজিইডি এ মেলায় অংশ নেয়। মেলায় এলজিইডি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ওপর উপস্থাপনা তুলে ধরে। বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী এলজিইডির স্টল পরিদর্শন করে।

ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০১৯

গত ২ জুলাই ২০১৯ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত দিনব্যাপী ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এসব কথা বলেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরকারি অনেক সেবা আজ ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। জনগণ স্বল্পসময়ে ও স্বল্পখরচে এসব সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। তিনি আরও বলেন, নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে সরকার উদ্ভাবনী কার্যক্রমে প্রণোদনা দিচ্ছে। তিনি নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্ভাবন কার্যক্রম পরিচালনার ওপর জোর দেন। সমন্বিত প্রচেষ্টায় উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. কাজী আনোয়ারুল হক। শোকেসিং কর্মশালায় ১২টি সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ওয়াসা, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় এবং তিনটি পৌরসভায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি সহজীকরণে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ কর্মশালার আয়োজন করে। এলজিইডি এ কর্মশালায় সংস্থার উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকা-ের পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, এলজিইডি সারাদেশে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি বলেন, আমি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা) মেজবাহ উদ্দিন এবং অতিরিক্ত সচিব ড. কাজী আনোয়ারুল হক।

এছাড়া মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম গত ১৪ জুলাই ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় সভা সভাপতি এবং ২২ নভেম্বর ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তরে সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কর্মকৌশল নির্ধারণ বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়ক নিরাপত্তা বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনায় দু'জন শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুললে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেন। এরপর বিভিন্ন অধিদপ্তর নিয়ে সড়ক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং ২৫ থেকে ৩০ হাজার লোক পঙ্গু হয়। তিনি উল্লেখ করেন, এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। কীভাবে সড়কে মৃত্যুর মিছিল রোধ করা যায় তা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের ভাবতে হবে। এজন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালক, পথচারীসহ সবাইকে আরও সচেতন হতে হবে।

কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য। এছাড়া জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ গত ৩০ জুলাই ২০১৯ এলজিইডির প্রভাতী প্রকল্পের স্টার্ট-আপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ, সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি

উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সরকারি সেবাসমূহ অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনতে হবে। জনগণ যাতে স্বল্পখরচে ও স্বল্পসময়ে সরকারি সেবা পেতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে হবে। একযোগে কাজ করলে এ লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে না। গত ২২ নভেম্বর ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব শীর্ষক ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এসব কথা বলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষতার সঙ্গে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের ৪,৪৫০টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছিল, আজ যা বিশ্বের ষাটটি দেশ অনুসরণ করছে। তিনি জানান, ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য মুজিববর্ষে একশটি সেবা ডিজিটালাইজড করে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, জনগণ যাতে সমন্বিত আকারে একজায়গা থেকে সকল সেবা গ্রহণ করতে পারে সেই জন্য মাই-গর্ভমেন্ট শিরোনামে একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরির কাজ চলছে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. কাজী আনোয়ারুল হক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান, গোপালগঞ্জ পৌরসভার মেয়র কাজী লিয়াকত আলী, এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনির চৌধুরী এবং এটুআই-এর চিফ স্ট্রাটেজিস্ট ফরহাদ জাহিদ শেখ। ছয়দিনব্যাপী এ কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সার্ভিস ডিজাইন রূপরেখা প্রণয়ন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্টদের সামর্থবান করে তোলা। এটুআই এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ এ কর্মশালার আয়োজন করে। এলজিইডি কর্মশালার ভেন্যুসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ১৪টি সংস্থার ৭০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বে) রোকসানা কাদেরের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইফাদের এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক নাইজেল ব্রেট

গত ৩০ জুলাই ২০১৯ এলজিইডির সদর দপ্তরে অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্পের সূচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনে এ প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বেশকিছু প্রভাব যেমন- খরা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। এসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে চায়। প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রান্তিক জনগণ এ থেকে উপকার পাবে, পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জীবনমান ও খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের পার্শ্ববর্তী ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলায় অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় অর্থনীতি গতিশীল হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমে আসবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইফাদের এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক নাইজেল ব্রেট বলেন, ইফাদ এলজিইডির সঙ্গে দুই দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করছে। এলজিইডির সঙ্গে কাজ করতে পেরে ইফাদ গর্বিত। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডির রয়েছে পেশাদারি উৎকর্ষ, নতুন নতুন উদ্ভাবনার জন্য উদ্যমী মনোভাব।

স্বীকৃতি অর্জন

এলজিইডির ৩টি প্রকল্পের পুরস্কার লাভ

প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র তিনটি প্রকল্প 'গুড ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের মধ্যে কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ একাধিক প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। গত ২৪ ও ২৫ জুলাই ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডেলিভারিং বেটার প্রজেক্ট আউটকামস্' শীর্ষক দুদিনব্যাপী এক সেমিনারের সমাপনী দিনে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি পুরস্কার হস্তান্তর করেন। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা এবং ইন্দোনেশিয়ায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিমের সমন্বয়ে "গুড পারফরমেন্স ফোরাম" গঠন করা হয়। এ ফোরামের উদ্যোগে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) (ইউজিআইআইপি-৩) প্রকল্পটি 'জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং' ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে। 'সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসেটেলমেন্ট' ক্যাটাগরিতে চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ ও ইউজিআইআইপি-৩ যৌথভাবে রানার-আপ হয়।

এছাড়াও সিটিআইপি প্রকিউরমেন্ট ক্যাটাগরিতে রানার-আপ-এর পুরস্কার লাভ করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি বলেন, ২০৩৪ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট হবে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার। এটি একটি স্বপ্ন এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৩২তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হতে হবে।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ পেল এলজিইডি সহায়তাপুষ্ট বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

শ্রীমঙ্গলের মির্জাপুর ইউনিয়নের বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড জাতীয় সমবায় পুরস্কার, ২০১৮ অর্জন করেছে। ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার প্রদান করেন। এলজিইডির দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ২০০৫-০৬ সালে বাস্তবায়িত বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর সভাপতি মোঃ মোসাদ্দর আলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। ২ নভেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। 'যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতিসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়' ক্যাটাগরিতে সেচভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বড়ছড়া পাবসস লিমিটেড এ পুরস্কার লাভ করে। এলজিইডি কর্তৃক উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আগে এই এলাকায় শুষ্ক

মৌসুমে সেচের পানির অভাবে জমিতে রবি ও বোরো ফসল চাষ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বর্ষাপূর্ব বৃষ্টিতে পাহাড়ি এলাকায় আকস্মিক বন্যা ও পানি নিষ্কাশনের সমস্যার জন্য আমন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ বাস্তবতায় আনুমানিক ৪০ বছর আগে এলাকার কৃষকগণ স্বেচ্ছাশ্রম ও অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে কেদারপুর চা বাগান ও কাশিউনা মাজারের পাশ দিয়ে গাবর খাল খনন করে। এছাড়া বড়ছড়ায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে হাইল হাওরে ৩৭৫ হেক্টর অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ শুরু করে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় এলাকার সাতটি গ্রামের কৃষক ও বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে বড়ছড়া উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করে। ওই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গঠন করা হয় বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড। ২০০৫ সালে বড়ছড়া উপ-প্রকল্পের আওতায় একটি ৮-ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো ও পাবসস'র জন্য একটি অফিস নির্মাণ এবং ১.৫১ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন করা হয়। এ সকল অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বর্তমানে ৬৭৫ হেক্টর জমিতে রবি ও বোরো মৌসুমে সেচ এবং আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ দেওয়ার সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। হ্রাস পেয়েছে সেচব্যয় এবং সেই সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষাবাদের ফলে উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সমিতির সদস্যদের সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক, যুগোপযোগী কৃষি উৎপাদন এলাকার মানুষের জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি, দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেচের পানি প্রাপ্তি ও পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। ফলে উপ-প্রকল্প এলাকায় সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। সমিতির আওতায় গঠিত মূলধন থেকে দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সমিতির মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। এ সকল কর্মকা-ের ফলে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নসহ জীবনমানের ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় বড়ছড়া পাবসস 'জাতীয় সমবায় পুরস্কার, ২০১৮' অর্জন করে।

এলজিইডিতে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সরকারি সেবাসমূহ অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই। জনগণ যাতে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে সরকারি সেবা পেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে সরকার বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে গত ২২ নভেম্বর ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন শীর্ষক ছয়দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এ মহান নেতা তা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্ন পূরণে কাজ করছেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে উন্নয়ন কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেসঙ্গে প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে। সরকারি সেবাসমূহ অটোমেশনের কোনো বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথ সহজ করতে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের ৪,৪৫০টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছিল আজ তা বিশ্বের ষাটটি দেশ অনুসরণ করছে। তিনি আরও জানান, ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য মুজিববর্ষে একশটি সেবা ডিজিটালাইজড করে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তিনি উল্লেখ করেন, জনগণ যাতে একজায়গা থেকে সব সেবা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষে মাই-গর্ভমেন্ট নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বে) রোকসানা কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. কাজী আনোয়ারুল হক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান, গোপালগঞ্জ পৌরসভার মেয়র কাজী লিয়াকত আলী ও এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনির চৌধুরী ও এটুআই-এর চিফ স্ট্রাটেজিস্ট ফরহাদ জাহিদ শেখ।

ছয়দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সার্ভিস ডিজাইন রূপরেখা প্রণয়ন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে সক্ষম করে তোলা। এটুআই এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ এ কর্মশালার আয়োজন করেন। কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ১৪টি সংস্থার ৭০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের পার্শ্ববর্তী ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলায় অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় অর্থনীতি গতিশীল হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমে আসবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইফাদের এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক নাইজেল ব্রেট বলেন, ইফাদ এলজিইডির সঙ্গে দুই দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করছে। এলজিইডির সঙ্গে কাজ করতে পেরে ইফাদ গর্বিত। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডির রয়েছে পেশাদারি উৎকর্ষ, নতুন নতুন উদ্ভাবনার জন্য উদ্যমী মনোভাব।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট খ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট গ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট ঘ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট ঙ: বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে যারা সহযোগিতা করেছেন

পরিশিষ্ট চ: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	অগ্রগতি (%) আর্থিক
	সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
১	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	১৭০০০.০০	১৬৯৯৬.১৩	১০০%	৯৯.৯৮%
২	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১০৫০০.০০	৯৯৮৩.৪৯	১০০%	৯৫.০৮%
৩	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	২০০৬.০০	১৬১২.৯০	৯৮.০১%	৮০.৪০%
৪	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৯০০০.০০	৭৯৯৫.১৩	১০০%	৮৮.৮৩%
৫	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৩৭০০.০০	১১৯৭৭.৪৯	৯৮.০০%	৮৭.৪৩%
৬	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২য় সংশোধিত)	১৩৪৬০.০০	১৩৪৫২.৯৫	১০০%	৯৯.৯৫%
৭	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২৮৭৭.০০	২৮৭৪.৬৯	১০০%	৯৯.৯২%
৮	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৮২০০.০০	৮১৯৮.৪৭	১০০%	৯৯.৯৮%
৯	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)	৮৮২৪.০০	৮৮১৫.২৯	১০০%	৯৯.৯০%
১০	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪০৬৫.০০	৩৮৭৩.০৮	১০০%	৯৫.২৮%
১১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)	৬৩৮৮৯.০০	৬৩৮৮৯.০০	১০০%	১০০%
১২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৭০০.০০	৮০০০.০০	১০০%	৮২.৪৭%
১৩	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮০০০.০০	৬৫৩৫.৮৮	৮৩.০৪%	৮১.৭০%
১৪	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯০০০.০০	৮৯৮৭.৭২	১০০%	৯৯.৮৬%
১৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৭৫০০.০০	১৪৮৯৮.৭৭	১০০%	৮৫.১৪%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১৬	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৯৫.০০	৬৯৪.৫৬	১০০%	৯৯.৯৪%
১৭	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)	১১৫০০.০০	১০৯৯১.৭৬	১০০%	৯৫.৫৮%
১৮	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৮০০০.০০	৭৯৯৫.২১	১০০%	৯৯.৯৪%
১৯	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৫০০০.০০	২৪৪৫৫.৪০	১০০%	৯৭.৮২%
২০	রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ	১৬০.০০	১৫৯.৮৭	১০০%	৯৯.৯২%
২১	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৯০০০.০০	৮৯৯৮.১৮	১০০%	৯৯.৯৮%
২২	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১২২৪.০০	১২২৪.০০	১০০%	১০০%
২৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)	১৮০০.০০	১৭৯৭.৬৪	১০০%	৯৯.৮৭%
২৪	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১২০০.০০	৯৯২.৭৪	১০০%	৮২.৭৩%
২৫	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১২০০.০০	১১৮১.৭৫	১০০%	৯৮.৪৮%
২৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প	১৩০০০.০০	১০৮১৩.০৬	১০০%	৮৩.১৮%
২৭	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৩০০০০.০০	২৩৯৯৯.৪৬	১০০%	৮০.০০%
২৮	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৮০০০.০০	২৫৯৯৮.৮৭	১০০%	৯২.৮৫%
২৯	নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮৭৫.০০	৮৬৬.৬০	১০০%	৯৯.০৪%
৩০	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)	১১৭০০.০০	১১১৯৯.৩১	১০০%	৯৫.৭২%

পরিশিষ্ট ক

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	আর্থিক
৩১	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৬৫.০০	৪৩৬.৯৫	১০০%	৯৩.৯৭%
৩২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	১০০%	১০০%
৩৩	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%
৩৪	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	১৬০০০.০০	১৫৯৪৬.০২	১০০%	৯৯.৬৬%
৩৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১২০০০.০০	১১৯০২.৪৬	১০০%	৯৯.১৯%
৩৬	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৩১৭.০০	৮৫৫.৯১	৩৭.০০%	৩৬.৯৪%
৩৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৪০০.০০	২৩৯২.৮৯	১০০%	৯৯.৭০%
৩৮	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩	১৪৮০০.০০	১৩৮৬২.৩৫	১০০%	৯৩.৬৬%
৩৯	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৬০০০.০০	৫৯০৪.০০	১০০%	৯৮.৪০%
৪০	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৬০০০.০০	২৫৯৮৬.৪৯	১০০%	৯৯.৯৫%
৪১	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১০০%	১০০%
৪২	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯০০০.০০	৬৯৭৩.৭১	১০০%	৭৭.৪৯%
৪৩	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৮০০০.০০	৭৯৬৩.১৪	৯৯.৯৯%	৯৯.৫৪%
৪৪	ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩৬৫০০.০০	৩৬৪৯৭.৫২	১০০%	৯৯.৯৯%
৪৫	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়	৪৬৮১২.০০	৪৪৭৫৮.৩৪	১০০%	৯৫.৬১%
৪৬	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩৭০০০.০০	৩১৯৯৯.৬৫	১০০%	৮৬.৪৯%
৪৭	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৪৩০০.০০	৪২৮৯.৮৭	১০০%	৯৯.৭৬%
৪৮	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩	১৩৭০০.০০	১২৯৫৬.২৯	১০০%	৯৪.৫৭%
৪৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩	২৬২২২.০০	২১০২১.৩৮	১০০%	৮০.১৭%
৫০	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩১৮০.০০	২৯৭৯.৬৯	৯৪.০০%	৯৩.৭০%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	আর্থিক
৫১	বন্যা ও দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প	৬৫৮৭০.০০	৬৫৭৬৭.২০	১০০%	৯৯.৮৪%
৫২	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প	২৭৫০০.০০	২৪৯৯৭.৯৫	৯১.৫৬%	৯০.৯০%
৫৩	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১১৫১.০০	১১৪৩.৮৮	১০০%	৯৯.৩৮%
৫৪	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪১৫৩.০০	২৪০৫.১৯	৬৬.৩৪%	৫৭.৯১%
৫৫	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প	১৮১৫.০০	১৮১১.২৪	৯৯.৭৯%	৯৯.৭৯%
৫৬	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৯০০০.০০	৮৮৫৭.৪৪	৯৯.৯৯%	৯৮.৪২%
৫৭	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০২০০.০০	৮৯১২.৯৪	১০০%	৮৭.৩৮%
৫৮	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৭০০০.০০	৬৮১৪.২৮	১০০%	৯৭.৩৫%
৫৯	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প	৪৬৫০০.০০	৪৬৪৯৯.৪৩	১০০%	১০০%
৬০	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪	৬৫২২.০০	৬৫১৬.০৮	৯৯.৯৮%	৯৯.৯১%
৬১	তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৭৫০০.০০	৪৯৯৯.৯৭	১০০%	৬৬.৬৭%
৬২	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	২০০০.০০	১০৯৯.৫১	৬২.০০%	৫৪.৯৮%
৬৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প	১৯৫০.০০	১৯৫০.০০	১০০%	১০০%
৬৪	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৩০০০.০০	২৪৭৫.৭৯	১০০%	৮২.৫৩%
৬৫	এলজিইডির মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৪০০.০০	৩৫০.৬৮	১০০%	৮৭.৬৭%
৬৬	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৭৬.০০	৭৩.৮৫	১০০%	৯৭.১৭%
৬৭	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৩২৫.০০	৮৫২.০৪	৭০%	৬৪.৩০%
৬৮	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৯০০.০০	৪৫৪.০০	৯২.৭৩%	৫০.৪৪%
৬৯	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প	২৩৭০.০০	২৩৭০.০০	১০০%	১০০%

পরিশিষ্ট ক

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	আর্থিক
৭০	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৪৫.০০	২৪৫.০০	১০০%	১০০%
৭১	বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১৬.০০	১৪.০০	১০০%	৮৭.৫০%
৭২	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩	১৮৪৭.০০	১৮৪৩.৭০	১০০%	৯৯.৮২%
৭৩	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৯৬.০০	৯৩৬.৮৫	১০০%	৯৪.০৬%
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
৭৪	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১০৫০০.০০	১০৪৯৬.৯০	১০০%	৯৯.৯৭%
৭৫	রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)	৪২০০০.০০	৩৪৮৮৩.৭১	৮৮.০০%	৮৩.০৬%
৭৬	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট । (২য় সংশোধিত)	১৫৫৫৫.০০	১৩৫৯২.৬৩	১০০%	৮৭.৩৮%
৭৭	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	৩৭৫০০.০০	৩৭৪৬৯.১৯	১০০%	৯৯.৯২%
৭৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)	৩৪৪০.০০	২৯৫২.৩০	৯৯.০৫%	৮৫.৮২%
৭৯	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৭৫৫.০০	২৯৯.৯৪	৪২.০৩%	১০.৮৯%
৮০	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১১২০০.০০	১০৩৯৯.০০	৯৫.০০%	৯২.৮৫%
৮১	বহুমূখী দূযোর্গ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৫১৩০.০০	৩৪৬১৯.১৬	৯৯.০০%	৯৮.৫৫%
৮২	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৪০০.০০	৪৬৪৩.৯৮	৮০.০০%	৭২.৫৬%
৮৩	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প	৩৫১৩.০০	৩৪৭৩.৮৪	১০০%	৯৮.৮৯%
৮৪	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প	২৬০০.০০	১৯১৬.৩১	৯৯.৫১%	৭৩.৭০%
৮৫	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প	১২৭৮২.০০	৬৫১৪.৪৭	৫৭.০০%	৫০.৯৭%
৮৬	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	২৮০০০.০০	২৬৩৪৯.৩৮	১০০%	৯৪.১০%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	আর্থিক
৮৭	প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস	১৪৬৪২.০০	৩৭৮৪.৭৭	৩২.৫৭%	২৫.৮৫%
৮৮	বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট(এলজিইডি অংশ)	৫৫০০.০০	৫৪৩০.৯৫	১০০.০০%	৯৮.৭৪%
৮৯	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প	২০০০০.০০	৭৯৫১.৭৯	৪৪.৪৫%	৩৯.৭৬%
৯০	ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)	৬৮৫.০০	৬০.৮৫	৯.০০%	৮.৮৮%
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প				
৯১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জেন্ডার সমতা চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	১২.০০	১১.৬৫	১০০%	৯৭.০৮%
	সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি)				
৯২	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	১০৫১.০০	১০৫০.৯৬	১০০%	১০০%
৯৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৬২	১০০%	৯৯.৯৯%
৯৪	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪২৯.০০	৪২৩.২৩	১০০%	৯৮.৬৬%
৯৫	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন	৩০৭০.০০	৩০৫৭.৫৩	১০০%	৯৯.৫৯%
৯৬	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১২৫.০০	৮২.৪২	১০০%	৬৫.৯৪%
৯৭	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮৯৮.০০	৮৯৫.৮৩	১০০%	৯৯.৭৬%
৯৮	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প	১.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%
৯৯	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০৫৪.০০	২০৫৪.০০	১০০%	১০০%
১০০	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৫৮০.০০	৫৮০.০০	১০০%	১০০%
১০১	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প	১৩৭.০০	১৩৭.০০	১০০%	১০০%
১০২	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫০০.০০	১৪৯৭.৭৮	১০০%	৯৯.৮৫%

পরিশিষ্ট ক

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	অগ্রগতি (%) আর্থিক
১০৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প	২৫৯.০০	২৫৮.৯৪	১০০%	৯৯.৯৮%
১০৪	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২২০০.০০	১৪৯৯.৮৫	১০০%	৬৮.১৮%
১০৫	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৬৬০.০০	১৬৫৪.৮৩	১০০%	৯৯.৬৯%
১০৬	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৫০০.০০	১৪৯৫.১১	১০০%	৯৯.৬৭%
১০৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৪৫	১০০%	৯৯.৯৯%
১০৮	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫০০.০০	১৪৯৪.৯৯	৯৯.৬৬%	৪২.৭১%
১০৯	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০০০.০০	৯৯০.৩১	১০০%	৯৯.০৩%
১১০	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৮০০.০০	৭৯৭.৩১	১০০%	৯৯.৬৬%
১১১	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প	১২৫.০০	৬৩.২১	৫১.০০%	৫০.৫৭%
১১২	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৮৬৯১১.০০	৪২১৯৭.৯৬	৯৯.৬১%	৪৮.৫৫%
১১৩	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪০০০.০০	৩৩৬০.৬১	৮৫.০০%	৮৪.০২%
১১৪	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৮০০০.০০	৬৯৯৯.৮৫	১০০%	৮৭.৫০%
১১৫	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৭৭.০০	৪৩৫.৩১	১০০%	৯১.২৬%
১১৬	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প	৫০০.০০	৪৯৯.৫৯	১০০%	৯৯.৯২%
১১৭	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	২.০০	১.৯৮	১০০%	৯৯.০০%
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১১৮	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫৬৪৫.০০	১২৯২৬.৪৮	৮৫.১৩%	৮২.৬২%
১১৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	৬৭৫২০.০০	৫৫১০৬.৪৭	৮২.০০%	৮১.৬২%
১২০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প । (১ম সংশোধিত)	৬৮৬৫৯.০০	৬২৭৫৬.৯১	৯৪.০০%	৯১.৪০%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	আর্থিক
১২১	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭০০১৭.০০	৬৯৯৫৬.০২	৯৯.৯৭%	৯৯.৯১%
১২২	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	৯২৬২.০০	৬৯৩৮.০৫	৭৫.০০%	৭৪.৯১%
১২৩	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৭৭৫৪.০০	২৫১.৬৪	৯৯.৮৬%	৩.২৫%
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প				
১২৪	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম	৭৩৮.০০	১৩৮.০০	১৯.০০%	১৮.৭০%
	সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি)				
১২৫	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩০০.০০	৩২৯৯.৬১	১০০%	৯৯.৯৯%
১২৬	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প	৪০০০.০০	৩০২৯.১১	৭৬.০০%	৭৫.৭৩%
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১২৭	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১০৩০০.০০	৯০০৯.৫৫	৮৭.৬৮%	৮৭.৪৭%
	সেক্টরঃ জন প্রশাসন (কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)				
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১২৮	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প	৯৬০.০০	৮০২.১৭	৯১.৬৭%	৮৩.৫৬%

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রম	সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান
০১	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)
০২	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
০৩	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)
০৪	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদরএবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
	সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ
০৫	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)
০৬	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
০৭	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
০৮	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প
০৯	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
	সেক্টর: কৃষি; সাব-সেক্টর: সেচ
১০	২২৩০০৬০০০ - টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	অগ্রগতি (%) আর্থিক
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
০১	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০০০০.০০	৯৮৯২.১৯	১০০%	৯৮.৯২%
০২	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প	৩৫০০.০০	৩০৮২.৭৫	১০০%	৮৮%
	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর				
০৩	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) এলজিইডি পার্ট	৫৪৩৮.৪০	২৪৬৫.৮৩	৬২.২৯%	৪৫.৩৪%
	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়				
০৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্প	৪৮৮৬.০০	৩৩৫২.০৬	৭৫.০০%	৬৮.৬১%
০৫	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	১৬০০০.০০	১০৪১২.৫৩	৭০.০০%	৬৫.০০%
	সংস্থা ঃ বঙ্গবন্ধু দরিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড)				
০৬	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) প্রকল্প	৬৩২৬.৫৫	১০২০.৯১	১৮.০০%	১৬.১৪%
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ				
০৭	চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১২৪৪৭৫.২০	১২৩৮৭৩.৯৩	১০০%	৯৯.৫২%
০৮	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	১১৫৯৫০.০০	১১৫২২১.৮৯	১০০%	৯৯.৩৭%
০৯	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৪)	১৯৮৭২.২২	১৭৪২৯.০৪	৯৪.২৫%	৮৭.৭১%

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প সাহায্য	উন্নয়ন সহযোগী
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
০১	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)।	২৬০৬০০.০০		
০২	বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২)।	১৩২৬২.০০		
০৩	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩)।	১৭২৩১৫.০০		
০৪	পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০)।	২০৩২.০০		
০৫	Study Proposal for Preparation of Township Development Plan at Chakaria Upazila for Moheskhali-Matarbari Integration Infrastructure Development Initiative (MIDI) area of Cox' Bazar District শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০)।	১০০.০০		
০৬	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)।	৬৪৭৭০০.০০		
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প			
০৭	Institutionalizing Gender Equality Practices in Local Government Engineering Department শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০২১)।	১৮৭২.০০	১৬৭৫.০০	ADB
	সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
০৮	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১)।	৩২০০.০০		
০৯	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২)।	৪৮৬২.০০		